ইস্‌লাম।

"ফাজ্‌কুরুনী আজ্‌কুর্‌কুম্‌ ও-অশ্‌কুরুলী ও-আলা তাক্‌ফুরুনি" (বকরা (২)-১৫২), "অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, ও বিরুদ্ধাচারী হইও না।"

শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কোরাণ-প্রদত্ত অব্যর্থ মহৌষধ।

বিগত ২৯শে আগষ্ট (১৯২৭) বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে "ভারত স্বরাজ লাভ করিতে চাহিতেছে, এবং বিলাত ও ভারতের সেই লক্ষ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার সাহায্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে"। সে সঙ্গে তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন, যে বিগত "আঠার মাসের ও কম সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামে ২৫০ কি ৩০০ লোক হত, এবং ২৫০০ লোক আহত হইয়াছে।" ১৯১৯ সনের স্বরাজ-প্রতিশ্রুতির পূর্ব্বে ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ বিবাদ ছিল না! সেই স্বরাজ প্রতিশ্রুতিই কি দেশকে জনসাধারণের শাসন হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য রাজনৈতিক কূটচক্রীদের হাতে পড়িয়া, বর্ত্তমান বিবাদের কারণ, "apple of discord" হইয়াছে? হিন্দু-মুসলমান বিরোধের নির্ব্বাণ ভিন্ন স্বরাজ লাভ অসম্ভব। এ বিরোধ-রোগের ঔষধ কি?

কোরাণ আমাদিগের প্রশ্নের উত্তরে ঔষধ বলিয়া দিতেছে। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া সে ঔষধ সেবন কর। কোরাণ হজরত মহম্মদকে কাফের বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে উপাসনা করিতে বলিতেছে, "ও-আ এজা কুন্‌তা ফী হিম্ ফা আকামতা লাহুমুস্ সালাতা" ইত্যাদি, নিসা (৪) ১০১, ১০২। "এবং (হে মহম্মদ) যখন তুমি অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাক, এবং তাহাদের উপকারের জন্য তুমি উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাহাদের একদল যেন তোমাদের সঙ্গে নমাজে দাঁড়ায়" ইত্যাদি (পৃঃ ৯৪)। একালের মুসলমানেরা যাহারা নিজেরাই নমাজের অর্থ বুঝে না, তাহাদের নিকটে সেরূপ আশা করাও দুরাশা! কোরাণ উপাসনার সম্বন্ধে আরও বলিতেছে "উৎলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতাবে ও-আ আকিমেস্ সালাতা। ইন্নাস্ সালাতা তান্‌হা আনেল্ ফাহ্‌শায়ে ও-আল মুনকারে"—

ইস্লাম।

(সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের জন্য)

"ল্লাজীনা ইয়াস্তামেউনাল্ কাওলা ফা ইয়াত্তাবেউনা আহ্সানহু, উলা-একা ল্লাজীনা হাদাহুমুল্লাহো, ও-আ উলাএকা হুম্ উলুল্ আলবাবে।"..... "ও-আ ত্তাবেউ আহ্সানা মা উন্জেলা এলাইকুম্ মিন্ রাব্বেকুম্"। জুমা (৩৯)—
১৮,৫৫ "যাহারা বাণী শ্রবণ করে, এবং তৎপর তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহার অনুসরণ করে, তাহারাই যাহাদিগকে পরমেশ্বর অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, এবং তাহারাই যাহারা বুদ্ধিমান"।
.... "এবং তোমার প্রভু হইতে তোমার নিকটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার অনুসরণ কর"।

শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত।

মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

ভূমিকা

আজকালের হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ দেখিয়া কোন্ প্রকৃত হিন্দুর, কোন প্রকৃত মুসলমানের না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আহারাদি লইয়াই পূর্ব্বে ভেদের বা বিবাদের কারণ ছিল। মুসলমানের হাতে খাইলে, কি মুর্গি কি গো-মাংসাদি খাইলে পূর্ব্বে হিন্দুর জাতি যাইত, হিন্দু মুসলমান হইয়াছে, বলা হইত। কিন্তু মুসলমান বাবুর্চির হাতে খাওয়া, মুর্গি খাওয়া, এমন কি বিলাতে গিয়া গোমাংস ভক্ষণ, এমন কি জে, এন, সেনের মত খ্রীষ্টান মতে মেম্ সাদি করাও এখন হিন্দুর প্রচলিত আচারের মধ্যে গণ্য হইতেছে। এখন তবে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ বা বিবাদ কি লইয়া? ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমরা কি এখনও একথা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিবে না? ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সাময়িক (মুতাশাবেহাতুন), তাহাকে কি যাহা নিত্য (মুহকামাতুন) তাহা হইতে পৃথক করিবে না?* কলমা পড়া, নমাজ পড়া, দরিদ্রার্থে জকাত দান করা — এইত মুসলমান ধর্ম্মের চিরন্তন ভিত্তি। এই 'ইসলাম' গ্রন্থে আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এ সকল কি। এ সকলের অর্থ বুঝিলে পর, কোন প্রকৃত হিন্দু কখনো বলিবেনা, যে কলমা পড়িলে, কি নমাজ পড়িলে, কি জকাত দান

* সুরা ইমরান (৩)-৬।

করিলে, হিন্দুর জাতি যায়। এবং এ সকল প্রকৃত কি "মুহ-কামাতুন" ইসলাম। কোন বস্তু-বিশেষ কেহ খায়, কি খায় না, অতএব সে মুসলমান, এমন কথা কোন মুসলমানের বলা সাজে না। নিরামিসাশি মুসলমানও দেখা যায়। ইহদ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে না, যে একজন সাত্ত্বিক অতি নিষ্ঠাবান হিন্দুও তাহার হিন্দুত্ব যোল আনা অটুট রক্ষা করিয়া নমাজ-জকাৎ-রোজাদি করিয়া এমন কি বাকুদির গোস্বামীর সম্বন্ধে যাহা শোনা যায়, মক্কাতীর্থ দর্শন বা হজব্রত পালন করিয়াও একজন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান হইতে পারে? বস্তুতঃ যাহা কোরাণ বিরুদ্ধ তাহা ইসলাম নয়, যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা হিন্দুধর্ম্ম নয়। যে বেদ-কোরাণ উভয় পাঠ করিয়াছে সে অবশ্য বলিবে, যে কোরাণ যেন ঋগ্বেদেরই দেশ-কালোচিত পঞ্চম সংস্করণ। ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নিতান্তই বাতুলের কার্য্য,—"রজ্জুতে সর্পভ্রম" ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কোরাণ বস্তুতঃই পঞ্চম বেদ। ঋগ্বেদের দ্রষ্টা ঋষি বসিষ্ঠের প্রাণের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছিল "ঋতস্য মিত্রাবরুণা পথা বামপোন নাবা দুরিতা তরেম" ৭-৬৫-৩. "হে দিবারাত্রিরূপে প্রকাশমান ঈশ্বর-মহিমা (মিত্রাবরুণা) তোমাদের নির্দ্দিষ্ট সত্যের পথে এবং ন্যায়ের পথে চলিয়া, নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, আমরাও সেইরূপ পাপ সকল অতিক্রম করিব।" কোরাণের দ্রষ্টা রসুলের ও প্রাণের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া ঈশ্বরবানী উত্থিত হইয়াছিল : "আকীমে স্সালাত্তা

ইন্না স্‌সালাতা তান্‌হা আনেল্ ফাহ্‌শায়ে ও-আল্ মুনক্‌রে"। (আনকাবুত (২৯)-৪৫) "উপাসনাকে রক্ষা কর, নিশ্চয় উপাসনা অশ্লীলতা এবং অন্যায় কার্য্য হইতে রক্ষা করিবে"। উপনিষদে ঋষির হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া প্রার্থনা বাহির হইয়াছিল, "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়," পরমেশ্বর, "আমাকে অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও," কোরাণের রসুলের ও হৃদয় হইতে স্বর্গীয় বাক্য ধ্বনিত হইয়াছিল "আল্লাহু ও-আলিয়ু ল্লাজীনা আমানু ইয়ুখ্‌রেজুহুম্ মিনা জ্জুলুমাতে এলা ন্নুরে" বকরাহ (২)-২৫৭ , "পরমেশ্বর তাহাদের রক্ষক যাহারা তাহাতে বিশ্বাস করে। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান"। বেদের ঋষি শুনঃশেপের হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছিল, "হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর (বরুণ), "বাধস্ব দূরে নিঋ্‌তিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ" (১-২৪-৯), "দূরে থাকিতেই মিথ্যার দেবতাকে (নিঋ্‌তি) বাধা দিয়া আমাদিগ হইতে পরাঙ্মুখ কর; আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগকে প্রমুক্ত কর," কোরাণের দ্রষ্টা রসুলের হৃদয় দর্পনেও প্রকাশ "ও-আ কুল্ জা-আল্ হাক্কু ও-আ জাহাকাল্ বাতেলো। ইন্নাল্ বাতেলা কানা জাহুকান" (বনি ইস্রাইল (১৭)-৮১), "এবং বল, সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা দূর হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী মাত্র" ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া, কে না বলিবে, যে সত্যই বেদেরও

প্রাণ, কোরাণেরও * প্রাণ, এবং উপাধিগত বা দেশকালপাত্রগত ক্ষণিক ভেদ ("মুতাশাবেহাতুন") সত্ত্বেও স্বরূপতঃ (মুহকামাতুন) সত্য এক এবং নিত্য। কে না বলিবে, যে অকিঞ্চিৎকর দেশ-কালগত ক্ষণিক ভেদ সত্ত্বেও বেদ, ইঞ্জিল, এবং কোরাণ স্বরূপতঃ এক, হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, এবং ইসলাম ধর্ম্ম স্বরূপতঃ এক। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানকে অকিঞ্চিৎকর দেশকালগত ক্ষণিক ভেদ পরিত্যাগ করিয়া, বেদ, ইঞ্জিল, এবং কোরাণের সারতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইঞ্জিলের সারতত্ত্ব দুইটি খৃষ্ট স্বয়ং নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেনঃ- (১) প্রভু পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাস, (২) প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস। যে বেদ কোরাণ পাঠ করিয়াছে, সেই বলিবে, যে তাহাই বেদও কোরা-ণেরও সারতত্ত্ব। হিন্দু মুসলমান ভুলিবে না যে ঈসা তাঁহাদের উভয়ের বিশেষ আদরের পাত্র। হিন্দু রামমোহনের "The Precepts of Jesus, the guide to peace and happi-ness" দেখিবেন, এবং মুসলমান এই কোরাণ বচন দেখিবেনঃ- "এবং মরিয়ামের পুত্র ঈসাকে পরিস্কার জ্ঞান দিয়াছিলাম, এবং তাহাকে পবিত্র অনুপ্রাণনাদ্বারা শক্তিশালী করিয়াছিলাম"— "ও-আ আয়্যাদ্‌নাহু বে রুহেল্‌ কুদুসে" (বকরাহ (২)-৮৭। এস্থলে ইহাও বলিতে হয় যে বেদের উপরে যেমন পরবর্ত্তী কালে স্মৃতিপুরাণাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোরাণের উপরে ও মহম্মদের

* ইঞ্জিলের প্রভুর প্রার্থনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কে না বলিবে যে তাহাই ইঞ্জিলের ও প্রাণ?

পরবর্ত্তীদেরদ্বারা হদিসাদি প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। এবং স্মৃতি-পুরাণাদি সম্বন্ধে যেমন জৈমিনীয় মীমাংসা বাক্য সত্য, যে "বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাদসতি হ্যনুমানং," "বেদের সহিত বিরোধ থাকিলে, স্মৃতিপুরাণের বচন আদরের অযোগ্য, আর যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে তদ্দৃষ্টে যথাযোগ্য অনুমান করা যাইতে পারে," হদিসাদি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য, যে তাহা কোরাণ বচনের বিরুদ্ধ হইলে, আদরের অযোগ্য, আর যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে তদ্দৃষ্টে যথাযোগ্য অনুমান করা যাইতে পারে।

বেদ, কোরাণ, এবং ইঞ্জিলসিদ্ধ, সেই সার্ব্বভৌমিক সত্য ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, ঈশ্বরপ্রীতি এবং মানবপ্রীতি, হইতে বিচ্যুত হইয়া, ধর্ম্মসকল পরস্পরের প্রতি হিংসাবিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। হায়, হিন্দুধর্ম্ম কি এই বঙ্গদেশে আজকালের দিনে মুসলমান-বিদ্বেষে, এবং ইসলাম ধর্ম্ম কি হিন্দু-বিদ্বেষে পরিণত হইতেছে না? তাই আমরা উভয়কে তাহাদের সেই সার্ব্বভৌমিকধর্ম্মমূলের দিকে আহ্বান করিতেছি। প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্ম কি? (১) একেশ্বরে বিশ্বাস, "ইলাহুকুম ইলাহুন্ ও-আহেদুন্ (২-১৬৩), এবং উপাসনা কর,—"ইয়ুকিমুনাস্ সালাতা" (২-৩)। (২) সৎ-কর্ম্ম কর —"আমেলুস্ সালেহাতে" (২-২৫)। (৩) জানিয়া শুনিয়া মকদ্দমাজীবিদের মত সত্যকে গোপন করিও না, বা মিথ্যার সহিত মিশাইও না, "লা তালবেসুল্ হাক্কা বেল্ বাতিলে ও-আ তাক্তুমুল্ হাক্কা ও-আ আন্তুম তা'লামুনা (২-৪২)। (৪)দরিদ্রের হিতের জন্য অর্থ দান কর, "আতুজ্ জাকাতা" (২-৪৩)।

(৫) শুদ্‌খুরী করিও না, "হার্‌রামা রেবা" (২-১৭৫)‡। (৬) ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা পরস্পরকে ভাই বলিয়া জানিবে, "ইন্নামাল্‌ মুমিনুনা এখও-আতুন্‌" (৪৯-১০)। (৭) ধর্ম্মবিষয়ে বলপ্রয়োগ করিবে না, "লা একরাহা ফীদ্দীনে" (২-২৫৬)। (৮) সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে একই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত জানিবে, "কানান্নাসো উম্মাতান্‌ ও-আ-হেদাতান্‌" (২-২১৩)। ইহাই প্রকৃত ইসলাম, ইহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম *। এ ধর্ম্মের নিশ্চয় জয় হইবে। ইসলাম নাম দিয়া, বা হিন্দুধর্ম্ম নাম দিয়া, বা খৃষ্টধর্ম্ম নাম দিয়া, প্রচার করিলেও, ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপধর্ম্মের জয় হইবে না। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান মিলিয়া, কেন তবে আমরা সকলে গগণ-মেদিনী কাঁপাইয়া সমস্বরে বলিব না, "আল্লাহু আক্‌বার্‌," "ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলং," "Glory to God in the highest and on earth peace, good will toward men"। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। †

হে সর্ব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর, হে আল্লাহ্‌, যমজ সন্তানের মত তুমি এই হিন্দু-মুসলমানকে তেরশত বৎসর যাবৎ একত্রে

‡ নানৃণ্‌ ব্রাহ্মণো ভর্ত্তা, ন বণিক্‌ ন কুসীদজীবি, বসিষ্ঠ সংহিতা—৩।

* ও-আ আতাইনা ঈসা বনা মার্‌য়ামাল্‌ বায়িনাতে ও-আ আয়্যাদ্‌-নাহু বে রুহেল্‌ কুদুসে।২-৮৭। এবং মরিয়ামের পুত্র ঈসাকে বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়াছি, এবং পবিত্র আত্মাদ্বারা বলশালী করিয়াছি।

† আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, আমি যখন বরিশালে ডেপুটি মেজেষ্টর ছিলাম, মৌলবী হোসনালী নামে হোসাঙ্গাবাদের একজন মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারক নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন, যে যখন ব্রাহ্ম প্রচারক স্বর্গীয় গৌর-গোবিন্দ রায় হোসাঙ্গাবাদে প্রচারে গিয়াছিলেন, তখন একজন মুসলমান যুবক

রাখিয়াছে, কিন্তু আজও তাহারা মিলিয়া, মিশিয়া, একস্বার্থে বদ্ধ হইয়া একজাতি হইতেছে না, পরস্পর খুনাখুনি করিয়া মরিতেছে। দেশের জনসাধারণ ঘোর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন থাকিয়া অনাহারে মহামারীতে অকালে মরিতেছে! কেহ কাহারো দুঃখে দুঃখী না হইয়া, দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া, পশুর মত ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। হে প্রভো, তুমি ভিন্ন এ দুঃখীদিগকে উদ্ধার করে, এমন কে আছে? তাই তোমারই নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি হিন্দুমুসলমানকে এই সুমতি দেও, যেন আমরা তোমার নামে, তোমার প্রেমে এক হইয়া, পরস্পরকে প্রাণের ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়া, এক জাতি হইয়া, এক স্বার্থে বদ্ধ হইয়া, দেশের দুঃখ দূর করিতে পারি।

কুমিল্লা ২৬, সেপ্টেম্বার,
১৯২৭ ইং। } শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহাতে মুসলমান মহলে অত্যন্ত গোলমাল উপস্থিত হয়। তখন এক বিরাট সভা আহুত হয়। তাহাতে এই বিচার হইবে, যে ইসলামই ঠিক্, কি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ঠিক। ইসলামের পক্ষে মৌলবী হোসেন আলী নিযুক্ত হইলেন, এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পক্ষে দাঁড়াইলেন গৌরগোবিন্দ রায়। সভা বসিলে পর, হোসেন আলী প্রশ্ন করিলেন "আল্লাহ্ কয়টো"? গৌর বাবু উত্তর করিলেন "আল্লাহ্ এক"। হোসেন আলী প্রশ্ন করিলেন "মহম্মদকো আপ্ কোয়া সমঝ্তে"? গৌর বাবু উত্তর করিলেন, "মহম্মদ খোদাসে ভেজা হু-আ দুনিয়াকা ভালাইকা ও-আস্তে"। উত্তর শুনিবামাত্র হোসন আলী হাসিয়া বলিলেন:—"ইস্‌সে কাম কোয়া লড়ে! ই-এ তো মুসল্‌মিন হোয়"। তাঁহার কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ সকলে হাসিতে হাসিতে সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন।

Extract from Raja Rammohan Ray's Trust-deed.

"Upon trust and in confidence that they (the said trustees) or the survivor of them, or their heirs, &c, shall from time to time, for ever hereafter, permit the said messuage or building, land. tenements, &c, with their appurtenances, to be used, &c, as a place of public meetlng of all sorts and descriptions of people without distinction, as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious, and devout manner, for the worship and adoration of the eternal, unsearchable and immutable being, who is the Author and Preserver of the univease". (The Raja's trust-deed adds) "and that no sermon, preaching, discourse, prayer, or hymn, be delivered or used in such worship, but such as have a tendency to the promotion of the cotemplation of the Author and Preserver of the universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue, and the strengthening the bonds of union between men of all religious parsuasions and creeds."

সূচীপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা

(নমাজে ব্যবহৃত)

কোরাণের সুরা

ও

নমাজ.

(বঙ্গানুবাদ সহ বাংলা অক্ষরে)

কোরাণ কি ? কোরাণই উত্তর দিতেছে :—ইন্ হু-বা ইল্লা জিক্‌রুন্ লিল্ আলামীন। লে মান্ শা-আ মিন্‌কুম্ আন্ ইয়্যাস্তাকীম ॥আৎ তক্‌বীর, ৮১-২৭,২৮॥ "ইহা মানবজাতি-সকলের (আলামীন) চৈতন্যদায়ক (জেক্‌রুণ) ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ইহা তোমাদের মধ্যে (মিন্ কুম্) তাহারই জন্য, যে সরল সত্যের পথে চলিতে (ইয়্যাস্তাকীম) বাসনা করে (শা-আ)"। কোরাণ কি ? কোরাণ আবার উত্তর দিতেছে :—ইয়া আ-ইয়ুহান্নাসো কাদ্ জা-আৎকুম্ মাও-এজাতুন্ মিন্ রব্বেকুম্ ও-আ শেফাউন্ লে মা ফিস্-সুদুরে ॥ ইয়ুনুস্, ১০-৫৭॥ "হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয় তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের জন্য উপদেশ আসিয়াছে, এবং তোমাদের হৃদয়ে যে ব্যাধি আছে, তাহার ঔষধ আসিয়াছে, এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শন এবং দয়া আসিয়াছে।"

হিন্দু-মুসলমান সকলে দেখিবেন, এই কোরাণ সমস্ত মানবজাতির জন্য। যাহারা কোরাণ পাইয়াছেন, তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য, যে হিন্দু-খ্রীষ্টানাদি সকল জাতির নিকটে এই কোরাণ প্রচার হয়।

আবার কোরাণের সুফল পাইতে হইলে সকলকেই কোরাণ বুঝিতে হইবে। কোরাণ বলিতেছে :—ও-আ লাউ জাআল্‌নাহো কুরআনান্ আ'জামীয়ান্ ল্লাকালু লাউ লা ফুস্‌সিলাৎ আয়াতুহো। আ আ'জামিয়ুন্ ও-আ আরাবিয়ুন্ ॥" (হামিম্, ৪১-৪৪ ১.৩), "এবং আমরা যদি বিদেশীয় ভাষায় কোরাণ করিতাম: তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত,— কেন ইহার উপদেশ-সকল সহজ করিয়া বুঝান হয় নাই? কি! বিদেশীয় ভাষা, আর আরবী লোক"। আবার বলিতেছে :— ইন্না জা-আল্‌নাহু কুর্‌আনান্ আরা-বিয়্যান্ লাআল্লাকুম্ তা'কিলুন ॥ আজ্-জুখরুফ্ ৪৩-৩ ॥, "নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবী কোরাণ করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার"। মুসলমান হউক বা হিন্দু হউক, বঙ্গবাসীকেও যদি কোরাণের সুফল পাইতে হয়, কোরাণ বুঝিতে হইবে। শুধু তোতার মত মুখস্থ করিয়া, হিন্দু অথবা মুসলমান, বেদের অথবা কোরাণের সুফল পাইতে পারিবে না। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, বঙ্গবাসী যখন আরবী বুঝে না, আরবী অক্ষর পর্য্যন্ত চিনে না, তখন বাংলা অক্ষরে বঙ্গানুবাদসহ সকলকে কোরাণ দিতে হইবে, যেন সকলে পড়িতে পারে, বুঝিতে পারে (তা'কিলুন)। না বুঝিতে পারিলে, (বেদ কি) কোরাণ পাওয়ার কোন অর্থ নাই। এমন কি

কোরাণের অর্থ কি নমাজের অর্থ বুঝিতে না পারে, এরূপ অবস্থায় নমাজে যাইতে ও কোরাণ নিষেধ করিতেছে। কোরাণ বলিতেছে, ইয়া-আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু লা তাক্‌রাবুস্ সালাতা ও-আ আন্তুম্ সুকারা হাত্তা তা'লামু মা তাকুলুনা,সুরা আন্-নিসা (৪)-৭৩—"হে বিশ্বাসীগণ যখন তোমরা মাতাল থাক, নমাজের নিকটে যাইও না, যতক্ষণ তোমরা যাহা বল, তাহা বুঝিতে না পার"।

(১) সূরা ফাতেহা (আরম্ভ)।

[The reader should bear in mind that in Vedic Sanskrit স = s, and শ = sh in English ; and we shall use these letters in our Arabic transliteration, "স" for "seen" and "শ" for "sheen"].

বিস্‌মেল্লাহের্ রহমানের্‌রহিম।

দাতা (আর্-রহমান) দয়াময় (আর্-রহিম) পরমেশ্বরের (আল্লাহো) নাম লইয়া (ইস্ম = নাম) আরম্ভ করা যাইতেছে।

∴ দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া, আরম্ভ করা যাইতেছে।

১। আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রাব্বিল্ আ-লামিন।

সমস্ত (আল্) প্রশংসা (হাম্‌দ) বিশ্বের (আলামিন) প্রতিপালক (রব্ব্) পরমেশ্বরের জন্য (লিল্লাহে),

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক পরমেশ্বরের জন্য।

২। আর্ রাহ্মানের্ রাহিম।

যিনি দাতা এবং দয়ালু।

৩। মালেকে ইয়্যাওমেদ্দিন।

যিনি দণ্ড পুরস্কারের (দিন) কালের (ইয়াউম) প্রভু (মালেক)।

যিনি বিচারের কালের প্রভু।

৪। ঈয়্যাকা না' বুদু ও-আ ঈয়্যাকা নাস্তাঈন।

তোমাকেই (ঈয়্যাকা) আমরা আরাধনা করিতেছি (না'বুদু). এবং তোমারই নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি (নাস্তাঈন)।

তোমাকেই আমরা আরাধনা করিতেছি, এবং তোমারই নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

৫। এহ্‌দে নাস্ সেরাতাল্ মুস্তাকিমা।

আমাদিগকে সরল সত্য (মুস্তাকিম) পথে (সেরাতাল) চালাও (এহ্‌দিনা)।

আমাদিগকে সরল সত্যপথে চালাও।

৬। সেরাতাল্লাজিনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম্।

তাহাদিগের (আল্লাজিনা) পথে (সেরাত্) যাহাদিগের উপরে (আলাইহিম্) তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ (আন্‌আম্‌তা);

যাহাদিগের উপরে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহাদিগের পথে চালাও :

৭। গাইরিল্ মাগ্‌দুবে আলাইহিম্ ওয়া লা দ্দাল্লীনা।

তাহাদের পথে নয় (গাইরিল্) যাহাদের উপরে (আলাইহিম্) তোমার ক্রোধ পতিত (মাগদুবে), বা (ও-আ) যাহারা পথভ্রষ্ট (দাল্লীন)।

যাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ পতিত বা যাহারা পথভ্রষ্ট, তাহাদের পথে নয়।

(২) সূরা আন্-নাস [মানুষ]।

বিস্মিল্লাহের্ রহমানের্রহিম।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি।

১। কুল্ আউজো বেরাবিন্নাসে,

বল (কুল্) আমি আশ্রয় লইতেছি (আউজো) মানুষের (নাসে) প্রতিপালকের (রব্ব্) নিকটে (বে),

বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের আশ্রয় লইতেছি,

২। মালিকিন্নাসে,

মানুষের প্রভুর (মালেক) নিকটে,

মানুষের প্রভুর আশ্রয় লইতেছি,

৩। এলাহিন্নাসে,

মানুষের উপাস্য (এলাহে) পরমেশ্বরের নিকটে,

মানুষের উপাস্য পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি,

৪। মিন্শার্রিল ওয়াসওয়াসিল্ খান্নাসে,

গুপ্ত কুমন্ত্রনা দাতার (খান্নাস) গুপ্ত কুমন্ত্রনার (ওয়াস্ওয়াসিল্) অনিষ্টকারিতা (শার্) হইতে (মিন্),

গুপ্ত কুমন্ত্রনাদাতার গুপ্ত কুমন্ত্রনার অনিষ্টকারিতা হইতে,

৫। ল্লাজি ইউওয়াস্ বিসো ফি সুতুরি ন্নাসে.

যে কুমন্ত্রনা দাতা মানুষের (নাস্) অন্তরে (ফী সুদূর) কুমন্ত্রনা দেয় (ইউওয়াস্ বসো).

যে কুমন্ত্রনাদাতা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়.

৬। মিনাল্ জিন্নাতে ওয়ান্নাসে।

জিনদেব ও মানুষদের কৃত অনিষ্ট হইতে পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি।

জিন্ নাম যেমন একদিকে অদৃশ্য-দেহধারী এক শ্রেণীর জীবের প্রতি প্রযুক্ত হইত, অপরদিকে যাহারা আরবদেশবাসী নয়, অথবা ভিন্নদেশবাসী, তাহাদের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। মৌলবী মোহাম্মদ আলী প্রকাশিত কোরাণে সূরা আল জিন্ দেখ।

(৩) সূরা ফালাকে—প্রাতঃকাল।

বিস্মিল্লাহের্ রহমানেররহিম।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি।

১। কুল্ আউজো বে রাব্বেল্ ফালাকে

তুমি বল [কুল্], আমি আশ্রয় লইতেছি [আ-উজো] প্রভাতের [ফালাক] প্রভুর নিকটে [বেরাব্বে]

---

* Note that ব in Bengali stands for both b and v in English, and be and waw in Arabic.

তুমি বল, আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় লইতেছি,

২। মিন্ শার্‌রে মা খালাকা

তিনি যাহা (মা) সৃষ্টি করিয়াছেন (খালাক্) তাহার অনিষ্টকারিতা (শার্) হইতে (মিন্)

তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কৃত অনিষ্ট হইতে,

৩। ও-আ মিন্ শার্‌রে গাসেকিন্ এজা ও-আকাবা

এবং গাঢ় অন্ধকারময় রাত্রির (গাসেক) অনিষ্টকারিতা (শার্) হইতে (মিন) যখন (এজা) তাহা আসে (কাবা),

এবং গাঢ় অন্ধকারময় রাত্রির অনিষ্টকারিতা হইতে, যখন তাহা আসে,

৪। ও-আ মিন শার্‌রে নাফ্‌ফাসাতে ফিল্ উকাদে

এবং তাহাদের অনিষ্টকারিতা হইতে (মিন্ শার্‌রে) যাহারা দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যে (উকাদ) মধ্যে (ফী) ও কুচিন্তা নিক্ষেপ করে (নাফ্‌ফাসাতে)

এবং তাহাদের অনিস্টকারিতা হইতে, যাহারা দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যে ও কুচিন্তা নিক্ষেপ করে,

৫। ও-আ মিন্ শার্‌রে হাসেদিন্ এজা হাসাদা

এবং হিংসুকদিগের (হাসেদিন্) কৃত অনিষ্টকারিতা হইতে (মিন্ শার্‌র) যখন (এজা) সে হিংসা করে (হাসাদা)।

এবং হিংসুকদিগের কৃত অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা করে।

[৪] সূরা ইখলাস -একত্ব।

বিস্‌মেল্লাহের রহ্‌মানের্ রাহিম।

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা যাইতেছে।

১। কুল্ হোআ ল্লাহো আহাদুন্

তুমি বল (কুল্) তিনি (হু-আ) পরমেশ্বর, এক (আহাদ).

বল, তিনি পরমেশ্বর, এক,

২। আল্লাহোস্ সামাদো

পরমেশ্বর, তিনি (হু-আ), যিনি কাহাকেও আশ্রয় করেন না, যাহাকে সকলে আশ্রয় করে (সামাদ)।

পরমেশ্বর তিনি, যিনি কাহাকেও আশ্রয় করেন না, যাহাকে সকলে আশ্রয় করে।

৩। লাম্ ইয়ালিদ্

তিনি কাহাকেও জন্ম * দেন (ইয়ালিদ্) নাই (লাম্),

তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই,

৪। ও-আ লাম্ ইউলাদ্

এবং কেহ তাঁহাকে জন্ম দেয় (ইউলাদ্) নাই (লাম)।

এবং কেহ তাহাকে জন্ম দেয় নাই।

* মানুষ যেমন সন্তানের জন্ম দেয়, এবং অনেক খ্রীষ্টবাদী হয়ত বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সেরূপে খৃষ্টের জন্ম দিয়াছিলেন, এস্থলে কোরাণে সেরূপ জন্ম দেওয়াকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। বেদান্তের সৃষ্টির অর্থে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" —জন্ম শব্দের ব্যবহারকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

৪। ও-আ লাম্ ইয়াকুন্ ল্লাহু কুফোবান্ আহাদুন্।

এবং (ও-আ) হয় নাই (ইয়াকুন্ লাম্) কেহ (আহাদ্) তাহার পক্ষে (লাহু) সমান (কুফু)

এবং তাহার সমান কেহ নাই।

[৫] সূরা আল্-লাহাব—অগ্নিশিখা।

বিস্‌মেল্লাহের রহমানের রাহিমে।

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা যাইতেছে।

১। তাব্বাৎ ইয়াদা আবী লাহাবিন্ ও-আ তাব্বা।

আবুলাহাবের (আবী লাহাবিন্) হাত দুটি (ইয়াদা) বিনষ্ট হউক (তাব্বাৎ), এবং সেও বিনষ্ট হইবে (তাব্বা)।

আবুলাহাবের হাত দুটি বিনষ্ট হউক, এবং সেও বিনষ্ট হইবে

২। মা আগ্‌না আন্‌হো মালুহো ও-আ মা কাসাবা

তাহার ধন (মালুহো) এবং যাহা কিছু সে উপার্জ্জন করিয়াছিল (মা কাসাবা), তাহা তাহার (আন্‌হো) উপকারে আসে নাই (মা আগ্‌নায়া)।

তাহার ধন এবং যাহা কিছু সে উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা তাহার উপকারে আসিবে না।

৩। সাইয়াস্‌লা নারান্ জাতা লাহাবিন্

শীঘ্রই (সা) সে শিখাযুক্ত (লাহাব) অগ্নিতে (নারান্ জাতা) দগ্ধ হইবে (ইয়াস্‌লা),

শীঘ্রই সে শিখাযুক্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইবে.

৪। ও-আম্‌রা আ-তুহো, হাম্মা লাতল্ হাতাবি

তাহার স্ত্রী (ইম্‌রাআতুহো) ও দগ্ধ হইবে, যে পরনিন্দারূপ জ্বালান কাষ্ঠের (হাতাব্) বহনকারী (হাম্মালাত)

তাহার স্ত্রীও দগ্ধ হইবে, যে পরনিন্দারূপ জ্বালান কাষ্ঠের বহনকারী

৫। ফী জীদেহা হাব্‌লুন্ ম্মিন্ মাসাদিন্

তাহার স্ত্রীর (ইম্‌রাআতুহো) গলায় (জীদেহ) খেজুর গাছের আঁশের (মাসাদ্) দড়ি (হাবাল্)।

তাহার স্ত্রীর গলায় খেজুর গাছের আঁশের দড়ি।

আবুলাহাব, যাহার আসল নাম আবদুল উজ্জা, হজরতের চাচা ছিলেন। হজরতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং হজরতকে পাগল বলিতেন। আবু লাহাবের স্ত্রী হজরতের চলিবার পথে কাঁটা ছড়াইয়া রাখিতেন।

(৬) সূরা আন্-নস্‌র—সাহায্য।

বিস্‌মেল্লাহের্ রহমানের্ রহিমে।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা যাইতেছে

১। এজা জা-আ নস্‌রো ল্লাহে ওআল্ ফাৎহো,

যখন (এজা) আল্লার সাহায্য (নস্‌র) আসে (জা-আ), এবং 'মক্কা'

জয় (ফৎহো) হয়.

যখন আল্লার সাহায্য আসে, এবং মক্কা জয় হয়.

২। ও-আ রা-আয়তা ন্নাসা ইয়াদ্ খুলুনা ফী দীনে ল্লাহে আফ্-ও-আজান্

এবং তুমি দেখ (রা-আয়তা) লোক সকল (নাস্) দলে দলে (আফ্-ও-আজান) ধর্ম্মের মধ্যে (ফী দীনে) প্রবেশ করিতেছে (ইয়াদ খলুন

এবং তুমি দেখ লোক সকল দলে দলে ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে,

৩। ফা সাব্বেহ্ বে হাম্‌দে রাব্বেকা ও-আস্‌তাগ্‌ফের্‌হো ইন্নাহো কানা তাও-আবান্

তখন (ফা) তোমার প্রভুর (রব্বেকা) মহিমা (হামদ) কীর্ত্তন কর (সাব্বেহ্), এবং তাঁহার নিকট (হো) ক্ষমা প্রার্থনা কর (ও-আস্-তাগ্‌ফের)।
নিশ্চয় (ইন্না) তিনি (হো) সর্ব্বদা দোষ-মার্জ্জনাকারী (তাওআব্) হইয়া আছেন (কানা)

তখন তোমার প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন কর, এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্ব্বদা দোষ মার্জ্জনা করেন।

---

(৭) সূরা কাফেরুণ—অবিশ্বাসীগণ।

বিস্‌মেল্লাহের রহমানের্ রহিম।

দাতা দয়াময় পরমেশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা যাইতেছে।

১। কুল্ ইয়া আইয়ুহাল্ কাফেরুণা

বল (কুল), হে (ইয়া আইয়ুহাল্) অবিশ্বাসীগণ (কাফেরনা),

বল, হে অবিশ্বাসীগণ,

২। লা আ' বোদো মা তা' বোদূনা

আমি পূজা করিনা (আ'বোদো লা) যাহাকে (মা) তোমরা পূজা কর (তা' বোদূনা).

আমি পূজা করিনা, যাহাকে তোমরা পূজা কর,

৩। ও-আ লা আন্তুম্ আবেদূনা মা আ' বোদো

এবং (ও-আ) তোমরা ও (আন্তুম্) পূজা করিবে না (আবেদূনা লা) যাঁহাকে (মা) আমি পূজা করি (আ' বোদো),

এবং তোমরা ও পূজা করিবে না যাঁহাকে আমি পূজা করি,

৪। ও-আ লা আনা আবেদুন্ ম্মা আবাদ্তুম্

এবং (ও-আ) আমি (আনা) পূজা করিব না (আবেদ লা) যাহাকে (মা) তোমরা পূজা করিতেছ (আবাদত্তুম).

এবং আমিও পূজা করি না যাহাকে তোমরা পূজা করিতেছ,

৫। ও-আ লা আন্তুম্ আবেদূনা মা আ' বোদো

এবং (ও-আ) তোমরা (আন্তুম্) তাঁহার পূজক নও (আবেদূন লা) যাঁহাকে (মা) আমি পূজা করি (আ'বোদো)।

এবং তোমরা তাঁহার পূজক নও যাঁহাকে আমি পূজা করি।

৬। লা কুম্ দীনো কুম্ ও-আ লেয়া দীনে।

তোমাদের জন্য (লা কুম্) তোমাদের (কুম্) পুরস্কার (দীনো), আমার জন্য (লেআ) আমার পুরস্কার (দিন)।

——(*)——

(৮) সূরা আল্-কাউসার্ (মঙ্গলের প্রচুরতা)।

বিস্‌মেল্লাহের্ রহমানের্ রহিমে

১। ইন্না আ'তাইনাকাল্ কাউসারা,

নিশ্চয় (ইন্না) আমরা মঙ্গলের প্রচুরতা (কাউসার্) তোমাকে দান করিয়াছি (আ'তাইনা কা),

অবশ্য আমরা তোমাকে মঙ্গলের প্রচুরতা দান করিয়াছি,

২। ফা সাল্লে লে রব্বেকা ও-আন্-হার্,

অতএব (ফ) তোমার প্রভুর নিকটে (লে রব্বেকা) প্রার্থনা কর (সাল্লে), এবং তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান কর (ইন্‌হার্)।

অতএব তোমার প্রভুর নিকটে প্রার্থনা কর, এবং তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান কর।

৩। ইন্না শানি-আকা হুবাল্ আবতারু।

নিশ্চয় (ইন্না) তোমার শত্রুর (শানি-আকা) মঙ্গলের সূত্র কাটিয়া গিয়াছে (আবতারু)।

নিশ্চয় তোমার শত্রুর মঙ্গলের সূত্র কাটিয়া গিয়াছে।

স্বর্গের একটি ঝরণার ও নাম কাউসার। পশু সম্বন্ধে "আবতারু" অর্থ 'লেজকাটা'। মানুষ সম্বন্ধে অর্থ মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট।

[৯] সূরা আল্‌-মা'উন [সাহায্য দান]।

বিস্‌মেল্লাহের্‌ রহমানের্‌র রহিম

১। আরাআইতা ল্লাজি ইয়ুকাজ্জিবু বেদ্দীনে ?

তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ (আরাআইতা) যে (ল্লাজী) ধর্ম্মকে (বেদ্দীনে) মিথ্যা মনে করে (ইয়ুকাজ্জিবু) ?

তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে ধর্ম্মকে মিথ্যা মনে করে ?

২। ফা জালেকা ল্লাজী ইয়াদ্‌-উল্‌ ইয়াতীমা,

তবে (ফা) সে ঐ ব্যক্তি (জালেকা) যে অনাথের প্রতি (ইয়াতীমা) কর্কশ ব্যবহার করে (ইয়াদু-উ),

তবে সে, ঐ ব্যক্তি যে অনাথের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে,

৩। ও-আ,লা ইয়াহুজ্জু আলা তা-আ-মেল্‌ মিস্‌কীনে।

এবং দরিদ্রকে (মিস্‌কীন) অন্নদান (তা-আম) করিবার দিকে (আলা) উৎসাহ দেয় না (লা ইয়াহুজ্জু)॥

এবং দরিদ্রকে অন্নদান করিতে উৎসাহ দেয় না।

৪। ফা ও-আইলুন্‌ ল্লিল্‌ মুসাল্লীনা,

অতএব (ফা) সেরূপ নমাজকারী বা উপাসনাকারীর জন্য (মুসাল্লীন) দুঃখ (ও-আইল),

অতএব সেরূপ লোক-দেখান নমাজ-কারীর জন্য দুঃখ,

৫। ল্লাজীনা হুম্‌ আন্‌ সালাতেহিম্‌ সাহুনা,

যাহারা (ল্লাজীনা) তাহাদের নমাজ সম্বন্ধে (সালাতেহিম্‌) উদাসীন (সাহুনা),

যাহারা (অনাথ এবং দরিদ্রের সাহায্য করিয়া) তাহাদের নমাজকে সার্থক করিবার বিষয়ে উদাসীন,

৬। ল্লাজীনা হুম্ ইয়ুরাউনা,

যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য (ইয়ুরাউনা) সৎকার্য্য করে,

যাহারা কেবল লোককে দেখাইবার জন্য সৎকার্য্য করে,

৭। ও-আ ইয়াম্‌নাঊনাল্ মাঊনা।

এবং দরিদ্রকে সাহায্য দেওয়া হইতে (মাঊনা) বিরত থাকে (ইয়াম্‌নাঊনা),

এবং যাহারা দরিদ্রকে সাহায্য দেওয়া হইতে বিরত থাকে।

---

[১০] সূরা আল্-কোরেইশ্
(কাবার রক্ষক-বংশ)

বিস্‌মেল্লাহের্ রহমানের্ রহিম

১। লে ঈলাফে কুরাইশিন্

কোরাইশ্ বংশীয়দিগের রক্ষার (ঈলাফে) জন্য (লা)—

কোরাইশ বংশীয়দিগের রক্ষার জন্য—

২। ঈলাফে হিম্ রেহ্‌লাতাশ্ শেতায়ে ও-আস্‌সাইফে—

শীতে (শেতায়ে) ও গ্রীষ্মে (সাইফে) ভ্রমণের সময়ে (রেহ্‌লাত!) তাহাদের রক্ষার জন্য (ঈলাফেহিম্)—

শীতে ও গ্রীষ্মে ভ্রমণের সময়ে তাহাদের রক্ষার জন্য—

৩। ফাল্ ইয়া'বুদো রাব্বা হাজাল্ বাইতে,

অতএব (ফা) তাহাদের উচিত যে তাহারা সেবা করে (ইয়া'বুদো)এই (হাজা) গৃহের (বাইৎ) প্রভুর (রব্বা),

অতএব তাহাদের উচিত যে তাহারা এই গৃহের প্রভুর সেবা করে,

৪। ল্লাজি আৎ-আমাহুম্ ম্মিন্ জুইন্, ও-আ আমানাহুম্ ম্মিন্ খাওফিন্ ।

যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার সময়ে (জু-ইন্) খাওয়াইয়াছেন (আৎ-আমাহুন্), এবং ভয়ের সময় (খাওফিন্) অভয় দিয়াছেন (আমানাহুন্)।

যিনি তাহাদিগের ক্ষুধার সময়ে খাওয়াইয়াছেন, এবং ভয়ের সময় অভয় দিয়াছেন ।

[১১] সূরা আল্-ফীল (হস্তী)।

বিস্‌মিল্লাহের্ রহমানের্ রহিম

১। আলাম্ তারা কাইফা ফা-আ-লা রাব্বুকা বে আস্‌হাবেল্ ফীলে ?

তুমি কি চিন্তা কর নাই (আলাম্ তারা) তোমার প্রভু (রাব্বুকা) কিরূপ (কাইফা) ব্যবহার করিয়াছিলেন (ফা-আ-লা) হাতীর (ফীল) অধিকারীগণের প্রতি (বে-আস্‌হাবে) ?

তুমি কি চিন্তা কর নাই, তোমাব প্রভু হাতীর অধিকারীগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

২। আলাম্ ইয়াজ্‌আল্ কাইদা হুম্ ফী তাজ্‌লীলিন্ ?

তিনি কি তাহাদের যুদ্ধসজ্জাকে (কাইদা) নির্বুদ্ধিতাতে (তাজ্‌লীল্) পরিণত করেন নাই (আলাম্ ইয়াজ্ আল্)?

তিনি কি তাহাদের যুদ্ধসজ্জাকে নির্বুদ্ধিতাতে পরিণত করেন নাই ?

৩। ও-আ আর্‌সালা আলাইহিম্ তাইরান্ আবাবিলা ?

এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে (আলাইহিম্) তিনি কি উড্ডীয়মান পক্ষীর দল (তাইরান্ আবাবিলা) পাঠাইয়াছিলেন (আর্‌সালা) না ?

এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি কি উড্ডীয়মান পক্ষীর দল পাঠাইয়াছিলেন না ?

৪। তার্‌মিহিম্ বেহিজারাতিন্ স্মিন্ সিজ্জিলিন্

এবং তাহাদিগকে কঠিন (বেহিজারাতিন্) প্রস্তরের উপর (সিজ্জিলিন্) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন (তার্‌মিহিম্),

এবং তাহাদিগকে কঠিন প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন.

৫। ফা জা-আলাহুম্ কা-আস্-ফিন্ ম্মা'কুলিন্ ?

তাহাতে (ফা) তাহাদিগকে ভক্ষিত ঘাসের আকারে (মা'কুলিন্ কাআস্‌ফিন) পরিণত করিলেন (জা-আলাহুম্) ।

তাহাতে তাহাদিগকে ভক্ষিত ঘাসের আকারে পরিণত করিলেন ? *

---

* মহম্মদের জন্মের বৎসর (খৃঃ ৫৭০) আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজা এব্‌রাহা হস্তিদলসহ মক্কা আক্রমণ করেন। পথিমধ্যে তাহার সৈন্যদল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রস্তরময় ভূমিতে প্রাণত্যাগ করে, এবং পক্ষীদল তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে।

(১২) সূরা আল্-কদ্‌র (গৌরব)।

বিস্‌মিল্লাহের্ রহমানের্ রহিম।

১। ইন্না আন্‌জাল্‌নাহো ফী লাইলাতেল্ কাদ্‌রে

নিশ্চয় (ইন্না) এই কোরান্ আমি গৌরবান্বিত (কাদ্‌রে) রাত্রিতে (ফী লাইলাতেল্) প্রকাশ করিয়াছি (আন্‌জাল্‌নাহো) (সুরা ২—১৮৫ ও দেখ)।

নিশ্চয় গৌরবান্বিত রাত্রিতে আমি এই কোরাণ প্রকাশ করিয়াছি।

২। ও-আ মা আদ্‌রাকা মা লাইলাতোল্ কাদ্‌রে ?

কিসে তোমাকে বুঝাইবে (আদ্‌রাকা) সেই গৌরবান্বিত রাত্রি (লাইলাতোল্ কাদরে) কি (মা) ?

কিসে তোমাকে বুঝাইবে সেই গৌরবান্বিত রাত্রি কি ?

৩। লাইলাতোল্ কাদ্‌রে খাইরোন্ ম্মিন্ আল্‌ফে শাহরিন্।

সেই গৌরবান্বিত রাত্রি সহস্র (আল্‌ফে) মাস (শাহ্‌রিন্) হইতেও উত্তম (খাইরোন্), অর্থাৎ অজ্ঞানতার সহস্র মাস অপেক্ষা জ্ঞানোদয়ের একরাত্রিও শ্রেষ্ঠ।

সেই গৌরবান্বিত রাত্রি সহস্র মাস হইতেও উত্তম।

৪। তানাজ্জালুল্ মালা-এ-কাতো ও-আর্ রুহু ফীহা বে এজ্‌নে রব্বেহিম্ ম্মিন্ কুল্লে আম্‌রিন্,

সেই রাত্রিতে (ফী হা) ফিরীস্তাগণ (মালা-এ-কাতো) এবং ঈশ্বরের আত্মা (রুহু)* তাহাদের প্রভুর আদেশে (বে এজনে) সকল কার্য্যে (কুল্লে আম্‌রিন্) আবির্ভূত হয়।

সেই রাত্রিতে ফিরিস্তাগণ এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাদের প্রভুর আদেশে সকল কার্য্যেই আবির্ভূত হয়।

৫। সালামুন্ হি'আ হাত্তা মাৎলা-এল্ ফাজ্‌রে।

শান্তি (সালামুন্) ! সে (শান্তি) স্থির থাকে (হিয়া) যে পর্য্যন্ত না (হাত্তা) প্রভাত (ফাজ্‌রে) উদিত হয় (মাৎলা-এ) (৪৪—১১)।

শান্তি ! তাহা প্রভাতের উদয় পর্য্যন্ত স্থির থাকে।

---

* কোরান পুনঃ পুনঃ মানুষের ভিতরে পরমেশ্বরের আত্মার অবতরণের "রুহুন্ মিনহো" (৪—১৭১) কথা বলিয়াছে। তাহাতেই জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ হয়। সেই ঈশ্বরের রুহ্ প্রকাশ বন্ধ হইলেই ধর্ম্ম মৃত :—"ইয়ুল্-কেব্‌রুহা মিন্ আমরেহি আলা মান্ ইয়্যাশা-উ মিন্ এবাদেহি" (৪০—১৫) "পরমেশ্বর তাঁহার আদেশে তাঁহার দাসদিগের যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন, তাহার প্রতি তাঁহার আত্মা প্রেরণ করেন।"

ইসলামধর্ম্ম

(১) ইস্‌লাম ধর্ম্মের রোকন বা স্তম্ভ-পঞ্চক।

(ক) কলেমা বা ঈমান।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। প্রথম স্তম্ভ কলেমা বা ঈমান। কেহ বলেন, কলেমা বা ঈমান পাঁচটি, কেহ বলেন চারিটি। প্রকৃত পক্ষে ইস্‌লামের কলেমা বা ঈমান একটি বলাই ঠিক্। তাহাই কলেমা তৈয়াব। তাহা এই ঃ---

লা (নাই) এলাহা (উপাস্য) ইল্লা (ব্যতীত) ল্লাহে (পরমেশ্বর) মুহাম্মাদুর্ (মুহম্মাদ) রাসূলো (প্রেরিত)ল্লাহে (পরমেশ্বরের)।

পরমেশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই। মহম্মদ তাহার প্রেরিত।

এই কলেমা বা ঈমান-বচনের মূল আমরা কোরাণে এইরূপ পাইতেছি ঃ---হু-আ (তিনি) ল্লাজী (যিনি) আর্‌সালা (পাঠাইয়াছেন) রাসুলাহো (তাহার প্রেরিতকে), বেল্‌হুদা (উপদেশের সহিত), ও-আ দীনেল্ হক্কে (এবং সত্যধর্ম্মের সহিত), লে ইয়ুজ্‌হিরা হো (যেন তাহা জয়যুক্ত হয়) আলা দ্দীনে কুল্লেহি (অপর সকল ধর্ম্মের উপরে)। মুহাম্মাদুন্ র্‌রাসুলো-ল্লাহে (মুহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত) ।৪৮-১৮,২৯। এই মর্ম্মের

আয়াত বা মন্ত্র * কোরাণে অনেক আছে (২১—১০৭)। এ সকল কোরাণ-বচনের সহিত হিন্দু পাঠককে দুইটি গীতা-বচনের তুলনা করিতে অনুরোধ করি :—(১) "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" (৪-৮), এবং (২) "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং" (১০ —৪১)॥ তাহা বলিয়া কেহ মহম্মদকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিবেন না। কোরাণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছে :—"তুমি বল (হে মহম্মদ), আমি তোমাদের মত মানুষ ভিন্ন নহি" (৪১—৬); "আমি জানিনা, যে আমার সম্বন্ধে, কি তোমাদের সম্বন্ধে, কি করা যাইবে" (৪৬—৯); "নিশ্চয় আমি তোমাদের ভাল করিতে কি মন্দ করিতে ক্ষমতা রাখি না" (৭২—২১)। মহম্মদ অতি সামান্য পিতৃমাতৃহীন (এতিম) লোক ছিলেন। তিনি এত দরিদ্র ছিলেন, যে বিংশতি বয়স বয়ঃক্রমেও অর্থোপার্জ্জনের জন্য মেষ-রাখালের কার্য্য করিতেন। তাঁহার যখন চল্লিশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার নিকটে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশরূপে কোরাণ প্রকাশিত হয়। তাহারই বলে, তিনি এমন চেতনা দিয়া গিয়াছেন, ‡ যাহা পৃথিবীতে আর কেহ দিতে পারে নাই। কোরাণ বচনের সারমর্ম্ম এবং গীতাবচনের সারমর্ম্ম এক। আবার হিন্দু ও বলিতেছে

* ও-আ (এবং) মা আর্‌সাল্‌ নাকা (আমরা পাঠাই নাই তোমাকে) ইল্লা (ব্যতীত) রাহ্‌মাতান্‌ (দয়ারূপে) লিল্‌ আলামিন্ (মানব গুলীর প্রতি, ২১-১০৭) ‡ The Renaissance. See Carlyle's Heroes.

"সত্যমেব জয়তে, নানৃতং" (মুণ্ডক)। কোরাণ ও বলিতেছে পরমেশ্বর "সত্যধর্ম্ম (দীনেল্ হক্কে) পাঠাইয়াছেন, যেন তাহা জয়যুক্ত হয় (ইযুক্ হিরাহো)"*। কোরাণ বলিতেছে, "ইন্না (নিশ্চয়) দ্দীনা (ধর্ম্ম), এন্দাল্লাহেল্ (ঈশ্বরের নিকটে) ইসলামো" (৩—১৮), "পরমেশ্বরের চক্ষে ইসলামই ধর্ম্ম।" এবং যাহা পরমেশ্বরের চক্ষে সত্য, তাহাই নিত্য সত্য। পরমেশ্বর কখনো "চোরকে বলেন না, চুরি কর্, গৃহস্থকে বলেন না সজাগ থাক্," বা মুসলমানকে বলেন না ইসলামই সত্য, আর হিন্দুকে বলেন না, ইসলাম মিথ্যা। সত্য কখনো এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। সত্য লাঠিকে মুসলমান বলিবে না ছাতি ; সত্য ছাতিকে হিন্দু ও বলিবে না লাঠি। সত্যধর্ম্মকে ও সেইরূপ হিন্দু ও বলিবে সত্য, মুসলমানও বলিবে সত্য। সত্য ইস্লাম ধর্ম্মই কি তবে সত্য হিন্দু ধর্ম্ম নয়, সত্য হিন্দুধর্ম্মই কি তবে সত্য ইস্লাম ধর্ম্ম নয় ? পরমেশ্বর যখন এক, সত্য যখন এক, মানব প্রকৃতি যখন এক, তখন সত্যধর্ম্ম এক (ইস্মাতান্ ও-আহেদাতান্, ২১— ১২) না হইয়া যায় কোথায় ? কোরাণকে নূতন বেদজ্ঞানে কেন তবে আমরা সকলে মাথায় করিয়া নিব না ?

(খ) সালাৎ বা নমাজ বা উপাসনা।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাৎ বা নমাজ বা উপাসনা।

---

* জা আল্ (আসিয়াছে) হক্কো (সত্য) ও-আ জাহাকাল্ (এবং দূর হইয়াছে) বাতেলো (মিথ্যা) ॥১৭—৮১

কোরাণ বলিতেছে :—

আকিমেস্ (স্থির রাখ) সালাতা (উপাসনা) লেদুলুকে (অবরোহন হইতে) শাম্‌সে (সূর্য্যের) এলা গাসাকে (অন্ধকার পর্য্যন্ত) ল্লাইলে (রাত্রির), ও-য়াকুর্ (স্তোত্র-উচ্চারণ) আনাল্ ফাজরে (প্রাতের, ১৭—৭৮), ও-আ মিনা ল্লাইলে (এবং রাত্রির কতক অংশের জন্য) ফাতাহাজ্জাদ্ বেহি (তদ্বারা নিদ্রাত্যাগ করিবে), নাফেলাতান্ লাকা (যাহা তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ;" (১৭—৭৯)।

উপাসনাকে স্থির রাখ,—সূর্য্যের অবরোহণ হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত, এবং প্রাতঃকালের স্তোত্র উচ্চারণ পর্য্যন্ত। রাত্রির ও কতক অংশের জন্য উপাসনাদ্বারা নিদ্রাত্যাগ কর, যে নিদ্রা তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত * ।

কাহার উপাসনা ? (১) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি রেতঃ (মা তুমনুনা) সৃষ্টি করেন, যিনি শস্যের অঙ্কুর (তাহ্‌রসূনা) উৎপাদন করেন, যিনি জল (মা-আ) সৃষ্টি করেন, সেই তোমার মহান্ প্রতিপালকের (রব্বেকাল আজীম) নাম কীর্ত্তন কর (৫৬—৫৮ হইতে ৭৪ আয়াত দেখ)

(২) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—যিনি রেতঃ সৃষ্টি করেন, যিনি শস্যের অঙ্কুর উৎপাদন করেন, যিনি জল সৃষ্টি করেন, সেই তোমার মহান্ প্রতিপালকের নাম কীর্ত্তন কর।

ফাসাব্বেহ্ (অতএব কীর্ত্তন কর) বেস্‌মে (নাম) রাব্বেকাল্ (তোমার প্রতিপালকের) আজীমে (যিনি মহান্) (৫৬—৭৪)।

* ১১—১১৪ ; ১৮—২৮ ; ২৫—৬৪ ; ৫২—৪৮,৪৯ ; ৩০—১৭,১৮ ; ৩২—১৬ ; ৩৩—৪২ ; ৫০—৩৯,৪০ ; ৫৬—৯৬,—সূরা দ্রষ্টব্য।

অতএব তোমার মহান্ প্রতিপালকের নাম কীর্ত্তন কর।

কাহার উপাসনা ? (৩) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

সেই পরমেশ্বরের "যিনি ভিন্ন উপাস্য নাই, * যিনি নিত্য জীবিত এবং পরিবর্ত্তন-রহিত (হায়্যুল কায়্যুম), যাঁহাকে তন্দ্রা কি নিদ্রা স্পর্শ করে না। দ্যুলোকে অথবা ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলি তাঁহার +। তিনি জানেন যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে, এবং যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার অতিরিক্ত তাহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে কেহ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তাঁহার সিংহাসন (কুর্‌সিয়্যুহো) দ্যুলোক এবং ভূলোকময় বিস্তৃত। এবং এই উভয়ের রক্ষাকার্যে, তাঁহার কোন আয়াস হয় না। তিনি মহান্" বা তিনি পরব্রহ্ম (২—২২৫—আয়াতুল্ কুর্সি)।

কাহার উপাসনা ? (৪) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি দ্যুলোক ভূলোকের সর্ব্বাশ্চর্য্যময় স্রষ্টা, (বাদীয়ুস্), যিনি সর্ব্বজ্ঞ (বেকুল্লে শাইয়িন্ আলীম)। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সকলের রক্ষক (ও-আকীল্)। দৃষ্টি (আবসারো) তাহাকে বুঝিতে পারে না (লা তুদ্‌রিকুহো), কিন্তু সকল দৃষ্টিকে তিনি নির্ম্মিত করেন (ইয়ুদ্রিকু)। ৬—১০২,১০৩,১০৪।

কাহার উপাসনা ? (৫) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি দৃশ্য অদৃশ্য সকলের জ্ঞাতা (২২), যিনি ব্যতীত উপাস্য নাই. যিনি

* ন হিত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎ, ঋগ্বেদ, ১—৫৭—৪

+ ত্বমেব জনা উপমিত্যয়ম্॥ ঋগ্বেদ, ১—৫৯—১৭

রাজা (মালেকো), * যিনি পরম পবিত্র (কুদ্দুসো) ("শুদ্ধমপাপবিদ্ধং"), যিনি "শং" (ঋ, ১-৯০-৯) বা শান্তিদাতা (সালামো), অভয়দাতা, † সকলের রক্ষক, সর্ব্বশক্তিমান্ বিজেতা (আজিজোল্ জাব্বারো), সকল মহিমার আধার, মহা গৌরবান্বিত (সুব্হানাল্লাহে)। তিনি আল্লাহ্, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রকাশকর্ত্তা, নির্ম্মানকর্ত্তা, রূপদাতা ‡। উত্তম নাম সকল (আস্‌মা-উল হুস্‌না) তাহারই (লাহু)। দ্যুলোকে অথবা ভূলোকে যাহা কিছু আছে, তাঁহারই স্তব করিতেছে (ইয়ুসাব্বেহু লাহু)। তিনি মহাশক্তি, মহা-জ্ঞানী ¶। ৫৯—২২,২৩,২৪ ॥

কাহার উপাসনা ? (৬) কোরাণ উত্তর দিতেছে :—

যিনি সর্ব্বোচ্চ (তা' আলা), যিনি রাজা * (মালেকো), যিনি সত্যস্বরূপ ১ (হক্কো) (২০—১১৪)॥

কোরাণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছে পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ "আল্লাহা হুবাল্‌হাক্কু" ১ (৩১-৩০ ; ২২-৬ ; ২২-৬২)। "তিনি প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকলি জানেন, "আলেমুল্ গাইবে ও-আশ্‌শাহাদাতে" (৬৪-১৮)। কাহার উপাসনা ? "যে পরমেশ্বর মানুষের জীবনের শিরা অপেক্ষাও (মিন্ হাব্‌লেল্ ও-আদিদ্)

---

* এক ইদ্রাজা জগতো বভূব, ঋ ১০—২২১—৩

† আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন, তৈ, ২-৪-১॥

‡ ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু, ঋ ১০—১৮৪—১

¶ বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পতৃতাং । বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ঋ, ১—২৫—৭

১ ব্যত্রবীদ্বয়ুনা মর্ত্তেভ্যোহগ্নির্বিদ্বাঁ! ঋতচিদ্ধি সত্যঃ ॥ ঋ, ১-১৪৫-৫॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, তৈ, ২—১—১ ।

মানুষের বেশি নিকটে (আক্‌রাবো এলাইহে)" (৫০-১৬)। "যে স্থানেই তোমরা থাক, সে স্থানেই সেই পরমেশ্বর (আল্লাহ) তোমাদের সঙ্গে থাকেন (ও-আ হুবা মা-আ-কুম)"* (৫৭-৪)। "সেই পরমেশ্বর মানুষের প্রার্থনা শুনেন, (ইন্নাকা সামী-উ দ্দু-আ-এ)" † ৩-৩৭। তিনি লোকের প্রার্থনার উত্তম উত্তর-দাতা "নে'মাল মুজিবুনা" (৩৭-৭৫)। "তিনি বলেন—আমাকে ডাক আমি তোমাকে উত্তর দিব (উদ্‌উনী আস্তাজেব্‌ লাকুম)" (৪০-৬০)। আল্লাহ্‌ বলিতেছেন ঃ—"যখন আমার উপাসকগণ তোমাকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি নিকটে থাকি, আমি প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর দেই (ইয়াস্তাজীবু), অতএব আমার ডাকে তাহাদের উত্তর দেওয়া উচিত, এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলেই তাহারা ঠিক্‌ পথ পাইবে" ॥২-১৮৬॥

'দ্যুলোকে অথবা ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলে আল্লাহ বা পরমেশ্বরের স্তব করে (সাব্বাহা লিল্লাহে) ‡। তিনি মহাশক্তি মহাজ্ঞানী। দ্যুলোকে ও ভূলোকের রাজত্ব (মুল্‌কো) তাহারই। তিনি জন্মমৃত্যুর বিধাতা। সকলের উপরে তাঁহারই শক্তি। তিনি আদি, তিনি অন্ত, (আওয়ালো ও-আল্‌ আখেরো)' ¶ ॥ ৫৭-১,২,৩॥

---

* যৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্ বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥ অথর্ব্ব, ৪-১৬-২॥

† আ শ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূচিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ ॥ ঋ, ১-১০-৯

‡ এতাবনস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ॥ ১৩-৯০-৩॥

¶ নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥গীতা, ১১-১৬

এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ হিন্দু বলিবে, যে মুসলমান যে আল্লাহের উপাসক, হিন্দু সেই আল্লাহের উপাসক নয়, বা আল্লাহ্ এবং পরমেশ্বর এক নয়, বলিবে যে মুসলমানের কোরাণ এবং হিন্দুর বেদোপনিষদ্ এক নয়। কে বলিবে যে কোরাণ হিন্দুর পঞ্চম বেদ নয়? কোন্ হিন্দু বলিবে, কোরাণের সালাৎ বা নমাজ বেদোপনিষদের ব্রহ্মোপাসনা নয়,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" নয়? কোরাণ ও বারবার বলিতেছে, যে মানবমণ্ডলী এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভিন্ন নয় (মা কানা ন্নাসো ইল্লা উম্মাতান্ ও-আহেদাতান্) (১০-১৯ : ২৩-৫২, ৫৩ * : ৩০-৩১,৩২) । আমাদের বিখ্যাত "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম-মন্দিরং" মন্ত্র কি তবে ঐ কোরাণ-বচনেরই প্রতিধ্বনি নয়?

এস্থলে 'নমাজ' শব্দের ইতিহাসের প্রতি আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর পাঠকের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করি। সাধারণ মুসলমান শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, তাহাদের এত প্রিয় নাম 'নমাজ' (সালাৎ) ও 'রোজা' (সিয়ামো) শব্দদ্বয় আরবি শব্দই নয়। কোরাণে "নমাজ" শব্দ নাই।

---

* "নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্ম্মমণ্ডলী একমাত্র ধর্ম্মমণ্ডলী, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব আমাকে ভয় কর।৫২। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহা তাহাদের নিকটে আছে, তাহাতে আনন্দিত।" হায়, এখন কিনা মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-শুন্নি পরস্পরকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে ও কুণ্ঠিত হয়!

হজরত মুহম্মদ নমাজ কি রোজা শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। বস্তুতঃ "নমাজ" শব্দ পার্শি শব্দ। কোরাণ আর্বি। আর্বি কোরাণে পার্শি "নমাজ" শব্দ থাকার কোন কারণই নাই। কোরাণে ঈশ্বরোপাসনা অর্থে আরবি 'সালাৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার প্রতিশব্দরূপে পার্শি নমাজ শব্দ ব্যবহার করা, আর বাঙ্গলা 'উপাসনা' শব্দ ব্যবহার করা, উভয়ই তুল্য। বাঙ্গলার অধিকাংশ মুসলমানই আরবি ভাষা বুঝে না, পার্শি ও বুঝেনা, কিন্তু বাংলা বুঝে ; তথাপি তাহারা তাহাদের সালাৎ বা ঈশ্বরোপাপনায় বা নমাজে আরবির সঙ্গে, লোককে বুঝাইবার জন্য, বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা উচিত মনে করে না, যদিও 'নমাজ' শব্দই আরবি নয়, কোরাণে নাই। বস্তুতঃ কোরাণ স্পষ্টই বলিতেছে, লোক যে ভাষা বুঝে, সেই ভাষাতেই তাহাকে কোরাণ দেওয়া উচিত ; ঈশ্বরোপাসনাতে ও কি তাহার পক্ষে, যে ভাষা সে বুঝে সেই ভাষাই ব্যবহার করা উচিত নয়? তাহা করিলে হিন্দুও মুসলমানের সহিত নমাজে যোগ দিতে পারে। আমরা জানি অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য হিন্দু তাহা করিতে ইচ্ছা করেন। কোরাণ ও আপনার সম্বন্ধে বলিতেছে :—"ইহা এমন একটি কিতাব যাহার আয়াত বা উপদেশগুলি সকলে বুঝিতে পারে (ফুসেল্লাৎ) ; ইহা আরবি কোরাণ এমন সকল লোকের জন্য যাহারা আরবি জানে (ল্লেকাউমিন্ ইয়্যালামুনা) (৪১-৩)।" আবার বলিতেছে, "আমরা যদি বিদেশীয় ভাষায় কোরাণ করিতাম, তবে নিশ্চয় তাহারা বলিত, কেন ইহার উপদেশসকল

এমন করা হয় নাই, যে সকলেই বুঝে ? কি আশ্চর্য্য, ভাষা বিদেশীয়, আর লোক আরবি" (৪১-৪৪) ! পূর্ব্বে ও বলা হইয়াছে, কোরাণ সম্বন্ধে পরমেশ্বর বলিতেছেন :—"নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবি কোরাণ করিয়াছি, যেন তোমরা ইহা বুঝিতে পার" (৪৩-৩)। বস্তুতঃ কোরাণ বারবার "মানবজাতির জন্য উপদেশ", "হুদান্ লিন্নাসে" (২-১৮৫) বলিয়া, আপনার পরিচয় দিতেছেন, এবং প্রত্যেক মুসলমানের ইহা বিশেষ কর্ত্তব্য, যে পৃথিবীর সকল জাতির নিকটে, যাহার যে ভাষা সেই ভাষায়, সকলের নিকটে কোরান উপস্থিত করে। কোরান নিজে বলিতেছেন, যে ইহা "জগতের জাতিসকলের জন্য সতর্ককারী উপদেশ," "জেক্রুন্ লিল্ আলামীন" (৬৮-৫২ ;৩৮-৮৭ ; ৪১-৩ ; ৪২-৭ ; ৪৬-১২ দেখ)।

যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে ইসলাম ধর্ম্মে অধুনা সুপ্রতিষ্ঠিত 'নমাজ' শব্দ পার্শি শব্দ, এবং পার্শি ভাষা সংস্কৃতেরই অতি প্রাচীন সহোদর। "নমাজ" শব্দের মূল বৈদিক "নমস্" শব্দ। হিন্দু-মুসলমানকে একত্রে বান্ধিবার জন্য যেন পরমেশ্বর এই 'নমাজ' শব্দকে তাঁহারই একটি ঐশ্বরিক বন্ধন-রজ্জুরূপে (হাবলে ল্লাহে, ৩-১০২) ধরাতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। উভয়ের একই ব্যুৎপত্তি, একই অর্থ। বেদের নিরুক্তকার 'নমস' শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন :— "নম্যতে দেবতাত্বাৎ, নমস্ত্যনেন হেতুনা" ইত্যাদি ; অর্থাৎ যাহাদ্বারা অনুকূল (প্রহ্ব) করা যায়। উপাসনাদ্বারা

পরমেশ্বরকে অনুকূল করা যায়; সেজন্য পরমেশ্বরের উপাসনার নাম "নমঃ" বা নমাজ। এখন কেবল 'মস্তক অবনত করা' বা 'সেজদা' করাকেই হিন্দু 'নমঃ' বা 'নমস্কার' বলে। এমন কি হাত উঠানকে ও আজকাল নমস্কার বলে। কিন্তু বেদে 'নমঃ' অর্থ 'নমাজ' বা 'স্তবস্তুতি' বা উপাসনা, যথা "ইমা ব্রহ্মাণি বর্ধনাশ্বিভ্যাং সন্তু শন্তমা। যা তক্ষাম রথাঁ ইবাবোচাম বৃহন্নমঃ" ॥৫-৭৩-১০ "এই সকল স্তোত্র (ব্রহ্মাণি), যাহাতে দিবারাত্রিরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বরের (অশ্বিভ্যাং) মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে (বর্ধনা), তাহা তাঁহার প্রীতিকর হউক (শন্তমা)। শিল্পি যেমন রথ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ যত্নের সহিত ইহা রচিত। এই বৃহদাকার স্তব (নমঃ) উচ্চারণ করিতেছি (অবোচাম)"। আবার অগস্ত্য পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের (অগ্নে) স্তব করিয়া বলিতেছেন :- "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম" (১-১৮৯-১)। "হে বিশ্বপ্রকাশক (দেব) জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর (অগ্নে), তুমি সকল ধর্ম্ম (বয়ুনানি) জান (বিদ্বান্), আমাদিগকে ভাল পথে (সুপথা) মঙ্গলের দিকে (রায়ে) লইয়া যাও; কুটিলপথগামী (জুহুরাণং) পাপ (এনঃ) আমাদিগ হইতে দূর কর, (যুযোধি)। বৃহদাকার (ভূয়িষ্ঠাং) স্তুতিবাক্য উচ্চারণদ্বারা (নমঃউক্তিং) আমরা তোমার সেবা করিতেছি (বিধেম)"।

(গ) রোজা বা উপবাস-ব্রত।

কোরাণে বলা হইতেছে :—"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের জন্য উপবাসের বিধি দেওয়া হইল, যেমন তোমাদের পূর্ব্ব-বর্ত্তীদের জন্য সে বিষয়ে বিধি দেওয়া হইয়াছিল, যেন তোমরা ধৈর্য্যশালী হও," (২-১৮৩)। মুসা (২-৫১) এবং ঈশা ও চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি উপবাসী ছিলেন। মুসলমানের জন্য কতদিনের উপবাস বিধি, তাহার ঠিক্ দিনের সংখ্যা নির্দ্দেশ না করিয়া, কোরান যেন মুসলমানের ব্যক্তিগত সুবিচারের উপরে সে ভার রাখিয়াছেন। কোরাণ শুধু বলিতেছেন—"কতিপয় দিবসের জন্য" "আয়্যামান্ ম্মা'-দুদাতিন্" (২-১৮৪) উপবাস (.সেয়ামো)। পরে বলিতেছেন :—"যদি তোমরা বুঝ, তবে তোমাদের পক্ষে উপবাস করাই শ্রেয়ঃ"। অর্থাৎ যে বুঝিতে অক্ষম, তাহার জন্য অন্ধের মত উপবাস করা কোরানের বিধি নয়। কোরাণ বলিতেছেন :—"রমজান মাসেই কোরাণের (প্রথম) প্রকাশ, যেন মানুষ পথ চিনিয়া চলিতে পারে। তাই তোমাদের মধ্যে যে কেহ ঐ মাসে উপস্থিত থাকিবে, সে অবশ্য সেই মাসে উপবাস করিবে (শাহ্‌রা ফাল্ ইয়াসুমূহো)"। এইরূপে উপবাসব্রতের বিধান দিয়া, কোরাণ সেই সঙ্গেই বলিতেছে :—"পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ হয়, তাহাই ইচ্ছা করেন, যাহা কষ্টকর তাহা ইচ্ছা করেন না।" "যদি তোমরা বুঝ—(ইন্ কুন্তুম্ তা' লামুনা,) তবে উপবাস করা

তোমাদের পক্ষে ভাল", (ও-আ আন্তাসুমু খাইরুন্লাকুম্) (২-১৮৪), এ কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কোরাণ স্পষ্টই বলিতেছে (২-১৮৩), ধৈর্যশালী (লা-আল্লাকুম্ তাত্তাকুনা) হওয়াই উপবাস ব্রত বা রোজার লক্ষ্য। তাহার জন্যই 'স্মিয়ামো' বা রোজা বা উপবাসের বিধি। পাঠক একথাও ভুলিবেন না, যে নমাজ শব্দের ন্যায়, রোজা শব্দও পার্শি, কোরাণে নাই।

রোজার (সিয়ামা) কালসম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে, যতক্ষণ প্রভাতে দিবালোকের শুভ্রতা রাত্রির অন্ধকার হইতে ভিন্নরূপে লক্ষিত না হয়, ততক্ষণ আহার কর, পান কর, তৎপর রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস পূর্ণ কর ("আতিমুস্ সিয়ামা এলা ল্লাইলে"-১৮৭)। মানবজাতি ইতঃপূর্ব্বে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল (Dark Ages) ; রমজান মাসের ২৭ তারিখ রাত্রিতে কোরাণ প্রথমে অবতীর্ণ হয়। সেই রাত্রির নাম "লাইলাতেল কাদ্রে" বা "শবে-কদর," অর্থাৎ গৌরবান্বিত রাত্রি। সুরা কদরে (৯৭) কোরাণ বলিতেছে :—"ইন্না আন্জাল্নাহো ফী লাইলাতেল্ কাদ্রে," "নিশ্চয় আমরা গৌরবান্বিত রাত্রিতে ইহা (কোরাণ) অবতীর্ণ করিয়াছি।" আবার সুরা দুখানে (৪৪) বলা হইতেছে :—"সত্যপ্রকাশক গ্রন্থ স্মরণ কর। নিশ্চয় আমরা শুভ রাত্রিতে উহা অবতীর্ণ করিয়াছি", ইত্যাদি (৪৪—৩,৪)। রমজান মাসে কোরাণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ মাসে কতিপয় দিবস—"আয়্যামান্ মা'দুদাতিন্"—মুসলমান-

দিগের জন্য উপবাস করিবার বিধি.'আলাইকুম্ সিয়ামো কুতেবা।'

তবে মুসলমানকে বুঝিতে হইবে, যে উপবাস বা রোজা ধৈর্য্য-লাভের উপায় মাত্র– "লা আল্লাকুম্ তাত্তাকুনা" (২-১৮৩), এবং জানিয়া শুনিয়া ধৈর্য্যলাভের উদ্দেশ্যেই রোজা রাখিতে হয়। বস্তুতঃ না জানিয়া, না বুঝিয়া, কোন কার্য্য করা কোরাণে নিষেধ, "ও-আ লা তাক্ফু মা লাইসা লাকা বেহি এল্মুন্"(১৭-৩৬)। সকল ধর্ম্মেই উপবাসের বিধি আছে। মুসা এবং ঈসার কথা সকলেই জানে। এমন কি বুদ্ধও উপবাসের পর মারদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, পরে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ঋগ্বেদেও দেখা যায়, অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রা দীর্ঘকাল উপবাসাদি ব্রতপালনদ্বারা শরীর সংযত করিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ" ইত্যাদি (১-১৭৯-১), (হে অগস্ত্য), "আমি অনেক বৎসর দিবারাত্রি এবং জরার উৎপাদক উষাকালে সংযম ব্রত পালন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি"। "ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ" (ঋ, ৭-১০৩-১), "যাঁহারা পরমেশ্বরের স্তব করেন, তাহারা উপবাসাদি ব্রত পালন করেন।" উপনিষদ্ও বলিতেছে : "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন"—(বৃ.৪-৪-২২), "ঈশ্বরোপাসক সেই সর্ব্বেশ্বরকে বেদাধ্যয়ন, পূজা, দান, এবং উপবাসাদিব্রত সাধনদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।" বেদোপনিষদের এই সকল কথারই সমর্থন করিয়া কোরাণ ও বলিতেছে যে "তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকেও এই উপবাস বিধি দেওয়া হইয়াছিল,"—"কামা

কুতেবা আলা ল্লাজিনা মিন্ কাব্লেকুম্" (২-১৮৩)। ইহাও সকলেরই জানা কর্ত্তব্য. যে কোরাণ বেদোপনিষদের ঋষিকে অস্বীকার করা দূরে থাকুক, পুনঃপুনঃ বলিতেছে, "নিশ্চয় প্রাচীন লোকদিগের অধিকাংশ বিপথে গিয়াছিল। সত্য সত্যই আমি তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম" সাফ্ফাত (৩৭)—৭১,৭২। "নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে প্রেরিত পুরুষ (রুসূলান্) প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আছে যাহাদের সম্বন্ধে তোমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছি : এবং তাহাদের মধ্যে অন্য কেহ আছে, যাহাদের সম্বন্ধে তোমার নিকটে উল্লেখ করি নাই." মুমেন (৪০)--৭৮। (হে মহম্মদ) "তোমার নিকটে এমন কিছু বলা হইতেছে না, যাহা তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিত পুরুষদিগকে বলা হয় নাই." হামিম্ (৪১)—৪৩)। "নিশ্চয় প্রত্যেক জাতি মধ্যে এক একজন প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছি,--এইকথা বলিবার জন্য, যে পরমেশ্বরের সেবা করিও, এবং মূর্ত্তিপূজা হইতে বিরত থাকিও" (নহল (১৬)—৩৬)। "নিশ্চয় ইহা (কোরাণ) জগতের প্রভুর নিকট হইতে প্রকাশিত। বিশ্বাসী আত্মা (রুহুল্ আমিনা) ইহা লইয়া আসিয়াছে,—তোমার হৃদয়ে ইহা লইয়া আসিয়াছে, যেন তুমি সতর্ককারীদের মধ্যে একজন হও,—প্রচলিত আরবি ভাষায়, এবং নিশ্চয় ইহা প্রাচীনদের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে আছে" ॥ শো-অর(২৬) ১৯২ হইতে ১৯৬॥ ' হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কি তবে অন্ধকার ঘরে রজ্জুতে সর্পভ্রমতুল্য নয় ? যাহা হউক, কোরাণে পাপের

প্রায়শ্চিত্তরূপে উপবাসের বিধান, এবং উপবাসের পরিবর্ত্তে দরিদ্রকে অন্নদানের ব্যবস্থা, রোজা সম্বন্ধে যেমন, সেইরূপ কোরাণের অন্যান্য স্থানেও দৃষ্টহয় (৫৮-৪)। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে, যে পৃথিবীর আদি হইতেই উপবাস-বিধি প্রচলিত *। তবে দেশকালপাত্র অনুসারে উপবাসের রূপভেদ ও সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। আবার কোরান প্রকাশের সময়ের মুসলমানদিগকে আত্মরক্ষার জন্য কত সময় সারা দিন যুদ্ধ করিতে হইত, এবং সূর্য্যাস্তের পর আহার করিতে হইত। এক মাসের জন্য এই উপবাস ব্রত বা রোজা সাধন সে কালের সে দেশের মুসলমানদের জন্য কত প্রয়োজন ছিল, তাহা দৃষ্টেই ইহা অনুমান করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এ কালের এবং এ দেশের আফিসাদিতে নিযুক্ত মুসলমানদের জন্য ও কি এই রোজা বা উপবাসব্রত সেইরূপই প্রয়োজন? কোরান নিজেই আপনার সম্বন্ধে বলিতেছে :- "সেই তিনিই (আল্লাহ্) তোমার নিকটে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কতগুলি মন্ত্র (আয়াতুন্) নিত্য সত্য বা অপরিবর্ত্তনীয় (মুহ্কামাতুন্)। তাহাই গ্রন্থের মূল (হুম্মা উম্মুল্ কিতাবে), এবং অন্যগুলি সাদৃশ্যমাত্র (উখারো মুতা-শাবেহাতুন্)। তবে যাহাদের হৃদয়ে কপটভাব (জাইগুন্) আছে তাহারা গ্রন্থের সেই অংশেরই অনুসরণ করে, যাহা সাদৃশ্যমাত্র। তদ্দারা লোককে পথভ্রান্ত করিতে (ফেৎনাতে)

---

* "Spare Fast, that oft with gods doth diet" Milton's Il penseroso.

চেষ্টা করে, এবং নিজের রুচি মত তাহার ব্যাখ্যা করে। কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন কেহ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম জানে না, অর্থাৎ তিনি না বুঝাইলে, কেহ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে না" (৩-৬)। এস্থলে দেখা যায়, কোরান নিজেই দুইপ্রকার আয়াতের উল্লেখ করিতেছে ঃ -(১) নিত্য সত্য (মুহ্‌কামাতুন্), যাহা কোরানের মূলস্বরূপ, "হুন্না উম্মুল্ কেতাবে," এবং (২) সাদৃশ্য বা রূপকমাত্র (মুতাশাবেহাতুন্), যাহা দেশকাল পাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় ; রোজা সম্বন্ধে দেখা যায়, কোরান নিজেই দেশকালপাত্রভেদে নানাপ্রকার রূপান্তরের ব্যবস্থা করিতেছে, যথা, "কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে রুগ্ন, অথবা পথভ্রমনে আছে, সে অন্য কতিপয় দিন উপবাস করিবে," "যে পারে সে উপবাসের পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্রকে খাওয়াইবে।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে রোজার ব্যবস্থা সাদৃশ্যমাত্র, "মুতাশাবেহাতুন্", এবং দেশকাল-পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনযোগ্য। এ অবস্থাতে রোজাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্তম্ভের বা "উম্মুল কেতাবের" মধ্যে গণ্য করা কি সঙ্গত ? অপরদিকে কোরান পুনঃপুনঃ বলিতেছে ঃ- "হে বিশ্বাসীগণ, কেন তোমরা যাহা কর না, তাহা বল। ইহা পরমেশ্বরের নিকটে অত্যন্ত বিরক্তিকর, যে তোমরা এমন কথা বল, যাহা তোমরা কর না।" ৬১-২,৩। আবার "হে বিশ্বাসীগণ, ন্যায়কে রক্ষা কর, ঈশ্বরের অনুরোধে তোমার নিজের বিরুদ্ধে, কি তোমার পিতামাতা কি আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে রক্ষা কর" ইত্যাদি (৪-১৩৫)। "হে বিশ্বাসীগণ, ঈশ্বরের অনুরোধে

সত্য-পরায়ণ হও, ন্যায়ানুসারে সাক্ষ্য দেও, শত্রুতা আছে বলিয়া, কাহারো প্রতি ন্যায়াচরণ হইতে বিরত থাকিও না" ইত্যাদি (৫-৮); "যখন তোমরা কথা বল, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হইলেও ন্যায়সঙ্গত কথা বলিও" (৬-১৫৩)। "সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশ্রিত করিও না, এবং সত্য গোপন করিও না,—যখন তোমরা তাহা জান : এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ জকাত প্রদান কর, ও সকলের সঙ্গে ঈশ্বরকে নমস্কার কর" ।(২-৪২,৪৩)। ন্যায়সঙ্গত এবং সত্য কথা বলা যে মুস্‌লেমের একান্ত কর্ত্তব্য, কোরান বারবার তাহার উল্লেখ করিতেছে *। কিন্তু রোজারক্ষার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সুরা বকরার দুইটি আয়াতে ভিন্ন (২-১৮৩,১৯৬), অন্য কোন সুরাতে কোরান উল্লেখ করে নাই। এরূপ অবস্থায় সত্য এবং ন্যায়কেই ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকৃত স্তম্ভ মনে করিতে হয়, রোজাকে নয়। কিন্তু হায়, বাংলার মকদ্দমাপ্রিয় মুসলমান কি করিতেছে ! বস্তুতঃ ন্যায় এবং সত্যই প্রকৃত ধর্ম্মের ভিত্তি। ঋগ্বেদেও (৭-১০৪-১২,১৩) দেখা যায়, ঋষি বসিষ্ঠ বলিতেছেন,

* ন্যায়সঙ্গত সত্যবাক্য বলা সম্বন্ধে নিম্নে প্রদর্শিত সুরা ও আয়াতসকল দেখ :—

ফাতেহা (১)—৫। বকারাহ্ (২)—৪২, ১৮৮, ২৮৩। নিসা (৪)—১৩৫। মাইদাহ্ (৫)—৮।: নাহল (১৬)—১১৬। বানি ইস্রাইল (১৭)—৮১। আন্‌বিয়া (২১)—১৮। ফুর্‌আন (২৫)—৭২। শু-আরা (২৬)—২২১ হইতে ২২৬। সাদ্ (৩৮)—৪৪। জুমার্ (৩৯)—৩৩ হইতে ৩৫। নজম্ (৫৩)—২৮। হাশর (৫৯)—৮। সাফ্‌ফ (৬১)—২, ৩। মা'আরিজ (৭০)—৩৩ হইতে ৩৫।

"বিদ্বান্‌গণ ইহা অবগত হউন, যে সত্য এবং অসত্য বাক্যদ্বয় পরস্পর জয়লাভার্থ স্পর্দ্ধা করিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সরল, ভগবৎ-প্রেরণা (সোম) তাহাকেই রক্ষা করেন। তিনি অসত্যকে বধ করেন। ভগবৎ-প্রেরণা (সোম) পাপকারীকে চালনা করে না, মিথ্যাচারী বলশালীকেও চালনা করে না। তিনি মিথ্যাবাদীকে এবং স্বার্থান্ধ নিষ্ঠুরদিগকে (রক্ষঃ) বধ করেন। তাহারা উভয়ে পরমেশ্বরের হাতে বন্দী হইয়া আছে।" বেদের সোম সম্বন্ধে আমাদের ঋগ্বেদ (২, পৃঃ ১২৬ হইতে ১৩০) দেখিবেন। সত্যই, দেখা যায়, কোরাণের ন্যায়, বেদের বা হিন্দুধর্ম্মের ও স্তম্ভস্বরূপ। সত্য যেমন এক, বেদ-কোরাণও এক, প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানও এক। আবার ইস্‌লাম ধর্ম্মের আর একটি স্তম্ভ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও লোকের হিতসাধন। পরমেশ্বরে বিশ্বাস এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ও কোরান্‌ বারবার বলিতেছে :-
"ইন্নাল্লাজীনা আমানু ও-আ আমেলুস্‌ সালেহাতে উলায়েকা হুম্‌ খয়েরুল্‌ বারিয়্যাতে" (৯৮-৭), "নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম্মশালী, তাহারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" কোন্‌ হিন্দু বলিবে, যে ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নয় ? 'রোজা' কি 'হজ্‌' ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন জোরের কথা কোরাণে পাই না। "তোমরা পূর্ব্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাও, (ওজুহাকুম্‌ কেবলাল্‌ মাশ্‌রেকে ও আল্‌ মাগ্‌রেবে) তাহাতে পুণ্য নাই :
পুণ্য ইহাতে যে তোমরা ঈশ্বরে, শেষ বিচারের

দিনে, ফিরিস্তাগণে, গ্রন্থে, এবং প্রেরিতগণে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরে অনুরাগযুক্ত হইয়া ধন দান কর,—আত্মীয়দিগকে, অনাথ-দিগকে, দরিদ্রদিগকে, পথিকদিগকে, ভিক্ষুকদিগকে, ও দাসদিগের দাসত্ব মোচনার্থ; এবং যে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং জকাত দান করে, এবং প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিজ্ঞাপালন করে, এবং বিপদে, কষ্টে, এবং যুদ্ধে, ধৈর্য্যশালী হয় ইহারাই যাহারা সত্যে আছে, এবং পুণ্যব্রত রক্ষা করিতেছে" (১-১৭৭)। "কোরাণের মর্ম্মমতে সরলতা, ঈশ্বরের অধীনতা, ঈশ্বরের এবং লোকের সেবা, সত্যপরায়ণতা, উপাসনা, এবং দরিদ্রের সাহায্য করা, ইত্যাদিই নিত্য সত্য। তাহাই ইস্‌লামধর্ম্মের প্রকৃত রোকন বা স্তম্ভ। তাহাই হিন্দুধর্ম্মের এবং সকল সত্যধর্ম্মের মূল। কোরান্ বলি-তেছে, "লা এক্রাহা ফীদ্দিনে" (বকারাহ্, ২-২৫৬), "ধর্ম্মবিষয়ে বলপ্রয়োগের স্থান নাই"। "ও-আ মা আন্তা আলাইহিম্ বে-জাব্বারিন্" (সুরা কাফ (৫০)---৪৫), "তাহাদের সম্বন্ধে বল-প্রয়োগ করিবার তুমি কেহ নও"। রোজার কথা বলিয়াই, কোরান যেন বঙ্গীয় মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :— "তোমরা অন্যায়রূপে একে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করিও না, এবং তাহা লইয়া আদালত পর্য্যন্ত উপস্থিত হইও না ("ও-আ তুদ্‌লু বেহা এলাল্ হুক্কামে"), তাহা হইলে অন্যায়রূপে

লোকের সমগ্র সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিবে, অথচ তোমরা ইহা জানিতেছ” *(বকরাহ্ ২-১৮৮)। কোরান বলিতেছে “বিশ্বাসীদের মধ্যে যদি দুই পক্ষে বিবাদ হয়, তাহাদের মধ্যে আপোষ করাইবে (আস্‌লেহু)”। “বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভিন্ন নহে, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ করাইবে, এবং পরমেশ্বরকে ভয় করিবে, যেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন” (হুজুরাত (৪৯)-৯,১০)‡। আর বঙ্গীয় মুসলমানগণ যেন কোরাণকে অমান্য করিয়া পরস্পর মাম্‌লা করিয়া, ইস্‌লামকে কলঙ্কিত করিতেছে, কাফের উকিলের শিক্ষামত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া মুসলমান মুসলমানকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে, মুসলমানের জমি-বাড়ী মুসলমান বিক্রি করাইতেছে, আর মুসলমানের টাকাতে হিন্দু উকিলবন্ধুর বাড়ীতে ত্রিতল এমারত উঠিবার সাহায্য করিতেছে! ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান-বিদ্বেষে এবং মুসলমানধর্ম্ম হিন্দু-বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে! হায়, কবে মুসলমান রোজার পরিবর্ত্তে সত্যকে এবং সৎকর্ম্মকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের স্তম্ভ মনে করিবে! কবে মুসলমান কোরান মত চলিয়া প্রকৃত মুসলমান হইবে? “বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং হি,”—হিন্দু ও বেদমত চলিয়া কবে প্রকৃত হিন্দু হইবে!

---

* সূরা বকরাহ্ :—“ও-আ লা তা’কুলু আম্ ও-আলা কুম্ বাইনাকুম্ বেল্‌বাতেলে ও-আ তুদ্‌লু বেহা এলাল্ হুক্কামে লে তা’কুলু ফারিকান্ মিন্ আম্ ও-আলেন্নাসে বেল্‌ইস্‌মে ও-আ আন্তুম্ তা’লামুনা।” আয়াত, ১৮৮।

‡ হুজুরাত :—“ও-আ ইন্ তাইফাতানে মিনাল্ মুমেনীনাক্‌তাতালু ফা আস্‌লেহু বাইনা হুমা। ইন্নামাল্ মুমেনুনা এখও-আতুন্ ফা আস্‌লেহু আখাওয়াইকুম্”। আয়াত, ৯,১০।

(ঘ) জকাত বা দীনদুঃখীর জন্য দান।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের চতুর্থ স্তম্ভ জকাত বা দীন-দুঃখীর হিতকল্পে ঈশ্বরোদ্দেশে দান। কোরান পুনঃপুনঃ মুস্‌লেমকে জকাত-দানের উপদেশ করিতেছে। "সত্যপ্রকাশক কোরান গ্রন্থের এই সকল আয়াত। বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও সুসম্বাদ, যাহারা উপাসনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং জকাত দান করে, এবং পরলোকে বিশ্বাস করে," নম্‌ল (২৭)-১,২,৩.)। "ল্লাজীনা ইয়ুকিমুনাস্ সালাতা ও-আ ইয়ুতুনাজ্ জকাতা"—কোরানে ইত্যাকার বাক্য জকাত বা দীনদুঃখীর জন্য দানকে পুনঃপুনঃ সালাত বা উপাসনার সহিত এক পর্য্যায়ে ভুক্ত করিয়াছে। "যাহারা কোরাণ-প্রাপ্ত তাহারা আর কিছুর জন্য আদিষ্ট *হয় নাই, ইহা ব্যতীত যে তাহারা ঈশ্বরের সেবা করে, সরল

---

* বিবাদকারী কোন একপক্ষ যদি ন্যায়সঙ্গত আপোষ অমান্য করে, তবে কি করিতে হইবে? কোরাণ সে প্রশ্নের উত্তর এই সূরা হুজুরাতের নবম আয়াতেই দিতেছে:—"ফা ইন্ বাগাৎ এহ্‌দা হুমা আলাল্ উখরা, ফা কাতেলু ল্লাতী তাব্‌গী, হত্তা তাফে-আ এলা আমারে ল্লাহে। ফা ইন্ ফা-আৎ, ফা আস্‌লেহু বাইনা হুমা, বেল্ আদ্‌লে, ও-আ আক্‌সেতু। ইন্না ল্লাহা ইউহিব্বুল্ মুক্‌সেতীনা,"—"তৎপর ও যদি তাহাদের একজন অন্যজনের প্রতি অন্যায় করে, তবে যে অন্যায় করে, যে পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরাজ্ঞার দিকে না ফিরে, সে পর্য্যন্ত তাহার সহিত সংগ্রাম করিও। পরে সে ফিরিলে, উভয়ের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতরূপে আপোষ করিও। নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন, যাহারা ন্যায় কার্য্য করে"। ৪৯-৯।

মনে তাঁহার অধীন হয়, অকপটচিত্ত হয়, এবং উপাসনাকে স্থির রাখে, এবং জকাত দান করে। ইহাই সত্যধর্ম্ম (ও-আ জালেকা দীনোল কায়্যিমাতে)” —বায়্যিনাত (৯৮)—৫। পাঠক দেখিতেছেন, কেবলমাত্র ধনীকেই যে জকাত দান করিতে হইবে, কোরাণের মর্ম্ম সেরূপ নয়। মুস্‌লেম যে হইবে, সে ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক, তাহাকে আপন আয় অনুসারে দুঃখীর হিতকল্পে অর্থ সাহায্য করিতেই হইবে; নতুবা সে কোরাণের মতে মুস্‌লেম নয়, যদিও সে “কানা ছেলের পদ্মলোচন”নামের মত মুসলমান নাম ধারণ করিতে পারে। সূরা তালাকে (৬৫) কোরাণ স্পষ্ট বলিতেছে:—“যাহার অনেক আছে, সে তাহা হইতে দান করিবে, যাহার উপজীবিকা সঙ্কীর্ণ, সেও পরমেশ্বর তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যয় করিবে। পরমেশ্বর কাহারো উপরে এমন বোঝা চাপান না, যাহা তিনি তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন,তাহার অতিরিক্ত। বস্তুতঃ কোরান উপাসনার সঙ্গে জকাত বা দানকে এই ভাবে পুনঃপুনঃ জড়িত করাতে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ যেমন উপাসনার সংজ্ঞা দিতেছেন—“তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব”, কোরানও দেখা যায়, ঈশ্বরো-পাসনার বহিরঙ্গরূপে জকাত বা দরিদ্রের হিতকল্পে দানের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিতেছে। জকাত দান যে না করে, কোরান স্পষ্ট বলিতেছে, তাহার উপাসনা গৃহিত হয় না (সুরা মাউন দেখ)। উপাসনা বা সালাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, এবং

জকাত বা দান ইস্‌লাম ধর্ম্মের শরীরস্বরূপ। জকাত দানেই প্রকৃত উপাসনার বাহ্যপ্রকাশ। অপর দিকে হিন্দুধর্ম্মের ও প্রধান স্তম্ভ দান, তিনটী ধর্ম্মস্কন্ধের মধ্যে একটী বলিয়া পরিগণিত, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং" (ছান্দোগ্য, ২-২৩-১)। জাকাতের নামান্তর "সেদকা"। সেদকা দানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূরা বরা'আতে (৯) কোরান বলিতেছে :- "নিশ্চয় এই দান (সাদাকাতো) দীনদুঃখীর জন্য, এবং নিরুপায়ের জন্য, এবং তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীদের জন্য, এবং যাহাদের অন্তরকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে, তাহাদের জন্য, এবং বন্দীর গ্রীবা মুক্তির জন্য (ও-আ ফীর্ রেকাবে), এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য, এবং পরমেশ্বরের পথের জন্য, এবং পথিক-দিগের সাহায্যের জন্য। পরমেশ্বর হইতে এই আদেশ, এবং পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্" (৬০)। সুরা মাইদাতে (৫) ও মুস্‌লেমের জন্য "বন্দীর ঘার মোচনের কর্ত্তব্যতার উপদেশ আছে, "আউ তাহ্‌রীরু রাকাবাতিন্" (৮৯)। আবার সুরা বালাদেও কোরান বলিতেছে, যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ দাসের দাসত্ব-মোচন "ফাক্কু রাকাবাতিন্" (৯০-১৩)--"দাসের ঘার বন্ধন মুক্ত করা,"— এবং এই উদ্দেশ্যে জাকাতের অর্থাদি ব্যবহার করা বিধি। জাকাত যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ, বা প্রধান রোকন বা স্তম্ভ, তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখই তাহার প্রমাণ *।

* জাকাত ও পরোপকার সম্বন্ধে দেখ :—
বকারাহ্ (২)—আয়াত ৪৩,৮৩,১১০,১৭৭,১৯৫,২০৭,২১৫,২৪৫,২৬২,

এখন হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতি সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কি বলিতে হয় না, যে বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নারীজাতি অনেক পরিমানে বন্দীর অবস্থায় আছে ? রাজনৈতিক সমান অধিকার * ত দূরের কথা ! আমাদের বঙ্গীয় নারীগণ মান্দ্রাজ কি বোম্বের মতন ও স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছামত পুরুষের ন্যায় হৃদয়মনের আলো লাভ এবং শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হইতে বঞ্চিত। কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দুর মধ্যে সতীদাহ বা মৃত স্বামীর সঙ্গে তাহার জীবিত স্ত্রীকে অগ্নিসাৎ করার

২৬৭,২৬৮,২৭১,২৭৩,২৭৭। ইমরান (৩)—১৭৯। নিসা (৪)—১১৪,১৬২। মাইদাহ (৫)—১২,৫৫,৮৯। আন্ আম (৬)—১৪২ হইতে ১৫৫। আরাফ (৭)—৫৬। আন্‌ফাল (৮)—৪১। বারা'আহ (৯)—১১,১৮,১০৩, ১০৪। বনিইস্রাইল (১৭)—২৬ হইতে ৩০। আন্বিয়া (২১)—৭৩। হজ্জ (২২)—২৮,৩৫,৩৬,৪১,৭৮। নুর (২৪)—৩৭,৫৬। নমল (২৭)—২,৩,৩৪,৬০,৭১,৭২,১০২। রুম (৩০)—৩৮,৩৯। লুকমান (৩১)—৩,৪, ২২ হইতে ৩০। আহজাব (৩৩)—৩৩। মুজাদিলাহ্ (৫৮)—১২,১৩। তালাক্ (৬৫)—৭। মা'আরিজ (৭০)—১৯ হইতে ২৫। মুদ্দাশির (৭৪)—৪২ হইতে ৪৫। ইন্সান্ (৭৬)—৭,৮,৯। ফজর (৮৯)—১০ হইতে ২০। বালাদ (৯০)—১১ হইতে ১৬। লাইল (৯২)—১৪ হইতে ১৮, এবং মাউন (১০৭)—১ হইতে ৭। ঋগ্বেদে দরিদ্রের হিতকল্পে দান সম্বন্ধে আমাদের 'কোরাণের সূরা, বেদের সূক্ত' (পৃঃ ৪১ হইতে ৪৩) দেখ।

* আমাদের দেশে ও বিলাতের মত স্বরাজ বা দেশের অধিকাংশের মতে রাজ্যশাসনের (Democratic Constitution) সূত্রপাত হইয়াছে।

প্রথা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। হিন্দু নিজে বুঝিয়া শুনিয়া সেই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে নাই। আজও সেই অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে সে ক্ষমা ভিক্ষা করে নাই। হিন্দু বিধবা আজও পুনর্বিবাহ হইতে বঞ্চিত। আবার বহু-বিবাহ যে কেবল রাজা-মহারাজাদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, তাহা নয়। বিধবা-বিবাহের নামে একদল হিন্দু সংস্কারকও এখন বহুবিবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে! বহু-বিবাহ বিষয়ে মুসলমানের ত কথাই নাই। পালন করিবার শক্তি থাকুক বা না থাকুক, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেই অনেক মুসলমান যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করে, এবং যখন যাহাকে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। হিন্দুর মধ্যে আবার স্ত্রী মরিলে, পুরুষ ইচ্ছামত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু স্বামী মরিলে,

বিগত ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭ তারিখে, নূতন দিল্লীতে, বড়লাট স্বয়ং অযোধ্যার তালুকদারদিগের জমিদারী প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছেন :—
"The present constitutional position is only a transitional stage in the relations of the executive towards the Legislature and people. Government could hardly therefore, even if it so desired, accept the responsibility of anticipating the final verdict of the electorate on so important a measure" (The Statesman, Feb 24,1927).
বিদেশীয় গভর্ণমেণ্ট ও "স্বাধীনতা-সমতা-ভ্রাতৃত্ব" মূলক স্বরাজ আমাদের মুখে তুলিয়া দিতেছে! তাহা সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক, আমরাও কি ইহার উত্তরে আমাদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাদিগকে সকল বিষয়ে "স্বাধীনতা-সমতা-ভ্রাতৃত্ব" দান করিব না, তাহাদিগকে ও বিলাতের মত সমান অধিকার দিয়া, আমাদের স্বরাজ লাভের যোগ্যতা প্রমাণ করিব না?

স্ত্রী ইচ্ছামত অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, কে না বলিবে, যে হিন্দুমুসলমান মধ্যে নারীগণ প্রকৃত মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত, অর্দ্ধ-বন্দীস্বরূপ। নারীজাতি মানব জাতির অর্দ্ধেক। আত্মত্যাগ এবং পর-সেবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মাতারাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে,—"The sex that civilises ours." তাহাদের শরীর-মন-আত্মা স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে না পারিলে, তাহারা পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হইলে, পৃথিবীর জীবন-সংগ্রামে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দিতায়, বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমান কিরূপে তাহাদের স্বস্থান রক্ষা করিবে? হিন্দু মাত্রেরই জানা কর্ত্তব্য যে বেদে দেখা যায়, নারীগণ এক দিকে ঋষি বা "নবি" ছিলেন, অপরদিকে যুদ্ধে সেনাপতির কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছেন। নারীগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিতেও ভীত হইতেন না। বড়বড় জনাকীর্ণ রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া, সে কালের হিন্দুনারীগণ স্বেচ্ছামত সমান-ভাবে পুরুষ পণ্ডিতদের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতেন। মুসলমানের ও জানা কর্ত্তব্য যে মহম্মদের সময়ে দেখাযায়, নারীগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যদিগের সেবা করিতেন, এবং নসিরা নাম্নী বীর নারী * বিখ্যাত ওহদের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ

* "কাবের নসিরা নাম্নী এক বীর কন্যা ছিলেন, তাঁহার বহু সদ্‌গুণ ও সিংহীর ন্যায় সাহস বিক্রম ছিল। তিনি আপন স্বামী গরিয়া, এবং দুই পুত্র এমরা ও আবদোল্লার সহিত ওহদের রণক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক পৌত্তলিক

করিয়া কোরেশ শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। একালেও দেখা যায়, এঙ্গোরাতে মুসলমান নারীগণ এরোপ্লেইন বা উড়্কু জাহাজ চালাইতেছে। চিকিৎসাদি শাস্ত্রে সুপরিচিত সুবিখ্যাত রেডিয়াম ধাতুর আবিষ্কর্ত্রী একজন মহিলা রাসায়নিক (Madame Curie)। আমাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, এবং কন্যাদের ভিতরে কত শক্তি প্রচ্ছন্ন, কে বলিতে পারে? তাহাদিগকে পুরুষের দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করা ও কি কোরাণে "ফাক্ক রাকাবাত্তিন্" বলার উদ্দেশ্য নয়? হিন্দু-মুসলমান কি এই মহাব্রত সাধনে নিজ নিজ শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত জকাত বা দান করিয়া, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিবে না? কোরাণ স্বয়ংই স্ত্রী-পুরুষের সমান

কোরেশদিগের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নসিবা নিজমুখে বলিয়াছেন, আমি একটি মশক লইয়া ওহদের রণস্থলে গিয়াছিলাম, তৃষিত মোসলমানদিগকে জলদান করিতেছিলাম। যখন দেখিলাম শত্রুকুল প্রবল হইয়া বিশ্বাসী দলের জীবন ও ধনসম্পত্তি হরণে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, তখন জলদানে নিবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা পরিশ্রম করি। আমি তেরটি অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটি আঘাতের ক্ষত একবৎসর পর্য্যন্ত ছিল। যখন আমি কমিয়ার পুত্র কর্ত্তৃক আহত হই, তখন হজরত দেখিতে পাইয়া আমার পুত্র এমরাকে ডাকিয়া বলেন, "তুমি স্বীয় জননীর নিকটে দৌড়িয়া যাও, তাহার ক্ষত স্থানসকল বন্ধন কর।" আমি সন্তানদ্বয় সহ প্রেরিত পুরুষের সম্মুখভাগেই সংগ্রাম করিতেছিলাম। মোসলমান সহচরবর্গ পরাস্ত হইয়া হজরতের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিল, আমার হস্তে ঢাল ছিল না, ইতিমধ্যে

অধিকার ঘোষণা করিতেছে :—"ও-আ লাহুন্না মেস্‌লু ল্লাজী আলাইহিন্না বেল্‌ মা'রুফে" (বকারাহ (২)-২২৮)—"এবং নারীগণের ন্যায়সঙ্গতরূপে তুল্য অধিকার আছে, যাহা তাহাদের উপরে পুরুষদের আছে।" যদিও পুরুষের পশু-বলের কিঞ্চিৎ আধিক্য হেতু কোরাণ সেই সঙ্গেই বলিতেছে,"ও-আ লে রে'জালে আলাইহিন্না দারাজাতুন্‌," "পুরুষ নারী হইতে কিঞ্চিৎ উপরে," তাহা বলিয়া কোরাণ এস্থলে স্ত্রীলোকের যে ন্যায়সঙ্গত সমান অধিকার (বেল্‌ মারুফে)ঘোষণা করিতেছে, তাহা হইতে কেন তাহারা বঞ্চিত হইবে ? দ্রৌপদীর ন্যায়, মুসলমান নারীর যখন বহুবিবাহ করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই, ইস্‌লাম ধর্ম্মমতে পুরুষের ও সেরূপ ন্যায়সঙ্গত (বেল্‌ মারুফে) অধিকার থাকিতে পারে না।

হজরত দেখিলেন যে, তাঁহার একজন সহচর ঢাল ধারণ করিয়া আছে। তিনি সেই ঢাল আমাকে দিবার জন্য তাহার প্রতি অনুমতি করিলেন, সে তৎক্ষণাৎ ঢাল হস্ত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। হজরত আমাদের যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, তখন তিনি আমার পুত্র আবদোল্লাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র আপন মাতার নিকটে যাও।' আবদোল্লা হজরতের আজ্ঞাক্রমে দৌড়িয়া আসিল। আমি পুত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া উক্ত শত্রুকে হত্যা করিলাম।" তখন হজরত ডাকিয়া বলিলেন, "আবদোল্লার মা, যে ব্যক্তি তোমার মস্তকে আঘাত করিয়াছে, এই দেখ সেই ব্যক্তি।" নসিবা বলিয়াছেন "আমি তখন সেই শত্রু সৈনিকের পদে আঘাত করিলাম, সেই আঘাতে সে পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া হজরত হাসিয়া বলিলেন, 'আপন প্রতিশোধ লইয়াছ।' গিরীশ কৃত জীবনী পৃঃ ২৮১-৩।

সব পুরুষ ও শক্তিবিষয়ে সমান নয়। পুরুষের মধ্যে ও কেহ শক্তিতে উপরে, কেহ নীচে। কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধে ন্যায়-সঙ্গত অধিকার বিষয়ে ("The Rights of Man") সকল পুরুষই সমান। আবার সে কালের আরবদেশীয়দের যুদ্ধই নিত্য ক্রিয়া ছিল। শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু সে কালের, সে দেশের স্ত্রীলোককে জীবিকার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য, অনেক সময়ে পুরুষের মুখাপ্রেক্ষী হইতে হইত। তাই কোরাণ বলিতেছে :—
"আর্ রেজালো কাউবামুনা আলা ন্নেসা-এ" ॥ নিসা (৪)—৩৪॥
"পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতিপালক"। তাহা বলিয়া কোরাণের মত নয়, যে নারীজাতি তাহাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে (বেল্ মারুফে) বঞ্চিত হয়। এজন্যই "সকল ঈশ্বরবিশ্বাসী ভ্রাতৃতুল্য" (৪৯-১০) বলিয়া ও কোরাণ আরো স্পষ্টাক্ষরে স্ত্রীলোকবিশ্বাসীকে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষ বিশ্বাসীর সমান পর্য্যায়ে ভুক্ত করিয়া পুনঃপুনঃ বলিতেছে : —"যে ই সৎ কর্ম্ম করে, স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়, তাহারা স্বর্গোদ্যানে যাইবে, এবং তাহাদের প্রতি অনুমাত্রও অবিচার করা হইবে না।" নিসা (৪)—১২৪ ॥ আবার "নিশ্চয় ঈশ্বরে নির্ভরকারী পুরুষগণ এবং নির্ভরকারিণী নারীগণ, এবং বিশ্বাসী পুরুষগণ, এবং বিশ্বাসবতী নারীগণ, এবং ঈশ্বরানুগত পুরুষগণ এবং ঈশ্বরানুগতা নারীগণ, এবং সত্যপরায়ণ পুরুষগণ, এবং সত্যপরায়ণা নারীগণ, এবং ধৈর্য্যশালী পুরুষগণ, এবং ধৈর্য্য-শালিনী নারীগণ, এবং বিনীত পুরুষগণ এবং বিনীতা নারীগণ,

এবং দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীলা নারীগণ, এবং উপবাসব্রত-ধারী পুরুষগণ, এবং উপবাসব্রতধারিণী নারীগণ, এবং সংযত-স্বভাব পুরুষগণ,এবং সংযতস্বভাবা নারীগণ, এবং ঈশ্বরের পুনঃপুনঃ স্মরণকারী পুরুষগণ, এবং স্মরণকারিণী নারীগণ, পরমেশ্বর তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং প্রভূত পুরস্কার প্রস্তুত রাখিয়াছেন" (আহজাব (২৩)—৩৫)। আবার "যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আমরা অবশ্য তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত করিব, এবং নিশ্চয় তাহারা যেরূপ উৎকৃষ্ট কল্যাণ করে, তাহার অনুরূপ পুরস্কার তাহাদিগকে দিব।" সূরা নহল (১৬)—৯৭। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার সূচক কোরাণের এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া, কি আমরা বুঝিব না, যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের, ইহাই মর্ম্ম, যে স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির দাস হওয়া দূরে থাকুক, স্ত্রী-পুরুষের সকল বিষয়ে সমান অধিকার ? আমাদের স্ত্রীজাতি যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান আপেক্ষিক দাসীত্ব মুক্ত হইয়া, স্বাধীন ভাবে চিন্তা এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া, পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিদের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করে, সেজন্য কোরাণের উপদেশ মত কি আমরা জকাতের * অর্থ

* জকাত বা দরিদ্রের অন্নলাভের সাহায্য করা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে হিন্দুমোসলমান উভয়কেই কি উদাসীন দেখা যায় না ? কোরাণ বলিতেছে যে পরমেশ্বর-প্রদর্শিত শ্রেয়ের পথ বা "নজ্‌দাল্‌ খয়ের্‌" অনাথকে এবং ধূলায় ধূসরিত দরিদ্রকে ক্ষুধার দিনে অন্নদান, "এৎআমুন্‌ ফী ইয়াওমিন্‌

ব্যবহার করিব না, এবং প্রয়োজন হইলে শরীরের শোণিতপর্য্যন্ত জকাত করিব না? স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর বিশ্বাসীর জন্য কোরাণ বলিতেছে ঃ—"ও-আ লা তাকৃফু মা লাইসা লাকা বেহি এল্‌মূন্‌" (বনি ইস্রাইল (১৭)—৩৬)"যে বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই তোমরা তাহার অনুসরণ করিও না"। এরূপ অবস্থায় আমরা কি মনুর সঙ্গে সুর মিলাইয়া আজও বলিব, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মহতি" (৯-৩), না আমরা কোরাণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিব "ও-আল্‌ মোমেনুনা ও আল্‌ মোমেনাতো বা'জু হুমু আউলিয়ায়ু বা'জিন্‌," "এবং বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীসম্বন্ধে বলা যাইতেছে, যে তাহারা পরস্পরের অভিভাবক"। অথচ ইস্‌লামের শত্রুরা প্রচার করিয়া থাকে, যে কোরাণ মতে নারীজাতির আত্মা নাই! কি আশ্চর্য্য, কোরাণের মতে পুরুষ যেমন স্ত্রীলোকের অভিভাবক, স্ত্রীলোকও

জা মাস্‌গাবাতিন্‌"—সূরা বালাদ (৯০)—১০,১৪ হইতে ১৬ আয়াত দেখ। কিন্তু মুসলমানেরা কি সে বিষয়ে এখন উদাসীন নয়? আবার বেদ বলিতেছে, অনাথকে সুখী করিবার কেহ থাকে না, "উতাপৃণন্‌ মর্ডিতারং ন বিন্দতে," "যে কেবল আপন আহার লইয়া ব্যস্ত, সে কেবল পাপ সঞ্চয় করে," "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী" (ঋগ্বেদ ১০-১১৭-১,৬,)। কিন্তু আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গরিবের অন্নবস্ত্রের কথা ভাবে, এমন লোক অতি বিরল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ কোথায়,আর আমরা কোথায়! বিলাতে জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা, আমেরিকাতে গড়ে ১৪॥০ সাড়ে চৌদ্দ টাকা, জাপানে জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে ৪॥৵০ চার টাকা

সেইরূপ পুরুষের অভিভাবক! কবে আমরা নারীজাতির প্রতি সমতার চক্ষেদৃষ্টি করিব,—এবং তাহাদিগকে সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিব।

হজরতের ব্যক্তিগত মত ও জীবন সম্বন্ধে একথাও সকলেরই জানা কর্ত্তব্য, যে হজরত মহম্মদ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমে খদিজা বিবিকে বিবাহ করেন, এবং তখন খদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর। এই হজরতের প্রথম বিবাহ। যত দিন খদিজা বিবি জীবিত ছিলেন, তত দিন মহম্মদ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। পয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে খদিজার মৃত্যু হয়। হজরত মহম্মদ এই পঁচিশ বৎসর কাল দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে ও কি প্রমাণ হয় না, যে মহম্মদের মতে, এক স্ত্রী গ্রহণই পুরুষের পক্ষে বিধি। খদিজার মৃত্যুর পর,

এগার আনা, আর ভারতবাসীর জনপ্রতি দৈনিক আয় গড়ে ৴১০ ছয় পয়সা মাত্র। ইহার ফলে বিলাতে লোকের আয়ু গড়ে ৫০ বৎসর, আমেরিকায় ৫৬ বৎসর, জাপানে ৪৭ বৎসর, এবং ভারতবাসীর আয়ু গড়ে মাত্র ২১ বৎসর। দেশের জনসাধারণের এই সাঙ্ঘাতিক দুর্গতির প্রতি হিন্দু ধনিকেরও দৃষ্টি নাই, মুসলমান ধনিকেরও দৃষ্টি নাই। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৬, বিদেশ হইতে সমাগত ভারতের বর্ত্তমান বড় লাট রায়ত-জমিদারের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য এবং দাবি (Rights and Duties) বিষয়ে বাঙ্গলার জমিদারদিগকে বলিয়াছেন :— "All good landlords know that their tenants are really in the nature of a trust, and that the obligations are more on the side of

হজরত, সে দেশের, সে কালের প্রচলিত আচার মত, ছয় বৎসরের বালিকা কুমারী আয়েশাকে বিবাহ করেন, এবং ছয় বৎসরের শিশুদ্বারা সংসার চলিতে পারে না দেখিয়া, সেই সঙ্গে তাঁহার এক সহচরের বিধবা পত্নী সুদাকেও বিবাহ করেন। বদর, ওহদ ইত্যাদি যুদ্ধে হজরতের অনেক গৃহতাড়িত সহচর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই আপদ-সঙ্কুল সময়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের বিধবা স্ত্রীদিগকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দেওয়া হজরতের কর্ত্তব্য হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে একত্রে বাসকে, সে কালের সে দেশের আচার মত, বৈধ করিবার জন্য, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর, বৃদ্ধ হজরত তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাও সকলের জানা কর্ত্তব্য, যে খদিজার মৃত্যুর পর, আয়েশা ভিন্ন অন্য কোন কুমারীকে হজরত মহম্মদ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন নাই। এই সকল কথা সকলেরই পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। মুসলমান ভাইগণ,

the landlord than on that of the tenant. A tenant's duty is done when he has paid his rent. A landlord's duty is not discharged until he has seen to it that his tenants have adequate housing, decent conditions of life, and the opportunities for education which will fit them to be useful members of the village and of the State." (The Bengalee.)। গরীব রায়তাদি সাধারণের পক্ষে ইহা কত বড় আশার কথা! কিন্তু হায়, আমাদের দেশের নেতাগণ, পাছে রায়তাদি জনসাধারণ উপযুক্ত বাসগৃহ, ভদ্রোচিত জীবিকা, এবং উপযুক্ত সুশিক্ষার দাবি

কোরাণ যে বলিতেছে,—"যদি তোমরা ভয় কর, অনাথদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গতরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এমন স্ত্রীলোক সকলকে বিবাহ কর, যাহাদিগকে তোমরা ভাল মনে কর, দুইটি, কি তিনটি, কি চারিটি ; কিন্তু যদি আশঙ্কা কর, যে তুমি তাহাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না, তবে একটি মাত্র বিবাহ কর, অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে, তাহাকে বিবাহ কর। ইহাই অধিকতর শ্রেয়ঃ, যেন তোমরা কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হও," সূরা নিসা (৪)-৩,—হজরতের নিজের, খদিজার সহিত বিবাহিত জীবনের ২৫ পঁচিশ বৎসরের এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে তোমরা এই আয়াতের মর্ম্ম গ্রহণ কর। যুদ্ধাদিদ্বারা বহু পুরুষ নিহত হইয়া, বহুনারী বিধবা হইলে, যেমন ও-হদের যুদ্ধে হইয়াছিল, বা বর্ত্তমানে জর্ম্মাণি সম্বন্ধেও যেমন শোনা যায়, বহু-বিবাহ কিছুদিনের জন্য (as an Emergency Measure) বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা, তখন বিচার করিও।

জমিদারের উপরে করে, সে ভয়ে দেশের ধনিক জমিদার, মহাজন, এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষিত উকিলাদি, নেতাগণ সে বিষয়ে চেষ্টা করাত দূরের কথা! কেহই সে আশার কথা জনসাধারণের কর্ণগোচরও করাইতেছেন না! ভারত সম্রাট্ ১৯২১ সনে তাঁহার দূতবার্ত্তাদ্বারা (Royal Message of 1921) ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়াছিলেন :--"On you it also lies to remember the many millions of your fellow-countrymen who are not yet

(ঙ) হজ্ বা মক্কাতীর্থ দর্শন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের পঞ্চম স্তম্ভ মক্কাতীর্থ দর্শন বা হজ্। কোরাণ বলিতেছে ঃ—"মানুষের নিকটে হজ্ যাত্রার মহিমা ঘোষণা কর"—সূরা হজ্ (২২)—২৭। "ঈশ্বরের উদ্দেশে হজ্ ক্রিয়া সম্পন্ন কর, এবং তৎসংক্রান্ত ব্রত পালন কর," বকরাহ (২)—১৯৬। "ঈশ্বরের নামে, যে কেহ তাহা করিতে সমর্থ, ঈশ্বরের মন্দিরে যাত্রা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য," সূরা ইম্‌রান্ (৩)—৯৬। আবার "একমাত্র সে ব্যক্তিই ঈশ্বরের মন্দির সকল দর্শন করিবে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে, এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, দরিদ্রের হিতকল্পে ঈশ্বরোদ্দেশে দান করে, এবং ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও ভয় করে না, সম্ভবতঃ তাহারা প্রকৃত পথের যাত্রী মধ্যে গৃহীত হইবে," সূরা বরা'আৎ বা তওবা (৯-১৮)। তীর্থ দর্শনে শরীর মন পবিত্র হয়, ইহা সকলেরই অনুভূতি সিদ্ধ। মক্কাতীর্থ

---

qualified for a share in political life, to work for their upliftment, and to cherish their interests as your own"। হায়, আমাদিগকে কি শয়তানে পায় নাই ? হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া, একে অন্যের মাথা ফাটাইতেই ব্যস্ত! দরিদ্র কৃষকশ্রমিকদিগকে জকাত বা ঈশ্বরোদ্দেশে শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত দান করিয়া তাহাদের অন্ন এবং আয়ুবৃদ্ধির সাহায্য করা বিষয়ে, ("to help them to help themselves") সকলেই বিমুখ!

সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে হজরত মহম্মদের জন্মের প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একেশ্বরবাদিদিগের অগ্রণী হজরত এব্রাহিম এবং তাহার পুত্র মহাত্মা ইসমাইলদ্বারা এই তীর্থ, এবং জম্জম্ কূপ, এবং কাবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গিরিশ মৌলবী তাঁহার রচিত মহম্মদের জীবন চরিতে বলিতেছেন ঃ—"এব্রাহিম মাসান্তে একবার অশ্বারোহণে কেনান হইতে মক্কায় আসিয়া (তাহার স্ত্রী) হাজেরা ও(পুত্র) এস্মায়িলের সংবাদ লইয়া যাইতেন। ইতিমধ্যে তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তথায় এক মন্দির স্থাপন করেন। এব্রাহিম স্বয়ং স্থপতি হইয়া, এস্মায়িলের সাহায্যে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দিরই বর্ত্তমান কাবা মন্দির। কাবা পাষাণ-নির্ম্মিত। এব্রাহিম সময়ে সময়ে সস্ত্রীক স্বদেশ হইতে আসিয়া এই কাবা মন্দিরে উপাসনাদি করিয়াছেন। ইহার এক্ষণ পূর্ব্বের অবস্থা নাই, পুনঃ পুনঃ জীর্ণ সংস্কার করিতে হইয়াছে। এব্রাহিমের সময় হইতেই এই মন্দিরের মহামাহাত্ম্য ও গৌরব। এখনও নানাদেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রিক আসিয়া এই মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া থাকে। এব্রাহিম হইতেই মক্কা এইরূপে মহাতীর্থে পরিণত হয়। কালক্রমে প্রতিমার বিনাশকারী. একেশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক, এব্রাহিমের এই মন্দিরে বিবিধ প্রতিমা স্থাপিত হইয়া পূজিত হয়। বহুকাল নানা দূরদেশ হইতে

যাত্রিকগণ এখানে প্রতিমাদর্শন ও অর্চ্চনা করিতে আইসে। কাবামন্দিরের একপার্শ্বে একখণ্ড প্রস্তরের উপরে এব্রাহিমের পদচিহ্ন আছে, তাহাকে লোকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে"। (পৃঃ ৫।) কোরেইশ বংশ এই কাবামন্দিরের রক্ষক ছিলেন, এবং তাহাদের সম্মতি মতে হজরত মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোত্তালেব জমজম্ কুপের অধিকারী হইয়াছিলেন। কাবা-মন্দির সম্বন্ধে কোরাণও বলিতেছে :—ও-আ এজ্ জা-আল্না ইত্যাদি। "এবং (স্মরণ কর সেই দিন) যখন আমি এই কাবামন্দিরকে মানুষের গন্তব্য স্থান এবং নিরাপদে বাসের স্থান করিলাম। ইব্রাহিমের দাঁড়াইবার স্থানকে (মাকামে ইব্রাহিমা) তোমাদের উপাসনার স্থান কর। ইব্রাহিম, এবং ইসমাইলকে আমি এই বলিয়া আদেশ করিয়াছিলাম, যে তোমরা যাত্রীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র কর, যাহারা এখানে আসে, যাহারা উপাসনার উদ্দেশ্যে এখানে থাকে, যাহারা নমস্কার করে, এবং প্রণিপাত করে," বকারাহ্(২)—১২৫। এই আয়াতে উক্ত "মাকামে-ইব্রাহিমা" বা ইব্রাহিমের দাঁড়াইবার স্থান সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যে কাবা নির্ম্মান সময়ে ইব্রাহিম যে প্রস্তরখণ্ডের উপরে দাঁড়াইতেন, ইহা সেই প্রস্তরখণ্ডেরই নাম। সেজন্যই এই প্রস্তরখণ্ডের এত সম্মান, যে যাত্রীগণ এই প্রস্তরখণ্ডকে চুম্বন করেন ; এবং মুসলমানগণ যেখানেই থাকেন, সেই কাবামন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া উপাসনা করেন। কোরাণেরও তাহাই উপদেশ :—"তুমি যেখানেই থাক, সেই

মস্‌জিদেল্ হারাম বা পবিত্র মস্‌জিদের দিকে মুখ ফিরাও” বকরাহ্ (২)—১৪৪।

যাঁহারা ঠিক্‌ভাবে হজ্‌ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পক্ষে এই হজ্‌ব্রত যে কিরূপ পুণ্যব্রত, নিম্নপ্রদর্শিত কোরাণের কতিপয় আয়াত হইতে, হিন্দুই হউন আর মুস্‌লিমই হউন, পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন :—(১) “নির্ব্বোধ লোকেরা বলিবে, তাহারা কেন তাহাদের পূর্ব্ব ‘কেবলা’ * পরিবর্ত্তন করিল? বল, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সকলই একমাত্র পরমেশ্বরের। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথ দেখাইয়া দেন,” —বকরাহ্ (২)—১৪২। “তুমি তোমার মুখ পূর্ব্ব দিকেই ফিরাও, কি পশ্চিম দিকেই ফিরাও, ইহাতে কোন পুণ্য নাই, তবে পুণ্য ইহাতে যে তোমরা ঈশ্বরে, এবং পরকালে, এবং ফিরিস্তাগণে, এবং ধর্ম্মগ্রন্থে, এবং প্রেরিত গণে বিশ্বাস কর, এবং ঈশ্বর-প্রীতির নিদর্শন স্বরূপে আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, অভাব-গ্রস্তদিগকে, পথিকদিগকে, ভিক্ষুকদিগকে, এবং দাসত্বমোচনার্থ, ধন দান কর, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং জকাত দান কর।” বকরাহ্ (২)—১৭৭।

(৩) “হজের মাসসকল নির্দ্ধারিত আছে। যে ই সেই সেই মাসে হজ্ করিতে সঙ্কল্প করে, সে হজের কালে স্ত্রীসহবাস করিবে না, কুকার্য্য করিবে না, এবং বিবাদ করিবে না; এবং তোমরা যে সৎকর্ম্ম কর, পরমেশ্বর তাহা জানেন। বকরাহ (২)—১৯৭

* যে দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে হয়।

(৪) "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন হজের যাত্রিক হইয়াছ, তখন মৃগয়া করিয়া পশুবধ করিও না" (৫)—৯৫।

(৫) "এবং বলির উট সম্বন্ধে আমি তোমাদের জন্য ইহাকে ঈশ্বরভক্তির চিহ্নস্বরূপ করিয়াছি। তোমাদের জন্য তাহার মধ্যে বিশেষ কল্যান আছে। অতএব যখন (বলিদান জন্য) সে গুলি শারিবান্ধিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাদের উপরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ কর, এবং যখন তাহারা পতিত হয়, তাহা ভক্ষণ কর, এবং প্রার্থী ও অপ্রার্থী দরিদ্রকে তাহা খাওয়াও। তাহার মাংস অথবা রক্ত পরমেশ্বরের নিকটে যায় না, কিন্তু তিনি তোমাদের ধর্ম্মভীরুতাকে আদর করেন"। সূরা হজ্ (২২)—৩৬,৩৭)। *

হজ্ব্রত বা মক্কাতীর্থ দর্শনকে হিন্দু অবশ্য সম্মানের চক্ষে দেখিবেন। বস্তুতঃ একালের হিন্দুর মধ্যে পুণ্য সঞ্চয়ার্থ তীর্থ দর্শনের শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াইয়াছে, যে তাহারা কুম্ভমেলাদি অনেক তীর্থকে কশাইখানা হইতেও অধম, মানুষের বধ্যভূমিতে পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। যাহা হউক, ঋগ্বেদেও আমরা

---

* যাহারা হজ্ সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কোরাণের নিম্নলিখিত সূরা ও আয়াত সকল দেখিবেন :—বকরাহ্ (২)—১২৫ হইতে ১২৭, ১৪২ হইতে ১৪৮, ১৫৮, ১৭৭, ১৯৬ হইতে ১৯৮। ইম্‌রান (৩)—৯৬, ৯৭। মাইদাহ্ (৪)—৯৫, ৯৬। বরা'আৎ বা তওবা (৯)—১৮, ২৮। ইয়ুনুস (১০)—৮৭। হজ্ (২২)—২৬ হইতে ২৯, ৩৪ হইতে ৩৭।

তীর্থের প্রভাব দেখিতে পাই। হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই জানা উচিত, যে কোরাণ বলিতেছে :—"ও-আ লাকাদ্ বা-আস্না ফী কুল্লে উম্মাতিন্ রাসুলান্ আনে' বুদু ল্লাহা ও-আজ্-তানেবু ত্তাগুতা"॥ নহল (১৬)—৩৬॥ "এবং নিশ্চয় সকল জাতি মধ্যেই আমি রসুল বা ঋষি পাঠাইয়াছি, এই বলিবার জন্য যে তোমরা পরমেশ্বরের সেবা কর, এবং পাপ-দেবতার পূজা পরিত্যাগ কর।" এবং "ও-আ রসুলান্ কাদ্ কাসাস্নাহুম্ আলাইকা মিন্ কাবলু ও-আ রুসুলান্ ল্লাম নাক্-সুস্হুম্ আলাইকা," নিসা (৪)—১৬৪॥ "এবং প্রেরিতগণ যাহাদের নাম পূর্ব্বে তোমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছি, এবং প্রেরিতগণ যাহাদের নাম তোমার নিকটে উল্লেখ করি নাই (পাঠাইয়াছি)।" আবার "লা নু ফারে'রকু বাইনা আহাদিন্ ম্মিন্ রু'সুলেহি," বকরাহ্ (২)—২৮৫,১৩৬, "তাঁহার কোন রসুল বা প্রেরিতের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করিনা।" কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কি সেরূপ পার্থক্য করা তবে কর্ত্তব্য? বৈদিক যুগের রসুলগণকেও তবে মুসলমান কেন স্বীকার করিবে না?

ঋগ্বেদে আমরা দেখিতে পাই, দধীচি একজন আদিম বৈদিক যুগের রসুল বা প্রেরিত নবি বা ঋষি। তিনি একদিকে মহাজ্ঞানী, মধুবিদ্যার উপদেষ্টা, "দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ" ॥১—১১৬-১২ "অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ্ নামক ঋষি তদীয় 'অশ্ব' বা সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে আত্মহারা ('অশু'ব্যাপ্তৌ)

শিবে তোমাদিগকে এই মধু বা মধুবিদ্যা যখন উপদেশ করিয়াছিলেন"। অবশ্য এই সঙ্গে, ইন্দ্রাদি অন্য বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে যেরূপ, সেই অশ্বিন্ সম্বন্ধেও বৈদিক অশ্বিন্দেব বা দিবা-রাত্রি-বিষয়ক উপকথা সকল জড়িত। (আমাদের ঋগ্বেদ (১), পৃঃ ২০৪-৭ দ্রষ্টব্য)। এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না। বৈদিক মধুবিদ্যা কি ? যে বিদ্যালাভে সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, বিশ্বসংসারকে মধুময় দেখা যায়, সেই বিদ্যারই নাম মধুবিদ্যা (বৃহদারণ্যক, ২-৫-১ হইতে ১৯ দেখ)। উপনিষৎ সাক্ষ্য দিতেছে, যে দধীচির উপদিষ্ট এই মধুবিদ্যা লাভ করিয়াই ঋষি গর্গ ভারদ্বাজ বলিয়াছিলেন :-- "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হবয়ঃ শতাদশ" (বৃ. ২-৫-১৯, এবং ঋগ্বেদ, ৬-৪৭-১৮)। "যেখানে যে কোন বস্তুর রূপ আছে, ইন্দ্র বা অন্নদাতা পরমেশ্বর তাহাতেই প্রতিফলিত হইয়াছেন, যেন তিনি সেই সেই রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন (objective realization)। ইন্দ্র আপন সৃষ্টিশক্তি বা ভাঙ্গাগড়ার শক্তিপ্রভাবে (মায়াভিঃ— "মাতি চ যাতি চ") নানারূপের ভিতর দিয়া গমন করেন। তাহার অনন্ত (শতা দশ) রূপ গ্রহণশক্তি সকল (হরয়ঃ) সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে।" উপনিষদে এই মন্ত্রটির আকার ঋগ্বেদ হইতে যৎকিঞ্চিৎ ভিন্ন।

আবার দধীচি মহাবীর ছিলেন। দেবগণকে বৈদিককালের 'মুস্লিম' বলিতে হয়, এবং অসুরগণকে সে কালের 'কাফের'

বলিতে হয়। সময়ে সময়ে এ উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইত। দধীচি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার বীরত্বের প্রভাবে, অসুর বা বৈদিক কাফেরেরা মাথা উঠাইতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর, বৃত্রনামক সেনাপতিদ্বারা চালিত অসুরগণ এত প্রবল হইল, যে তাহাদের সহিত যুদ্ধে দেবসৈন্যদল অস্থির হইয়া পড়িল। তখন দধীচির স্থলবর্ত্তী ইন্দ্র-নামক দেব-সেনাপতি অনেক অনুসন্ধানের পর, কুরুক্ষেত্রে শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে দধীচির অস্থিসকল পাইলেন। দেবসৈন্যগণ যখন দধীচির সেই সকল অস্থি দেখিলেন,—"England expects every man to do his duty," নেলসনের এই বাণী যেমন ট্রেফেলগারের নৌ-যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যদলকে সহসা উত্তেজিত করিয়া বিজয়ের কারণ হইয়াছিল,—দধীচির অস্থি দর্শনও সেইরূপ, দেবসৈন্যদলকে, দধীচির সময়ের দেবগণের গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া, দেবগণকে বীর ভাবে এত উত্তেজিত করিল, যে বৃত্রচালিত অসুর সৈন্য সে তেজ সহ্য করিতে পারিল না। বৃত্র হত হইল, দেবগণ বিজয়ী হইলেন। অবশ্য পাঠক ভুলিবেন না, যে বেদমন্ত্রগুলির স্থলবিশেষে তিনপ্রকার অর্থ :—(১) ঐতিহাসিক, (২) ভৌতিক বা জগৎব্যাপার-সম্বন্ধী, এবং (৩) ঐশ্বরিক।

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব॥ ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষপশ্রিতং। তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি"॥ ঋগ্বেদ ১-৮৪—১৩,১৪॥ "ইন্দ্র দধীচির অস্থিদ্বারা বৃত্রের অসুরদলকে আটশত দশবার (৯০×৯) পরাস্ত করিলেন, তাহারা সে বেগ

কোনদিকেই সহ্য করিতে পারিল না (অপ্রতিষ্কুতঃ)। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী দধীচির সেই মস্তক (অশ্বস্য শিরঃ) যাহা পর্ব্বতে ছিল, ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া, তাহা শর্য্যণাবৎ প্রদেশে পাইয়াছিলেন। সেই অবধি কুরুক্ষেত্রের শর্য্যণা সরোবর বৈদিক কালের একটি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, এবং ঋষিগণ তথায় মহা আড়ম্বরের সহিত তাহাদের যজ্ঞ বা সাঙ্কেতিক ঈশ্বরোপাসনার (Symbolical worship) অনুষ্ঠান করিতেন। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন :—"মন্দস্বা সু স্বর্ণর, উতেন্দ্র শর্য্যণাবতি। মৎস্বা বিবস্বতো মতী" ॥৮-৬-৩৯॥ "হে ইন্দ্র, শর্য্যণা নামক সরোবর (শর্য্যণাবতি) যেখানে, যেখানে সকল ঋষিগণ মিলিয়া যজ্ঞ করেন (স্বর্ণরে), সেখানে তুমি বিশেষ আনন্দলাভ কর (মন্দস্ব)। তথায় যজ্ঞকারীদিগের (বিবস্বতঃ) স্তুতি-বন্দনা শুনিয়া (মতী) আনন্দিত হও"। "সুষোমে শর্য্যণাবত্যার্জীকে পস্ত্যাবতি। যযুর্নিচক্রয়া নরঃ" ॥ ৮-৭-২৯॥ "উত্তম সোমযুক্ত ঋজীকদেশে (কুরুক্ষেত্রে) যেখানে যজ্ঞগৃহ-শোভিত শর্য্যণা সরোবর, নেতা ঋষিগণ (নরঃ) নিম্নমুখী চক্রযুক্ত শকটে তথায় গমন করেন।" তীর্থ সম্বন্ধে পাঠক এস্থলে অবশ্য দেখিতেছেন, ঈশ্বর যেমন এক, মানব প্রকৃতি যেমন এক, সত্য যেমন এক, তীর্থবিষয়ক মূলতত্ত্ব ও এক। সে সম্বন্ধেও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং প্রকৃত ইস্‌লাম ধর্ম্ম এক, প্রকৃত হিন্দু এবং প্রকৃত মুস্‌লেম এক।

আল্লাহ্।

বস্তুতঃ ইস্‌লাম ধর্ম্মের একমাত্র স্তম্ভ আল্লাহ্। একমাত্র পরমেশ্বরে এবং পরকালে ইমান বা বিশ্বাস, এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ইসলামের ভিত্তি। "যে কেহ ঈশ্বরে এবং পরকালে বা বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, এবং সৎকর্ম্ম করে, তাহারা পরমেশ্বর হইতে তাহাদের পুরস্কার পাইবে, তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই, তাহাদের কোন দুঃখ থাকিবে না" (বকরাহ্ (২)—৬২। কোরাণ প্রদর্শিত সেই ইমান বা বিশ্বাস মৃতবিশ্বাস নয়, জীবন্ত বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের বলে মানুষ ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও ভয় করেনা ("ইয়াহ্‌য়া ফাত্তাকুনে ২-৪১), যে বিশ্বাসের বলে অল্পসংখ্যক লোক, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে, বহুসংখ্যক লোককে যুদ্ধে জয় করিতে পারে (২-২৪৯), যে বিশ্বাস লাভ করিলে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানুষ প্রভু বা গুরু বলিয়া মনে করিতে পারে না (৩-৬৩)। "ও-আলা ইয়াত্তাখেজা বা'জুনা বা'জান্ আর্‌বাবান্ মিনদুনে ল্লাহে"; যে বিশ্বাসের বলে ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই, "ইন্নামাল্ মুমেনুনা এখওয়াতুন্" (হুজরাত (৪৯) ১০ "Freedom fraternity, equality" follow as a necessary corollary); যে বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নয়, যেহেতু প্রকৃত মুস্‌লিমকে যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া সুজিয়া করিতে হইবে, কারণ কোরাণ বলিতেছে:—"যে বিষয় সম্পর্কে তোমার নিজের কোন জ্ঞান নাই, তাহার অনুসরণ

করিও না ; নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়, ইহাদের সকলকেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে,"—"ও-আলা তাক্‌ফু মা লাইসা লাকা বহি এলমুন্। ইন্নাস্‌সাম্‌-আ ওআল্ বাসারা ও-আল্ফু-আ দাকুল্লু উলা-একা কানা আন্‌হো মাস্‌-উ-লান্" ॥ বনিইস্রাইল (১৭)—৩৬॥ কোরাণ বার বার বলিতেছে :—"লা-আল্লাকুম্ তা'কিলুনা" (৪৩-৩). "যেন তোমরা বুঝিতে পার ;" যে কোরাণ বুঝে না, সে তবে কেমন মুসলমান ? কাণা ছেলের নাম পদ্ম-লোচন যেমন। কোরাণ বলিতেছে, "যে কেহ ইহলোকে অন্ধ, সে পরলোকে ও অন্ধ হইবে, এবং সত্যপথ হইতে আরো দূরে পড়িবে" (১৭-৭২)। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম্ম চক্ষুষ্মানেরই জন্য—"ফা'তাবেরু ইয়া উলিল্ আবসারে" (হাশর, ৫৯-২), অন্ধ-বিশ্বাসীর জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম নয়। যে বিশ্বাস বা ইমান মানুষকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়, ইস্‌লাম সেই বিশ্বাসীর জন্য, কারণ কোরাণ স্পস্ট বলিতেছে, "যাহারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে, পরমেশ্বর তাহাদের রক্ষক। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান্। আর যাহারা পরমেশ্বরে অবিশ্বাস করে (কাফারু), পাপের দেবতাগণ তাহাদের রক্ষক, তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী। তথায় তাহারা থাকিবে" (বকরাহ (২)—২৫৭) ॥ * বস্তুতঃ জাতিনির্ব্বিশেষে মুস্‌লেম সে, যে

* আল্লাহো ও-আলিয়ু ল্লাজীনা আমানু। ইয়ুখরেজু হুম্ মিনাজ্ জুলুমাতে এলান্নুরে। ও-আ ল্লাজীনা কাফারু আউলিয়াউ হুমু তাগুতো

চক্ষুষ্মান্, এবং সে কাফের যে অন্ধ। ইহাতেই মুস্লেম-কাফেরের প্রভেদ। কোন জাতিগত প্রভেদের এক্ষেত্রে স্থানই নাই। যে দেখে যে পরমেশ্বর তাহার রক্ষক, তাহার চিরসঙ্গী, সে প্রকৃত মুস্লেম। পরমেশ্বরের প্রভাবে সে ব্যক্তি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কর্ত্তব্য পালন করিতে ভীত হয় না। হিন্দু নামধারী হউক, বা মুসলমান নামধারী হউক, প্রকৃত মুস্লেমের মন সর্ব্বদা পাপের অন্ধকার হইতে বিমুখ, এবং বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরের পুণ্যের জ্যোতির দিকে সর্ব্বদা উন্মুখ। যে পবমেশ্বরকে আপন রক্ষকরূপে দেখে না, "ইয়্যাকা নাস্তায়িনু (১-৪) "একমাত্র তোমারই নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করি" বলিয়া পরমের্শ্বরের নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করে না, সে কর্ত্তব্য পালন করিতে ভীত হয়; এবং তাহার মন পরমেশ্বরের পুণ্যজ্যোতির দিকে বিমুখ, পাপের অন্ধকারের দিকেই উন্মুখ থাকে। সে মুসলমান নাম ধারণ করুক, বা হিন্দু কি অন্য কোন নাম ধারণ করুক, সে ই প্রকৃত 'কাফের'। প্রকৃত ধর্ম্ম সকলেরই আত্মিক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। প্রকৃত ধর্ম্মে কোন জাতি বা সম্প্রদায় ভেদের স্থানই নাই। বেদোপনিষদের ঋষির প্রাণের প্রার্থনা, "তমসো মা জ্যোতির্গময়," এবং উক্ত কোরাণ বচন, এ উভয় একে অন্যের প্রতিধ্বনি, এবং পরস্পরের সত্যতার প্রমাণ। কলেমা

ইয়ুখরেজুনা হুম্ মিনা নুরে এলাজ্ জুলুমাতে। উলায়েকা আস্হাবো ন্নারে হুম্ ফীহা খালেদুনা ॥২-২৫৭॥

তমাজিদে যেমন বলা হইয়াছে, 'আল্লা জ্যোতির্ময়'—নুর্ আঁইয়্যাহ্ দি ল্লাহো,"—পরমেশ্বর বেদোপনিষদেও পুণ্যের জ্যোতিস্বরূপ, "তৎশুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতির্যত্তদাত্মবিদো বিদুঃ"। ইঞ্জিলও বলিতেছে, "পরমেশ্বর আলোস্বরূপ *।" 'পরমেশ্বরের আলো' বলিয়াই কোরাণ ও আপন পরিচয় দিতেছে,—"কাদ্ জা-আকুম ম্মিনাল্লাহে নুরুন ও-আ কেতাবুন্ ম্মুবীন," "ফীহা হুদান্ ও-আ নুরুন্" (মাইদাহ (৫) —১৫,৪৪)। কোরাণে পরমেশ্বর বলিতেছেন: "তোমার নিকটে এমন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, যেন তদ্দ্বারা তুমি মানুষকে (কোন সম্প্রদায়বিশেষকে নয়) তাহাদের প্রভুর আদেশ মত, গভীর অন্ধকার হইতে আলোকে, —যিনি সর্ব্বশক্তিময় এবং মহিমান্বিত তাহারই পথে,লইয়া যাইতে পার" ইব্রাহিম (১৪)—১। পরমেশ্বর মহম্মদকে বলিতেছেন, "ও-আ মা আর্‌সাল্‌নাকা এল্লা রাহ্‌মাতান্ ল্লিল্ আলামীন," আন্‌বিয়া (২১) -১০৭, আমরা তোমাকে "জাতিসকলের প্রতি দয়ারূপে ভিন্ন পাঠাই নাই।" পাঠক দেখিতেছেন, কোরাণ যে কোন সম্প্রদায়বিশেষকে, কি জাতিবিশেষকে মাত্র সম্বোধন করিতেছে, তাহা নয়। কোরাণ সমস্ত মানবজাতির জন্য উপদেশ-স্বরূপ এবং তাহাদের হৃদিস্থিত রোগের ঔষধস্বরূপ:—"হে মানব-মণ্ডলী সত্যই তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক হইতে উপদেশ, এবং তোমাদের অন্তরে যে রোগ আছে, তাহার ঔষধ-

* "God is light and in him is no darkness at all." Epistle (i) General of John, I—5.

স্বরূপ এই কোরাণ আসিয়াছে”(ইউনুস (১০) - ৪৭) *। আবার সেই ঈশ্বরের আলো যে কেবল ব্যক্তিগত হৃদয়কে আলোকিত করিবার জন্য, তাহা নয়। সে আলো পৃথিবীময় মানবমণ্ডলীময় বিস্তৃত হইবার জন্য। ঈসার প্রাপ্ত আলো ইউরোপকে আলো করিয়াছিল, কিন্তু কালে তাহা নির্ব্বান হইয়া গিয়াছিল (Dark Ages)। সে আলো যখন নির্ব্বানপ্রায় হইয়াছিল, তখনই সেরাসেনদিগের দ্বারা (Saracens) প্রজ্জ্বলিত ইস্‌লামের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন য়ুরোপকে অন্ধকারমুক্ত করিয়া নূতন জাগরণের যুগে (Rennaisance) আনিয়াছিল। সেই আলোর প্রভাবেই ইসলাম য়ুরোপমধ্যে স্পেন হইতে তুর্কি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে, সেই ঈশ্বরের আলোক যে খৃষ্টানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান অপেক্ষা অধিক প্রকাশমান, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে। হিন্দু যেমন বহুকাল হইতে তাহার বেদ হারাইয়া ফেলিয়াছে, মুসলমান যেমন তাহার কোরাণ দীর্ঘকাল বাক্সবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, খৃষ্টান তাহার ইঞ্জিল সম্বন্ধে তাহা করে নাই, বরং জাতীয় ভাবে তাহারা ইঞ্জিলকে সর্ব্বদা তাহাদের চক্ষের সমক্ষে রাখিয়াছে। তাই খৃষ্টান আজ জগতে অধিকতর প্রবল।

ইস্‌লামের প্রকৃত শিক্ষক কে? “বল, নিশ্চয় পরমেশ্বরের উপদেশই উপদেশ” (বকরাহ্ (২) ---১২০), “মঙ্গলময় পরমেশ্বর

---

* “অমা আর্‌সাল্‌নাকা ইল্লা রহ্‌মাতান্‌লিল্‌ আলামিন” (২১-১০৭)

কোরাণ শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন"। ‡
"যখন আমার উপাসকগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তখন নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে। আমি প্রার্থীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব আমার আহ্বান তাহাদের ও শোনা কর্ত্তব্য, এবং আমাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য, যেন তাহারা সত্যপথে চলিতে পারে" বকরাত (২, ১৮৬)। "তোমার প্রভু হইতে সত্য আসে, অতএব তুমি তর্ককারীদের মধ্যে হইও না" (২-১৪৭)। "তিনিই যিনি তাহার উপাসকের জন্য পরিষ্কার উপদেশ প্রেরণ করেণ, যেন তিনি তোমাদিগকে গভীর অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে আনিতে পারেন। নিশ্চয় পরমেশ্বর দয়াময়, এবং তোমাদের প্রতি কৃপাকারী" হাদীদ (৫৭। ৯)॥ কোরাণ বলিতেছে, "পরমেশ্বর যাহার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, সে কিরূপ? সে আপন প্রতিপালকের জ্যোতিতে নিয়ত বাস করে" (জুমার (৩৯। ২২)। ঠিক্ হিন্দু ঋষির প্রাণের কথা, সাক্ষাৎ অনুভূতির কথা, "তমসো মা জ্যোতির্গময়!"

কোরাণে পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, তিনি তাহার পবিত্র আত্মাদ্বারা, "রূহেল্ কুদুসে", তাহার উপাসককে চালনা করেন "পরমেশ্বর ঈসাকে তাঁহার পবিত্র আত্মাদ্বারা বলদান করিয়াছিলেন" "ও-আ আয়্যাদ্‌নাহো বে রূহেল্ কুদুসে" (২—৮৭)।

‡ আর্ রাহমানো আল্লামাল্ কুর্-আনা। খালাকাল্ ইন্‌সানা ৫৫-১,২,৩।

এই পবিত্রাত্মাই কোরাণের "জিব্রিল" (২-৯৭)। সূরা নজ্মে তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয় (২ হইতে ১১)। খৃষ্টিয় ত্রিত্ববাদির পবিত্রাত্মা সম্বন্ধে অনেকেই জানেন। "সোমো হিনোতি মত্যং" (১১৮-৪) "সোম মানুষকে চালনা করে।" বৈদিক "সোম" ও যে পুরুষাকারে কল্পিত ঈশ্বর-প্রেরণার সাঙ্কেতিক নাম, সে সম্বন্ধে পাঠক আমাদের ঋগ্বেদ, ১ম ভাগে (পৃঃ ১২৬ হইতে ১৩০) যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দেখিবেন, এবং সোমেরই রূপান্তর জরথুষ্ট্রার উপদেষ্টা "হাওম" সম্বন্ধেও পাঠক আবেস্তা গ্রন্থ দেখিবেন। কোরাণ বলিতেছে :— "পবিত্রাত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে ("রুহে") তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমার প্রভুর আদেশে পবিত্রাত্মার প্রকাশ। সে সম্বন্ধে যৎসামান্য ভিন্ন কোন জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয় নাই" (১৭-৮৫)। পরমেশ্বর তাঁহার উপাসকদিগের "হৃদয়ের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন, এবং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রকাশদ্বারা তাহাদের বল বৃদ্ধি করেন" "আয়্যাদাহুম বে রুহিন্ মিনহো" (মুজাদিলাহ্ (৫৮)—২২)। পরমেশ্বর "তাঁহার আত্মার প্রকাশদ্বারা জীবকে জানাইয়া দেন, যখন সে সত্যভ্রষ্ট হয়, এবং যখন সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে" (ফা আল্হামাহা ফুজুরাহা ও-আ তাক্ও-আহা—শাম্স (৯১)—৮)। "সিংহাসনাধিপতি ঈশ্বর, যিনি সকল শ্রেণীর উন্নতি বিধান করেন, তিনি আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশদ্বারা আত্মা অবতারণ করেন" (মুমেন (৪০)—১৫)। "পরমেশ্বর যাহাকে চালনা করেন, সে ই সেই ব্যক্তি যে ঠিক্ পথে

চলে," (আ'রাফ (৭)- -১৭৮)। "বল, পবিত্র আত্মা (রুহুল্ কুদুসে) তোমার প্রভুর নিকট হইতে সত্যের সহিত এই কোরাণ প্রকাশ করিয়াছেন" (নাহল্ (১৬)— ১০২)। "নিশ্চয় ইহা বিশ্বের প্রতিপালক হইতে প্রকাশিত ; বিশ্বাসী আত্মা (রুহুল্ আমিনো) ইহা লইয়া তোমার হৃদয়মধ্যে আসিয়াছে, যেন তুমি সাধারণ আরবীভাষায় সতর্ককারীদের মধ্যে হইতে পার." (শু'আর (২৬)- -১৯২ হইতে ১৯৫)। এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য, যে প্রকৃত ইসলামের একমাত্র স্তম্ভ আল্লাহ্ বা স্বয়ং পরমেশ্বর।*

প্রকৃত মুসলমানই বা কে ? "যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অধীন করে, এবং সৎকর্ম্ম করে," 'মান্ আসলামা ও-আজ্হাহো লিল্লাহে ও-আ হুবা মুহ্সেনুন' (বকরাহ (২)- ১১২). "যে ধৈর্য্য এবং উপাসনার ভিতর দিয়া সাহায্য পাইতে চেষ্টা করে," "ও-আস্তা-ইনু বেস্ সাব্রে ও-আস্ সালাতে"

* যাঁহারা মানুষের ভিতরে পরমেশ্বরের রুহ্ বা আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোরাণের নিম্নলিখিত সুরা ও আয়াত দেখিবেন :—বকরাহ্ (২)—৮৭,৯৭, ১৪৭। ইমরান্ (৩)—১২। নিসা (৪)—১৭১। মাইদাহ্ (৫)—১১০। আরাফ (৭)—১৭৮। নাহ্ল (১৬)—২, ৪৩, ১০২, ১০৩। বনি ইস্রাইল (১৭)—৮৫। মরিয়াম (১৯) -১৭। আন্বিয়া (২১)—৭, ৯১। সজ্দা (৩২)—৯। ফাতের (৩৫) —৩১। সাদ (৩৮)—৭২। মুমিন (৪০)—১৫। শুরা (৪২)—৫১, ৫২ হাক্কা (৪৯)—৪৩। নজ্ম (৫৩)—২ হইতে ১১। হাদিদ (৫৭)—৯। মুজাদিলাহ্ (৫৮)—২২। তাহ্রিম (৬৬)—১২।

(২ ৪৫)। প্রকৃত মুসলমান কে? যাহারা বলে, "আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং যাহা আমাদের প্রতি প্রকাশ হইয়াছে, যাহা ইব্রাহিমের প্রতি, যাহা ইস্মাইল, এবং ঈসাহাক্, এবং ইয়াকুব, এবং তাহাদের বংশধরদিগের প্রতি, এবং যাহা মুসাকে এবং ঈসাকে, এবং যাহা জ্ঞানীদিগের নিকটে (নাবি-উনা) তাহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে বিশ্বাস স্থাপন করি; তাহাদের মধ্যে কাহাকেও পৃথক্ করিনা; এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছি, "ও-আ নাহ্নু লাহু মুস্লেমুনা" (২-১৩৬)। উদারতার পরাকাষ্ঠা। অন্য কোন ধর্ম্ম কি এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে? এই উদার ইসলামের ভিতরে হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ কাহার না স্থান আছে? ঈশ্বরের নিকটে যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করিয়াছে ('মুস্লেমুনা'), সে হিন্দু নামধারী হউক, বা মুসলমান নামধারী হউক, সেই প্রকৃত মুসলমান। হিন্দুর উপনিষদে যেমন "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানং", "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি", বলিয়াও আবার বলিতেছে, "ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি" "যে ঈশ্বরে স্থিতি করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে", কোরাণও সেইরূপ বলিতেছে, "যে একমাত্র পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করে, "মান আস্লামা ও-আজ্হাহো লিল্লাহে তাহার ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, "ও-আ আহ্সানো দীনান্ মেম্মান্" (২-১১২)। "ঈশ্বরের রং; কে ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম রং দিতে পারে? আমরা তাহারই উপাসক" (২-১৩৮)। ইহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য যে কোরাণের

মতে ইস্‌লামের এবং মুসলমানের আদর্শ ইব্রাহিম। কোরাণ বলিতেছে :—"যে ইব্রাহিমের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আপন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়," "ও-আ মান্ ইয়্যারগাবো আন্ স্মেল্লাতে ইব্রাহিমা এল্লা মান্ সাফেহা নাফ্‌সাহো" (২-১৩০)। কেন ইব্রাহিম ইসলামের আদর্শ? কারণ, যখন তাহার প্রভু আদেশ করিলেন, "আত্মসমর্পণ কর," তিনি বলিলেন, "আমি বিশ্বসংসারের প্রভুর নিকটে আত্মসমর্পণ করিতেছি," "এজ্ কালা লাহু রাব্বুহা আস্‌লেম, কালা আস্‌লামতো লে রব্বেল্ আলামিন" (২-১৩১)। পাঠক দেখিতেছেন, যে কোরাণের চক্ষে, মুসলমান নামে কোন জাতি বা সম্প্রদায় ভেদ বুঝায় না। যে যথার্থ ইব্রাহিমের মত, পরমেশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে হিন্দু নাম ধারণ করুক, অথবা মুসলমান নাম ধারণ করুক, সে ইহুদি হউক, কি খ্রীষ্টান হউক, সে ই প্রকৃত মুসলমান, তাহার ধর্ম্মই প্রকৃত ইস্‌লাম। অন্য সকলের মুসলমান নাম, মুসলমানের সন্তান বলিয়া কাহারো মুসলমান নাম, কাণাছেলের পদ্মলোচন নামের মতন ভিন্ন আর কিছু নয়; "যাবদ্বেদে ন জায়তে", হিন্দুর ব্রাহ্মণ নামের মত "যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ"। মোমিন কে? কোরাণ উত্তর দিতেছে :—"একমাত্র তাহারাই মোমেন, যাহাদের অন্তর যখন পরমেশ্বরের নাম উচ্চারিত হয়, তখন ভয়ে এবং ভক্তিতে অভিভূত হয়, এবং যখন তাঁহার বাণী সকল তাহাদের নিকট পঠিত হয়, তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে বৃদ্ধি হয়, এবং তাহারা

তাহাদের প্রভুর উপরেই নির্ভর করে: যাহারা উপাসনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করে", আন্‌ফাল (৮)—১,৩। প্রকৃত মুসলমান কে? "যাহাদের ২০ জন ১০০ জন কাফেরের সমান" (আন্‌ফাল (৮) —৬৫,৬৬)। বৈদিক ঋষি কবষের মত, "দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ" (১০-৩৩-১),"অসহায়ো মহাবলঃ" (শঙ্কর)।"লোকে যখন তাহাদিগকে বলে নিশ্চয় মানুষেরা তোমার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় করিও, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে, এবং তাহারা বলে, 'আমাদের জন্য পরমেশ্বরই যথেষ্ট,—"হাসবুনা ল্লাহো", এবং তিনি অতি উত্তম রক্ষাকর্ত্তা"। ইমরান (৩)—১৭২।

মুসলমান কে? আল্লাহ বলিতেছেন:—"যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, আমি যাহা দিয়াছি, তাহা হইতে ব্যয় করে, এবং তোমার নিকটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এবং পরলোকে বিশ্বাস করে, ইহারাই তাহারা যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রদর্শিত সত্যপথে আছে, এবং ইহারাই তাহারা যাহারা কৃতকার্য্য হইবে" (১-৩,৪)। "বল, আমরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং যাহা আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে, এবং ইব্রাহিমের নিকট, ইস্মাইল, ইসাহাক, ইয়াকুব এবং তাহাদের সন্তানদের নিকটে, এবং মুসাকে এবং ঈসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে, এবং যাহা জ্ঞানীদিগকে

(মাবীয়ুনা) তাহাদের প্রতিপালক হইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে (বিশ্বাস করি)। আমরা তাহাদের কাহারো মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ করি না, এবং একমাত্র পরমেশ্বরেই আমরা আত্মসমর্পন করি" ("নাহ্নু লাহু মুস্‌লেমুনা", বকরাহ (১)-১৩৬ ; ইমরান (৩)—৮৩)। আবার "যাহারা পরমেশ্বরে এবং তাঁহার রসুল বা প্রেরিতগণে বিশ্বাস করে, এবং তাহাদের কাহারো মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দিবেন : এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু" (নিশা (৪)—১৫১)। ইহাই কি একালের "সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের" আদর্শ নয় ? আবার নুহ্ (বৈদিক নহুষ), এবং তৎপরবর্ত্তী ঋষি বা রসুলদের কথা বলিয়া, আল্লাহ বলিতেছেন :—"এবং রসুলগণ (প্রেরণ করিয়াছি), যাহাদের নাম পূর্ব্বে তোমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছি, এবং রসুলগণ যাহাদের নাম তোমার নিকটে উল্লেখ করি নাই" (৪-১৬৪)। কোরাণে এই নুহের বা নহুষের নামের উল্লেখ দৃষ্টেই বুঝিতে হয়, যে তাহার পরবর্ত্তী ঋগ্বেদীয় ঋষি বা রসুলগণ ও তাহাদের অন্তর্গত, এবং যে প্রকৃত মুসলমান হইবে সে অবশ্য তাহাদিগকেও বিশ্বাস করিবে, "অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বিজাতা" * (ঋ, ১০-৮০-৬)। বস্তুতঃ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পনেই (মুস্‌লেমুনা) প্রকৃত মুসলমানের মুসলমানত্ব। অতএব এই

* "মনুষ্য হইতে জাত প্রজাগণ (বিশঃ) যাহারা নহুষ হইতে উৎপন্ন, তাহারা নানারূপে জ্যোতির্ম্ময় আল্লাহের (অগ্নিং) স্তব করে"।

মুসলমান নামে হিন্দু-মুসলমানের ইহুদি-খৃষ্টানের সমান অধিকার। ইস্‌লামের এই সার্ব্বভৌমিকতাকে লক্ষ্য করিয়াই কোরাণ বলিতেছে,—"যে কেহ ইসলাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্ম-নিবেদন ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, তাহা হইতে তাহা গৃহীত হইবে না" (৩-৮৫)। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ্ বলিতেছেন, "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতিতে রসুল পাঠাইয়াছি, ইহা বলিবার জন্য, যে পরমেশ্বরের সেবা কর, এবং পাপ-দেবতার সেবা করিও না" (১৬-৩৬), "এবং এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে পাপকারীর প্রতি ভয়প্রদর্শক যায় নাই" (৩৫-২৪)।

আবার হিন্দুর প্রহ্লাদের উপকথার মর্ম্মের সমর্থন করিয়াই যেন কোরাণ বলিতেছে :—"বিশজন ধৈর্য্যশালী প্রকৃত মুসলমান যেখানে থাকে, তাহারা দুইশত জনকে জয় করিবে, এবং একশত জন যেখানে থাকে তাহারা (হিরণ্যকশিপুর মত) অবিশ্বাসীদিগের (ল্লাজীনা কাফারু) এক সহস্রজনকে জয় করিবে, কারণ তাহারা এমন লোক যে বুঝে না" (আন্‌ফাল্ (৮)—৬৫)। ইহাও কি সার্ব্বভৌমিক সত্য নয়। এই প অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ঈশ্বর-নির্ভরের নামই 'ইসলাম'। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং," এবং সত্য বস্তুতঃ এক। এই ইসলামই, "দীনেল্ হক্কে"। কোন্ প্রকৃত হিন্দু বলিবে, যে ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নয় ? এই সত্যধর্ম্ম জগতে জয়ী হইবেই হইবে। এই সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য

সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্ম পরমেশ্বরের নিকটে "গৃহীত হইবে না" "লান্ ইয়ুক্‌বালা মিন্‌হো" (৩-৮৪)। এই সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বরে আত্মসমর্পনের ধর্ম্মকে (ইসলামকে) বৈদিক হিন্দুধর্ম্মই বল, আর মুসলমান ধর্ম্মই বল, ইহা সত্য, ইহা এক, ইহা বিশ্বজনীন। অপর সকল কল্পিত বা "আন্দাজের" ধর্ম্মের উপরে ("জান্না",১০-৩৬) এই ইস্‌লাম জয়ী হইবেই হইবে। তাই কোরাণ বলিতেছে ঃ—"বল, সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা তিরোহিত হইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না", সুরা সবা (৩৪)—৪৯। বেদান্তও বলে অবিদ্যা যখন বিদ্যাদ্বারা অভিভূত হয়, আর তাহা ফিরিয়া আসিতে পারে না *। আমরা কি আশা করিতে পারি না, যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, জাহাজের কাপ্তান যেমন তাহার কম্পাসের কাটা দৃষ্টে পথ ঠিক্ করিয়া লয়, আমরাও সেইরূপে,—হিন্দু বেদোপনিষদ্‌দৃষ্টে, যাহার "স্বতঃপ্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে", এবং মুসলমান কোরাণদৃষ্টে, আমাদের গম্য পথ ঠিক্ করিয়া লইব, এবং উভয়ে সমস্বরে বলিব "জাআল্ হাক্ক্", "সত্য আসিয়াছে" (৩৪-৪৯), "সত্যমেব জয়তে"। কল্পনার পথ, তর্ক, অনুমান, বা আন্দাজের পথ, বা "হেতুবাদ" বা "জান্না," বা "অন্ধের হস্তীদর্শনের" পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমরা উভয়ে কি সাক্ষাৎ-দৃষ্ট বেদ-কোরাণের সহিত সুর মিলাইয়া বলিব না, যে "নিশ্চয় সত্যের বিরুদ্ধে

* "পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং" (আমাদের 'শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্করদর্শন', ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৭ দেখ)।

কল্পনা বা আঁন্দাজ অনুমাত্রও জয়ী হইবেনা", "ইন্না জ্জান্না লা ইয়ুগ্নী মিনাল্ হাক্কে শাইয়ান্" (ইয়ুনুস (১০)—৩৬), বলিব না, যে "অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে তাহারা না জানিয়া দূর হইতে আন্দাজি কথা সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে," "ইয়াক্জেফুনা বেল্ গাইবে মিন্ ম্মাকানিন্ বাইদিন্",—(সবা (৩৪)—৫৩), বলিব না যে "সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ" ? পাঠক, তুমি বল, ইসলামের আল্লাহ আর হিন্দুর পরমেশ্বর এক, কি এক নয় ? যদি এক না হয়,তবে কোরাণও বলিতেছে :-"লাউ কানা ফীহেমা এলাহাতুন্ এল্লাল্লাহো লা ফাসাদাতা" (আন্বিয়া (২১)—২২), "পৃথিবীতে যদি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে গোলযোগ হইত",—আজ কাল যেমন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের মাথা ফাটাফাটি হইতেছে। শঙ্করও বলিতেছেন, যে অনেক ঈশ্বর হইলে, "চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং বিরোধোপি কদাচিৎ স্যাৎ" (সূত্রভাষ্য ৪-৪-১৭) *। এক ঈশ্বর আল্লাহ, আর এক ঈশ্বর পরমেশ্বর,—এই যদি হয়, তবে এ দুইয়ে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী, এবং মান্দ্রাজে শৈব-বৈষ্ণবের ভীষণ বিবাদের মত হিন্দুমুসলমানের মধ্যেও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। অপরদিকে যদি মুসলেমের আল্লাহ্ই হিন্দুর পরমেশ্বর হয়, তবে এক বাপের দুই ছেলের মধ্যে বিবাদ যেমন তাহাদের বাপের পক্ষে কষ্টকর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ ও সেইরূপ আল্লাহ্ বা

* আমাদের 'কোরাণের সুরা, বেদের সূক্ত' (পৃঃ ৪৫,৪৬) দেখ।

পরমেশ্বরের পক্ষে মহা কষ্টকর। পরমেশ্বর আপ্তকাম বা অভাব-শূন্য—"গণী"। অতএব ইহা হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর যেমন এক, সত্য যেমন এক, মানব-প্রকৃতি যেমন এক, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এবং প্রকৃত ইসলামও এক, হিন্দুমুসলমানও এক, এবং আল্লাহ্ বা পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, উভয়ের এক কর্ত্তব্য, যে "পরমেশ্বরের রজ্জু একত্রে দৃঢ় করিয়া ধরে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়" (ইমরান্ (৩)—১০২-৩)। আমরা নিম্নে আল্লাহ সম্বন্ধে কতিপয় কোরাণ-বচন উপস্থিত করিতেছি; আশা যে হিন্দুমুসলমান উভয়ে বুঝিতে পারিবেন, যে ইস্‌লামের আল্লাহ্ এবং হিন্দুর পরমেশ্বর এক,—এবং হিন্দুমুসলমান এক।

বকরাহ (২):—"পূর্ব্বদিক্‌ও আল্লাহের এবং পশ্চিমদিক্‌ও আল্লাহের, অতএব তুমি যে দিকেই ফির, সেই দিকেই আল্লাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় (১১৫); এবং তাহারা বলে যে পরমেশ্বর একটি পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন; ধন্য তিনি, দ্যুলোকে এবং ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার (পুত্রবৎ); বরং সকলেই তাঁহারই অধীন"(১১৬)। "দ্যুলোক ও ভূলোকের আশ্চর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তিনি যখন কোন বিষয় আদেশ করেন, তিনি এইমাত্র বলেন, 'হও', অমনি তাহা উপস্থিত হয়" (১১৭) †। "ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ

† ঋগ্বেদ বিশ্বকর্ম্মা সম্বন্ধে বলিতেছে:—"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ" ॥১০-৮১-৩॥ "তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, মুখ সর্ব্বত্র, তাঁহার হস্তপদ ও সর্ব্বত্র। সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বাহুদ্বারা দ্যুলোক এবং

সৃষ্টিঃ", (গৌড়পাদীয় মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১-৮)। "এবং তোমার ঈশ্বর একমাত্র, তিনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই" (১৬৩) *। "আল্লাহ তিনি, যিনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই, তিনি নিত্য জীবন্ত স্বয়ম্ভু, "হায়ুল্ কায়্যুম্"। তাঁহার সিংহাসন দ্যুলোক-ভূলোকময় বিস্তৃত ; এ উভয়কে রক্ষা করিতে তাঁহার আয়াস বোধ হয় না, তিনি সর্ব্বোচ্চ, তিনি মহান্" (২৫৫)। "পরমেশ্বর তাহাদের রক্ষক, যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে : তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান" (২৫৭)। "আল্লাহ কোন লোকের উপরে এমন কার্য্যের আদেশ করেন না, তাহার শক্তির পরিমান অনুসারে ভিন্ন" (২৮৬)।

ইম্‌রান (৩) ঃ—"নিশ্চয় আল্লার নিকটে ইসলাম অর্থাৎ তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণের ধর্ম্মই ধর্ম্ম" (১৮)। "তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহা গোপনই কর, আর প্রকাশই কর,

পদদ্বারা ভূলোককে চালনা করিয়া, উৎপন্ন করিলেন"। বরুণ সম্বন্ধে বলিতেছে :—"মানেনেব তস্থিবা অন্তরিক্ষে বিমো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ" (৫-৮৫-৫), "যিনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া, যেন সূর্য্যকে মাপকাঠি করিয়া, পৃথিবীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

* "ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষবীরস্য বৃহতঃ পতির্ভূঃ। বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা নকিরন্যস্ত্বাবান্"। ঋগ্বেদ ১-৫২-১৩। "তুমি পৃথিবীর ন্যায় বিস্তীর্ণ, তুমি দেবলোকের অধিপতি, নিশ্চয় সমস্ত অন্তরীক্ষ তোমার মহিমাদ্বারা তুমি পূর্ণ করিয়াছ, অতএব ইহা অতি সত্য যে তোমার মত অন্য কেহ নাই"। ঋগ্বেদ ১-৫২-১৩।

আল্লাহ্ তাহা জানেন” (২৮)। বেদ ও বলিতেছে, “অন্তঃপশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু” (ঋ. ২-২৭-৩), “অন্তরে থাকিয়া ভালমন্দ দর্শন করেন”। “নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার ও প্রভু, তোমার ও প্রভু। অতএব তাঁহার সেবা কর। ইহাই সত্য পথ”। ৫০। “আল্লাহ্ ধৈর্য্যশালীকে ভালবাসেন” ।১৪৫। “যাহারা সৎকর্ম্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন” (১৪৭)। “আল্লাহ্ তোমার সহায় এবং তিনি সাহায্যকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” (১৪৯)। “আল্লাহ্ যদি তোমার সাহায্য করেন, তবে এমন কেহ নাই, যে তোমাকে পরাভূত করিতে পারে, এবং তিনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহার পর এমন কে আছে, যে তোমার সাহায্য করিতে পারে” ? (১৫৯)।

নিসা (৪) -- “আল্লাহ তোমার শত্রুদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জানেন : এবং আল্লাহ্ই যথেষ্ট রক্ষক, আল্লাই যথেষ্ট সাহায্য-কারী” (৪৫)। ঋগ্বেদে ঋষি কুর্ম্ম বলিতেছেন :—“হে বরণীয় পরমেশ্বর (বরুণ), তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি চক্ষের পলক ও ফেলিতে পারি না,” “ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে,” ২-২৮-৬। “আল্লার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু” * (১০৬)। “কাহার উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম আছে,

* “যচ্চিদ্ধি তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠাচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ। কৃধী ষ্বস্মাঁ আদিতেরনাগান্ব্যেনাংসি শিশ্রথো বিষ্বগগ্নে” ॥ ঋগ্বেদ, ৪-১২-৪॥ “হে যুবতম জ্যোতির্ম্ময় (অগ্নে), নির্বুদ্ধিতাহেতু লোকমধ্যে যে কোন পাপ করিয়াছি, অনন্তের নিকটে তুমি আমাদিগকে পাপশূন্য কর। আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর”।

যে আল্লার নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, এবং সৎকর্ম্ম করে, তাহার অপেক্ষা" (১২৫) ? আমাদের "জীবে দয়া, নামে ভক্তির" ও ত ইহাই অর্থ। "আল্লাহ্ সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছেন" (১২৬) ; "অগ্নে নেমিররাঁ ইব দেবাংস্তং পরিভূরসি" (ঋ, ৫-১৩-৬), "হে জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর, রথ-চক্রের নেমি (rim) যেমন খিলি সকল (spokes) বেষ্টন করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ দেবগণকে বেষ্টন করিয়া আছ।"

আনাম (৬)—"তাঁহার বাক্যই সত্য" * (৭৪)। "দৃষ্টি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং তিনি সকলের দৃষ্টিকে গ্রহণ করেন" (১০৪)। "যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্ম্মনো মতং" (কেন, ৫)। "পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন, যাহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করে," "যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র করে" (তাওবা (৯)—৪-১০৮) ‡ ।

ইয়ুনুস (১০) —"তিনিই যিনি সূর্য্যকে উজ্জ্বল আলোরূপে এবং চন্দ্রকে আলোরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার জন্য রাশিসকল (মানাজিলা—Mansions) রাখিয়াছেন, যেন তোমরা বৎসর গণনা, এবং সেই গণনার প্রণালী জানিতে পার" (৫)।

---

* "গোরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতী" (ঋ, ১-১৬৪-৪১), "ঈশ্বরের শব্দ বৃষ্টি-জল নির্ম্মাণ করিতেছে"।

‡ "Blessed are the pure in heart for they shall see God" (Matth, 5-8)।

হুদ (১১) ঃ—"পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই, যাহার অন্নের ব্যবস্থা আল্লার উপরে নির্ভর করে না ; বরং তিনি তাহার বিশ্রাম স্থান এবং বাসস্থান জানেন" *(৬)

রা'দ (১৩) ঃ—"আল্লাহ্ তিনি যিনি এমন ভাবে দ্যুলোককে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছেন, যে তাহাতে কোন স্তম্ভ তুমি দেখিতে পাওনা, এবং তাঁহার শক্তি দৃঢ়, এবং তিনি সূর্য্য এবং চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন (২) †।

ইব্রাহিম (১৪) ঃ—"তুমি যাহা কিছু তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনিই তাহা প্রদান করেন ; এবং যদি তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ গণিতে যাও, তুমি তাহা গণিতে পারিবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ"। ৩৪।

নাহ্ল (১৬)—"নিশ্চয় তোমাদের জন্য গো-মেষাদির মধ্যে উপদেশ আছে। তাহাদের পেটে বিষ্ঠাধার এবং মূত্রাধারের মধ্যস্থানে যাহা আছে, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, তাহা হইতে তোমাদিগকে পান করিতে দেই ; যাহারা পান করে, তাহাদের পক্ষে তাহা সহজ পাচ্য এবং খাইতে সুমিষ্ট" ৬৬ ‡। সূরা মুমিনুন (২৩)-২১ ও দেখ।

* "বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ"॥ ঋগ্বেদ, ১-২৫-৭॥ "যিনি আকাশগামী পক্ষী সকলের স্থান জানেন, সমুদ্রগামী নৌকা সকলের স্থান জানেন"।

† "ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্ব্বী॥ ঋ, ৭-৮৬-১"॥ "তিনি বিস্তীর্ণ আকাশ পৃথিবীকে স্থির রাখিয়াছেন"।

‡ "আমা পক্বং চরতি বিভ্রতী গৌঃ" (৩-৩০-১৪), "নব প্রসূতা গাভী পাক করা দুগ্ধ ধারণ করিয়া, বিচরণ করে"। • "বনেষু ব্যন্তরিক্ষং

বণি ইস্রাইল (১৭) ঃ—“সপ্ত দ্যুলোক এবং পৃথিবী তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, এবং যাহারা তথায় বাস করে। এমন কোন বস্তু নাই, যে স্তবদ্বারা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন না করে, কিন্তু তুমি তাহাদের কীর্ত্তন বুঝ না” (৪৪)। বেদ ও বলিতেছে ঃ— “বি যস্তস্তম্ভ ষলিমা রজাংসি” (ঋ, ১-১৬৪-৬), “যিনি এই ছয় লোক ধারণ করিয়া আছেন”। “নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন” (৬০)।

কাহ্ফ (১৮) ঃ—“আমার প্রভুর বাক্যলিপিজন্য সমুদ্র যদি কালি হইত, আমার প্রভুর বাক্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সমুদ্র শুকাইয়া যাইত, যদিচ সেই সমুদ্রের সমান অন্য সমুদ্র তাহাতে যোগ করিতাম” (১০৯), (লুকমান (৩১)— ২৭ ও দেখ)।

তাহা (২০) ঃ—“উৎকৃষ্ট নাম সকল তাঁহারই” (৮)। “তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই। তিনি তাঁহার জ্ঞানদ্বারা সকল বস্তু বেষ্টন করিয়া আছেন” (৯৮)। “আল্লাহ্ তিনি যিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই”।

ভতান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু। হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ” ॥ ঋগ্বেদ, ৫-৮৫-২॥ “বরণীয় পরমেশ্বর (বরুণঃ) বৃক্ষাগ্রে বায়ু বিস্তার করিয়াছেন, অশ্বের মধ্যে বল, গাভীর মধ্যে দুগ্ধ দিয়াছেন, হৃদয়-মধ্যে কর্ম্মকরিবার সঙ্কল্প (ক্রতুং) দিয়াছেন, জলের মধ্যে বিদ্যুদগ্নি বা বাড়বাগ্নি রাখিয়াছেন, আকাশে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন, এবং পর্ব্বতে সোমলতা উৎপন্ন করিয়াছেন”। ঋগ্বেদে গো-দুগ্ধাদি বিষয়ে স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে পাঠক আমাদের ঋগ্বেদ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৬-১৬০, দেখিবেন।

মু'মিনুন (২৩) ঃ—"তিনিই যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ এবং চক্ষু, এবং হৃদয় গড়িয়াছেন, তোমরা অতি কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (৭৮)। "বল, কে তিনি যাঁহার হাতে বিশ্বসংসারের রাজত্ব, যিনি সকলকে সাহায্য দেন, যাঁহার বিরুদ্ধে কোন সাহায্য দেওয়া হয় না, যদি তোমরা জান" (৮৮)?

নুর্ (২৪) ঃ- "পরমেশ্বরই দ্যুলোকের এবং ভূলোকের জ্যোতি, জ্যোতির উপর জ্যোতি; পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, আপন জ্যোতির দিকে পথ প্রদর্শন করেন" (৩৫)। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" কঠ, ২-৫-১৫॥

লুক্‌মান (৩১) ঃ—"বিনা স্তম্ভে তিনি দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন তোমরা দেখিতেছ, এবং পৃথিবীর বক্ষে পর্ব্বতসকল স্থাপন করিয়াছেন, পাছে তাহা তোমাদিগকে সহ কম্পিত হয়" (১০)। "আল্লাহ্ সত্যস্বরূপ" (৩০)। "তৎ সত্যং স আত্মা"॥ (ছা, ৬-৮-৭), "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ, ২-১-১)।

ফাতির (৩৫) ঃ—"নিশ্চয় পরমেশ্বর দ্যাবাপৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যেন তাহারা নষ্ট না হয়" (৪১), "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়॥" ছান্দোগ্য, ৮-৪-১॥

সাদ (৩৮) ঃ—"কি, সে কি ঈশ্বরদিগকে এক ঈশ্বরে পরিণত করে" (৫)? *

* রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন বলিয়াছিল, "আমার ঠাকুরদাদা তেত্রিশকোটী ঈশ্বর উড়াইয়া দিয়া, এক ঈশ্বর করিয়াছিল। তাঁহার পৌত্র হইয়া, আমি কি সেই একটিমাত্র ঈশ্বরকেও উড়াইয়া দিতে পারি না"?

মুমিন (৪০) :—"হে আমাদের প্রভো. তুমি তোমার জ্ঞান এবং দয়াদ্বারা সকল বস্তু ঘিরিয়া আছ, অতএব যাহারা (কুপথ হইতে) নিবৃত্ত হইয়াছে, ও তোমার পথে চলিয়াছে, তাহাদিগকে নরকের শাস্তি ভোগ হইতে রক্ষা কর" (৭) * ।

"তোমার প্রভু বলিতেছেন. আমাকে ডাক, আমি তোমাকে উত্তর দিব" [৬০) ।

হা মিম্ (৪১) :—"বল. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত মানুষ ভিন্ন নই। আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে. যে তোমাদের পরমেশ্বর একমাত্র পরমেশ্বর ; অতএব তাঁহার দিকে সত্যপথ অনুসরণ কর, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (৬) *। তোমাকে এমন কিছু বলা হইতেছে না. যাহা তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতদিগকে বলা হয় নাই" (৪৩)।

আহ্ কাফ (৪৬) :—"বল, আমি প্রেরিতদিগের প্রথম নই, এবং আমি জানি না আমার প্রতি কি করা হইবে, অথবা তোমা-দের প্রতি কি করা হইবে। আমার নিকট যে প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা ভিন্ন, আমি অন্য কিছুর অনুসরণ করিনা, এবং আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন অন্য কিছু নহি" ॥৯।

---

* "অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা সখায়ং বা সদমিদ্ভ্রাতরং বা। বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎ সীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ" ॥ ঋগ্বেদ, ৫-৮৫-৭॥ "হে বরণীয় পরমেশ্বর (বরুণ), উপকারকের বিরুদ্ধে (অর্যম্যং), মিত্রের বিরুদ্ধে, অথবা আমার নিত্য সহচরের বিরুদ্ধে, বা ভ্রাতার বিরুদ্ধে, বা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, বা দরিদ্রের বিরুদ্ধে (অরণং) আমি নিয়ত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তুমি তাহা বিনাশ কর।"

ফাৎহ্ (৪৮) :—"মহম্মদ পরমেশ্বরের প্রেরিত" (২৯)।

কাফ (৫০) :—"এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমি জানি তাহার মন তাহার নিকটে কি বলে, এবং আমি তাহার জীবনের শিরা অপেক্ষা ও তাহার অধিক নিকটে, "ও-আ নাহ্‌নু আকরাবো এলায়হে মিন্ জাবলেল্ ও-আরিদে।"১৬। *

* যাঁহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোরানে আর ও যাহা আছে, জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত সুরা ও আয়াত দেখিবেন :—

বকরাহ্ (২)—১১৫,১১৭,১৫২,১৬৩,১৬৪,২৫৫,২৫৭,২৮৬। ইমরান (৩)—৫,২৫,২৬,২৮,৫০,১০৮,১৪৯,১৫৯,১৭২,১৭৮,১৮৮। নিসা (৪)—৪০,৪৫,১০৬,১০৮,১২৬,১৩২। আন্'আম (৬)—১ হইতে ৩,১৪,১৭,৪৬, ৫৪,৫৯,৬০,৭৩,৭৪,৯৯,১০৩,১০৪,১৪২। আ'রাফ (৭)—২৮,২৯,৫৪ হইতে ৫৬। বরা'আৎবা তাওবা (৯)—১০৮,১০৯,১১৬। ইয়ুনস্ (১০)—৫,৬, ২২,২৩ হইতে ২৭,৩১,৩৪,৩৬,৪৪,৬১,৬৭। হূদ (১১)—৫,৬। রা'দ (১৩)—২,৩,৪,৮ হইতে ১৮। ইব্রাহিম (১৪)—৩২ হইতে ৩৪,৩৮। হিজ্‌র (১৫)—১৬ হইতে ৪৪, ৮৫ হইতে ৮৭। নাহ্‌ল (১৬)—২ হইতে ২৩,৪০,৫১,৬৫,৬৬,৬৮,৬৯,৭২,৭৪,৭৭ হইতে ৮২। বনি ইস্রাইল (১৭)——১২,৪৪,৬৬,৬৭। কাহ্‌ফ (১৮)—৬,৭,৮,১০ হইতে ১৬, ১০৯। তাহা (২০)—৯৮,১১০। আন্‌বিয়া (২১)—১৬, ৩০ হইতে ৩৩। হজ্ (২২)—৫,৬,১৮, ৫৮ হইতে ৬৬। মু'মিনুন (২৩)—১২ হইতে ২১, ৭৪,৭৫,৭৮ হইতে ৮০, ৮৪ হইতে ৯১। নুর (২৪)—৩৫, ৪১ হইতে ৪৫। ফুর্কান (২৫)—৪৭,৪৮,৫৩,৫৪,৫৮,৬১। শু'-আরা (২৬)—৭৯ হইতে ৮৩। নাম্‌ল (২৭)—৬০ হইতে ৬৫,৭৩,৭৪,৮৬,৮৮। কাসাস্ (২৮)—৬৯,৭০, ৭৩। আন্‌কাবুৎ (২৯)—৬,২১,২২,৪৪,৪৬,৫৬,৫৮ হইতে ৬৩। সজদাহ্

কোরাণে সালাৎ, নমাজ, বা উপাসনা।

"ব্রহ্ম বর্ম্ম মমান্তরং।" ঋগ্বেদ ৬-৭৫-১৯।

"উপাসনা আমার অতি নিকট রক্ষাকবচ"।

প্রচলিত নমাজের (সালাৎ) কতটুকু হজরতের সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কতটুকু হজরতের লোকান্তর গমনের পরে প্রবর্ত্তিত, বলা কঠিন। হজরত মহম্মদের লোকান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল : সিয়া বা আলিফতেমার দল, এবং শুন্নি বা আবুবেকর-আয়েশার দল।

(৩২)—৫ হইতে ৯,২৭। লুকমান (৩১)—১০,১৪,১৬,১৮,২০,২৬,২৭,৩০, ৩১,৩২ ৩৪। সাবা (৩৪)—১,২। ফাতির (৩৫)—৩,৯ হইতে ১৩, ২৭, ২৮, ৩৮,৪১,৪৫। এয়াসিন (৩৬)—১২, ৩৬ হইতে ৪০,৭৮,৮২। সাফফাৎ (৩৭)—৪,৫,৭৫। সাদ (৩৮)—৫। জুমার (৩৯)—৭,৮,৩৬,৩৭,৩৮,৫৩, ৬১,৬২। মু'মিন (৪০)—৩,৭,১৩,৬০,৬৫,৬৮। হা মিম (৪১)—১১,১২, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৫৪। শুরা (৪২)—৩, ৪, ৫, ৯, ১১, ১৫. ১৭. ২৭, ২৮, ২৯,৪৯ হইতে ৫৩। জুখরুফ (৪৩)—১০,১১,৬৪,৮০। জাসিয়া (৪৫)—৩ হইতে ৫,১২,১৩,২২,৩৬,৩৭। আহকাফ (৪৬)—৩। ফাৎহ (৪৮)—৪। কাফ (৫০)—৬ হইতে ১১,১৫,১৬,৩৮। জারিয়াৎ (৫১)—৪৭ হইতে ৫০। নজ্ম (৫৩)—৩১,৩২,৪২ হইতে ৪৮। রহমান (৫৫)—৫ হইতে ২৯। বাকি'আহ (৫৬)—৫৮ হইতে ৭৪,৮৫ হইতে ৮৯। হাদিদ (৫৭)—১ হইতে ১০,১৭,২২,২৩,২৮,২৯। মুজাদিলাহ (৫৮)—৭। হাশর (৫৯)—১,২২,২৩,২৪। জুমু'আহ (৬২)—১,২। তাঘাবুন (৬৪)—১ হইতে ৪,১১,১৩,১৫,১৭,১৮। তালাক (৬৫)—১২। মুল্ক (৬৭)—১ হইতে ৫,১৩,২২ হইতে ২৬। তিন (৯৫)—৮। ইখলাস (১১২)—১ হইতে ৪।

এই দুই দলের মধ্যে মনোমালিন্যের লক্ষণসকল হজরতের মৃত্যুশয্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সিয়া এবং শুন্নি দলের প্রচলিত নমাজ বা উপাসনাতে যাহা উভয়ের মধ্যে সাধারণ, তাহা নিশ্চয় হজরতের সময়ের সালাতেই বর্ত্তমান ছিল। কোরাণে দেখা যায়, হজরতের সময়েই আজান দেওয়া হইত "এজা নুদিয়া লে স্খালাতে" (৬২-৯), "যখন উপাসনার জন্য আহ্বান করা হয়," এবং বিখ্যাত মুক্তদাস বেলালের উপরে তখন আজান দেওয়ার ভার ছিল। এখন যে ভাবে আজান দেওয়া হয়, হজরতের সময়েও, বোধ হয়, সেই ভাবেই আজান দেওয়া হইত। মুসলমানগণ যে হজরতের সময়েই একটি সুগঠিত উপাসক-মণ্ডলীর আকার ধারণ করিয়াছিল—তাহা "ও-আর্ কাউ মা-আ রাকি-ঈনা" (২-৪৩)—"উপাসক-মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা কর," ইত্যাকার আয়াত সকল হইতেই প্রতিপন্ন হয়। তখন যে উপাসনার বিশেষ বিশেষ সময়ও নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও "ইন্না স্খালাতা কানাত্ আলাল্ মুমেনীনা কিতাবান্ স্খাওকুতান্" (নিসা (৪)—১০৩), "নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের জন্য উপাসনা সময়বান্ধা আদেশ," এই আয়াতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু পাঁচ বেলাই যে নমাজ পড়িতে হইবে, কোরাণে এমন কোন বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয় না। সুরা ফাতেহার সাতটী আয়াতও যে খ্রীষ্টবাদীর "প্রভুর প্রার্থনার" ন্যায়, একালের মত, হজরতের সময়েই সামাজিক উপাসনাতে নিয়ত পঠিত হইত, তাহাও "ও-আ লাক্বাদ্ আতাইনাকা

সব্-আন্ মিনাল্ মসানী ও-আল্ কুর্আনাল্ আজীম" (হেজর্ (১৫)—৮৭) "নিশ্চয় আমরা সর্ব্বদা উচ্চারিত আয়াত-সপ্তক এবং মহাকোরাণ তোমাকে প্রদান করিয়াছি"— এই আয়াত দৃষ্টেই প্রতিপন্ন হয়। হিন্দুর যোগাসন সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছে :—"স্থিরসুখমাসনং" (২-৪৬). "যে ভাবে বসিলে শরীর স্থির থাকে, এবং আরাম হয়, তাহাই আসন." কোরাণে ও ঈশ্বরচিন্তা সম্বন্ধে কোন বান্ধাধরা আসনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না :—"দ্যুলোক ভূলোকের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির গমনাগমনের ভিতরে চিন্তাশীল লোকদিগের জন্য নিশ্চয় নিদর্শন সকল রহিয়াছে.-- যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, এবং দেহপার্শ্বে শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করে, এবং দ্যুলোক ও ভূলোক বিষয়ে চিন্তা করে ; হে আমাদের প্রভু, তুমি এসকল বৃথা সৃজন কর নাই। তোমার নাম ধন্য হউক, আমাদিগকে অগ্নিদণ্ড হইতে রক্ষা কর" (ইমরান্ (৩)---১৮৯, ১৯০)। কোরাণের সময়ে সালাত বা উপাসনার প্রণালীর ভিতরে ও "অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার" বিধান ছিল :— "উপাসনাতে সর্ব্বদা মনোযোগী থাক, এবং যত্ন করিও যেন, খুব ভাল উপাসনা হয়, এবং অকপট ভাবে ঈশ্বরের অধীন হইয়া দাঁড়াও। কিন্তু যদি বিপদ আশঙ্কা কর, তবে তখন ঘোড়ার পীঠে থাকিয়া, অথবা পদাতিক হইয়াই উপাসনা কর। এবং যখন নির্ভয় হইয়াছ, তখন যেমন তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না; সেই প্রণালী মত পরমেশ্বরকে স্মরণ কর"

"ফাজ্‌কুরু ল্লাহা কামা আল্লামাকুম্‌ মা লাম্‌ তাকুনু তা'লামুন" (২-২৩৮,৯)। কোরাণের সালাতের সঙ্গে আর একালের অন্ততঃ বঙ্গীয় মুসলমানদের নমাজের সঙ্গে যে একটী মহাপার্থক্য দৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি আমরা মুসলমান-সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোরাণই বলিতেছে, যে আরবদেশের লোকে বুঝিতে পারিবে, এজন্যই আরবি ভাষায় কোরাণের প্রকাশ,—"নিশ্চয় আমরা ইহাকে আরবি কোরাণ করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার," (জুখ্‌রুফ্‌ (৪৩)-৩)। আবার কোরাণ স্পষ্ট নিষেধ করিতেছে, যে না বুঝিয়া কোন কার্য্য করিও না, "যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই, তাহার অনুসরণ করিও না" (বনি-ইস্রাইল (১৭)—৩৬)। সালাত বা নমাজে যাইতে পর্য্যন্ত কোরান স্পষ্টভাবে নিষেধ করিতেছে, যতক্ষণ না তাহারা সালাত বা নমাজে যাহা বলা হয়, তাহার অর্থ বুঝিতে পারে,"হে বিশ্বাসীগণ উপাসনার নিকটে যাইও না, যখন তোমরা মত্ত অবস্থায় থাক, যতক্ষণ না তোমরা বুঝিতে পার, তোমরা কি বল"। নিসা (৪) -৪৩। আবার এই সঙ্গে কোরাণ বলিতেছে, "এবং যখন তোমাদের স্নান করা কর্ত্তব্য যদি তোমরা পথভ্রমণকারী না হও (উপাসনার নিকটে যাইও না) যতক্ষণ না তোমরা স্নান করিয়াছ। এবং যদি তোমরা জল না পাও, তবে পরিষ্কার মাটি ব্যবহার কর। এবং তদ্দ্বারা তোমাদের হাত মুখ মুছ" (নিসা (৪)—৪৩)। উপাসনাদির জন্য হিন্দুর যেমন "মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্‌" কায়শুদ্ধি সাধন করিতে হয়,

(পাতঞ্জল, ব্যাসভাষ্য, ১-৪০), কোরাণে ও দেখা যায়, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

কোরাণে উপাসনার প্রস্তুতির জন্য যে 'উজু' বা বাহ্যশুচির ব্যবস্থা আছে, তাহা এই :- "হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা নমাজের জন্য দাঁড়াও, তোমাদের মুখ এবং কনুই পর্য্যন্ত হাত ধৌ, মাথা মুছিয়া ফেল, এবং পা গুড়ালি পর্য্যন্ত ধৌ"। বিশেষ অশুচি অবস্থায় স্নানের ব্যবস্থা, এবং জল না পাইলে, পরিষ্কার মাটিদ্বারা মুখ হাত মুছিবার ব্যবস্থা দিয়া, সেই সঙ্গেই কোরাণ বলিতেছে :- "পরমেশ্বর তোমাদিগকে সঙ্কটে ফেলিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা করেন, যেন তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিতে পারেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও" (মাইদাহ্ (৫) -৬)। সামাজিক উপাসনা কালে যথাযোগ্য বেশভূষার ও উল্লেখ কোরাণে দৃষ্ট হয় :- "হে আদমের সন্তানগণ, প্রত্যেক উপাসনার সময়ে তোমাদের বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি কর, এবং পানাহার কর, এবং সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় তিনি সীমা অতিক্রমকারী-দিগকে ভালবাসেন না।' (আ'রাফ্ (৭)--৩১)।

উপাসনার সময় সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে দেখা যায়, কোরাণে প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যাকালেরই উল্লেখ আছে :- "তোমার প্রভুকে বিনীতভাবে এবং ভয়ের সহিত নিজ মনে স্মরণ কর, প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে, অনুচ্চস্বরে, এবং অমনোযোগীদের মধ্যে হইও না" ('আ'রাফ (৭)- -২০৫)। "যাহারা তাহাদের

প্রভুকে প্রাতঃসন্ধ্যা আহ্বান করে, এবং তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করে, তাহাদের সঙ্গে তুমি তোমার প্রাণকে বদ্ধ করিও," কাহ্ফ (১৮)—২৮।

হজরত মহম্মদের জীবিত কালেই যে ঈশ্বরোপাসনার জন্য অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও জানা যায়। কোরাণ বলিতেছে :—"যে সকল গৃহকে পরমেশ্বর গৌরবান্বিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং যেন সে সকলের মধ্যে তাহারই নাম উচ্চারিত হয়; তথায় তাঁহাকে প্রাতে এবং সন্ধ্যা-কালে মহীয়ান্ করে, সে সকল লোক যাহাদিগকে বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে এবং উপাসনার প্রতিষ্ঠা হইতে, এবং জকাত দান হইতে বিমুখ করে না; তাহারা সেই দিনকে ভয় করে, যে দিনে হৃদয় সকল এবং চক্ষুসকল বিক্ষিপ্ত হইবে" (নুর (২৪)— ৩৬,৩৭)। "হে বিশ্বাসীগণ, পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর" (আহ্জাব (৩৩)— ৪১,৪২ ; ফৎহ (৪৮)—৮,৯ ; কাফ (৫০)—৩৯,৪০)।

কোরাণে ইহাও দেখা যায় যে মুস্লেমদিগকে কাফেরদের সঙ্গে মিলিয়া প্রনালীবদ্ধ সামাজিক উপাসনা করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাজা রামমোহনের নিকটে একালে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মূল তবে কি আমরা কোরাণেই পাইতেছি না? কোরাণ বলিতেছে :—"যখন তুমি পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তখন যদি আশঙ্কা কর, যে অবিশ্বাসীরা (কাফেরীনা)

উৎপাত করিবে, তখন যদি উপাসনার সময় সংক্ষেপ কর, তাহাতে তোমাদের দোষ হইবে না। নিশ্চয় অবিশ্বাসীরা (কাফেরীনা) তোমাদের স্পষ্ট শত্রু" (৪-১০১)। সেই সঙ্গেই আবার অবিশ্বাসীদের ভয়ে উপাসনা বন্ধ না করিয়া, বরং কাফেরদের উপকারের জন্য, যথাযোগ্য সতর্কতার সহিত, তাহাদের লইয়া উপাসনা করিতে, কোরাণে বলা হইতেছে :—"এবং (হে মহম্মদ) যখন তুমি অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাক, তখন তাহাদের উপকারের জন্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখিও, দেখিও তাহাদের একদল যেন তোমার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং দেখিও যেন তাহারা তাহাদের অস্ত্র গ্রহণ করে। পরে যখন তাহারা প্রণত হইয়াছে (সেজ্‌দা), তাহারা যেন তখন তোমাদের পশ্চাতে চলিয়া যায়, এবং অন্যদল যাহারা উপাসনা করে নাই, তাহারা যেন অগ্রসর হয়, এবং তোমার সঙ্গে উপাসনা করে; এবং তাহাদিগকে আপনাদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং অস্ত্রধারণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য" (৪—১০২) হায়, একালের মুসলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া নমাজ পড়িবার কি কোন ব্যবস্থা করিতেছেন ? তবে যাহারা নিজেরাই নমাজের অর্থ বুঝে না, তাহাদের নিকটে ইহা আশা করা ও দুরাশা। পরিশেষে এই সঙ্গেই বলা হইতেছে :— "যখন তোমাদের উপাসনা শেষ হইয়াছে, দাঁড়াইয়া, বসিয়া, অথবা দেহপার্শ্বে হেলান দিয়া, পরমেশ্বরকে স্মরণ করিও। কিন্তু যখন তোমরা ভয়মুক্ত হও, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখ। নিশ্চয় উপাসনা সময়বান্ধা আদেশ" (নিসা (৪)— ১০২, ১০৩)।

উপাসনার সময় সম্বন্ধে আবার কোন কোন স্থলে বলা হইতেছে, "দিনের দুইভাগে এবং রাত্রির প্রথম ঘণ্টা সকলে, উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখ" হুদ (১১)—১১৪)। আবার উপাসনার সময় সম্বন্ধে বলা হইতেছে :—"উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, সূর্য্যের অবরোহণ হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত, এবং প্রাতের স্তোত্রপাঠ পর্য্যন্ত। নিশ্চয় প্রাতের স্তোত্রপাঠ সকলেই দেখিতে পায়। এবং রাত্রির কতকঅংশের জন্য উপাসনাদ্বারা নিদ্রা পরিত্যাগ কর, যাহা তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত"। উপাসনার স্বর সম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে :—"বল, আল্লাকে ডাক, বা দয়াময়কে ডাক, যে নামেই তুমি ডাক, উত্তম নাম সকল তাঁহারই, আর অতি উচ্চৈঃস্বরে উপাসনা করিও না ; আবার সে সম্বন্ধে নীরব ও হইও না ; এ উভয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসন্ধান কর" (বনিইস্রাইল (১৭)—৭৮,৭৯,১১০)।

আবার কোরাণ উপাসনার সময় সম্বন্ধে বলিতেছে :—"ধৈর্য্যের সহিত সহ্য কর, তাহারা যাহা বলে ; এবং তোমার প্রভুকে মহিমান্বিত কর, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মহিমা কীর্ত্তনদ্বারা, এবং রাত্রিরও কতক অংশে ; এবং দিবার ও কতক অংশে, তাঁহার মহিমা ঘোষণা কর, যেন তুমি পরম সুখী হও"। তাহা (২০)—১৩০

"এবং তুমি তোমার প্রভুর বিচারের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা কর, কারণ নিশ্চয় তুমি আমার চক্ষুর সমক্ষে আছ, এবং যখন তুমি উঠ, তোমার প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন কর। এবং

রাত্রিতে ও তাহাকে মহিমান্বিত করিও, এবং যখন নক্ষত্রগুলি-অস্ত যায়" (তুর (৫২)—৪৮,৪৯)।

"ওহে কম্বলে আচ্ছাদিত ব্যক্তি, অল্পক্ষণ ব্যতীত, রাত্রিতে উপাসনা করিতে দাঁড়াও। তাহার অর্দ্ধেক, অথবা কিছু কম কর। অথবা তাহা বাড়াও, এবং পূর্ব্বাপর ধারাবদ্ধ কোরাণ পাঠ কর। নিশ্চয় আমি তোমার উপর গুরুতর বাক্য সকল অবতীর্ণ করিব। নিশ্চয় রাত্রিতে উপাসনার জন্য উঠাই দৃঢ়তর পথ, এবং ভাষা সংযত করিবার উপায়। নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার অনেক কার্য্য। এবং তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর, এবং ভক্তির সহিত আপনাকে তাঁহার প্রতি সমর্পণ কর। তিনি পূর্ব্ব পশ্চিমের প্রভু, তিনি ভিন্ন উপাস্য নাই। অতএব তাহাকেই রক্ষক বলিয়া গ্রহণ কর" (মুজাম্মিল (৭৩)—১ হইতে ৯)। "এবং তোমার প্রভুর নাম প্রাতে এবং সায়াহ্নে মহীয়ান্ কর। এবং রাত্রির কতক অংশ তাঁহার অর্চ্চনা কর, এবং তাহাকে মহীয়ান্ কর--রাত্রির অনেক অংশ" (ইন্সান (৭৬)—২৫,২৬)। একালের প্রচলিত বান্ধাধরা ঠিক পাঁচবেলা নামাজের কথা কোরাণে পাইতেছি না।

জুম্মা বা শুক্রবারের উপাসনার বিশেষ উল্লেখও আমরা কোরাণে দেখিতে পাই। কোরাণ বলিতেছে :—"হে বিশ্বাসীগণ শুক্রবারে যখন উপাসনার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে সত্বর হও, এবং ব্যবসায় বন্ধ কর ; তাহাই তোমার পক্ষে অধিক কল্যাণকর, যদি তুমি বুঝ।

কিন্তু যখন উপাসনা শেষ হয়, তখন স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পর, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, এবং পরমেশ্বরকে বার বার স্মরণ কর, যেন তোমরা কৃতকার্য্য হও। এবং যখন তাহারা বিক্রির মাল, অথবা আমোদ সম্মুখে দেখে, তাহারা তাহার দিকে চলিয়া যায়, এবং তোমাকে দণ্ডায়মান রাখে। বল, যাহা পরমেশ্বরের নিকটে আছে, তাহা আমোদ অথবা বিক্রির মাল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং পালনকর্ত্তাদের মধ্যে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ"। জুমু'আহ্ (৬২) ৯ হইতে ১১)। পাঠক বিশেষরূপে লক্ষ্য করুন—কোরাণ বারবার বলিতেছে, "ইন্‌কুন্তুম্ তা'লামুনা," "যদি তোমরা বুঝ"। নমাজ বা উপাসনা বা কোরাণ পাঠ সম্বন্ধে বুঝিয়া শুজিয়া সকল কার্য্য করাই কোরাণের অভিপ্রায়। তাহার পরিবর্ত্তে এ কালের, এদেশের মুসলমান-সাধারণ কি করিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহারাই বিচার করুন, তাহারা কিরূপ মুসলমান, কাণাছেলের পদ্মলোচন নামের মত তাহাদের 'মুসলমান' নাম কি না।

কোরাণে বিশ্বাসীদিগকে মহম্মদের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করার জন্যও উপদেশ আছে "ইয়া আ-ইয়ুহা-ল্লাজীনা আমানু সাল্লু আলাইহে ওআ-সাল্লেমু তাস্‌লীমান্" (আহজাব (৩৩) -৫৬) "হে বিশ্বাসীগণ, তাহার জন্য (ঈশ্বরের) আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর এবং যথাযোগ্য রূপে তাহাকে সেলাম কর"।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে কোরাণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন,—যাহা আজকালের অন্ততঃ বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কোরাণ বলিতেছে ঃ—"প্রত্যেক জাতির জন্য আমি ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রনালী নির্দ্দেশ করিয়াছি, যেন তাহারা তাহার অনুষ্ঠান করে। অতএব এ বিষয়ে তোমার সহিত তাহাদের বিবাদ করা উচিত নয়। এবং তুমি তোমার প্রভুকে ডাকিতে থাক। নিশ্চয় তুমি ঠিক পথে আছ"। হজ্ (২২)-৬৭ *

* যাহারা কোরাণের 'সালাত' সম্বন্ধে অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিম্ন-প্রদর্শিত সুরা ও আয়াত দেখিবেন ঃ—ফাতেহা (১)—১ হইতে ৭। বকরাহ (২)—২৩৮,২৩৯। ইমরান (৩)—১৯০। নিসা (৪)—৪৩,১০১ হইতে ১০৩। এনাম (৬)—৫২। এরাফ (৭)—৩১, ১৮০,২০৫,২০৬। হুদ (১১)—১১৪। বণি ইস্রাইল (১৭)—৭৮,৭৯, ১০৬ হইতে ১১১। কহ্ফ (১৮)—২৮। তাহা (২০)—১৩০। হজ্ (২২)—৭৭। নুর্ (২৪)—৪১। ফোরকান (২৫)—৫৮,৬৩,৬৪। অনকবুত (২৯)—৪৫। রুম (৩০)—১৭,১৮, ২৯ হইতে ৩৩। সেজ্দা (৩২)—১৫,১৬,১৭। আহ্জাব (৩৩)—৩,৪১,৪২,৪৩। জোমর (৩৯)—৯। মুমেন (৪০)—৭, ১৪, ১৫,৫৫,৬০। হামিম (৪১)—৩৩। ফৎহ্ (৪৮)—৮,৯। কা (৫০)—৩৯,৪০। তুর্ (৫২)—৪৮,৪৫। জুমু-আ (৬২)—৯,১০,১১। মেরাজ (৭০)—১৯ হইতে ২৫, ৩২ হইতে ৩৫। জেন্ (৭২)—১৮ হইতে ২২। মুমেম্বল (৭৩)—১ হইতে ১১,৯৬,৯৭,৯৮। দহর (৭৬)—২৫,২৬। আলা (৮৭)—১ হইতে ৭,১৪।

কোরাণে বিশুদ্ধ উপজীবিকা ; 'রেবা' বা স্থদখুরী নিষেধ।

হিন্দুর বেদ ঈশ্বর উপাসককে বারবার শুদ্ধচিত্ত হইতে বলিতেছে, "শুদ্ধাঃ পূতা ভবত" (ঋ. ১০-১৮-২) । উপনিষদ্ও বেদেরি প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে, "শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি" (ছা. ৫-১০-১০), "যে শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, সে পুণ্যলোক অধিকার করে," "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" (কঠ ২-৪-১৫), "হে গৌতম, শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলে পরিলে যেমন হয়, জ্ঞানবান্ মুনির আত্মাও সেরূপ হয়।" কোরাণও মুস্লেমকে শুদ্ধচিত্ত হইতে বলিতেছে," "ও-আ আল্লাহু ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাহ্হীরিনা" (তাওবা, (৯)—১০৮), "পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন, যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র করে"। বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন, যে অন্নশুদ্ধি ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় না। তাই ঋষি কুর্ম্ম পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করাকে পাপ মনে করিয়া, পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, "মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং" (ঋ. ২-২৮-৯), "হে বিশ্বরাজ, আমি যেন পরের পরিশ্রমের ফল ভোগ না করি"।* এজন্য বেদের ঋষিগণ

---

* শরীরের বাহ্য পবিত্রতা সম্বন্ধেও কোরাণের এবং বেদের সমান মনোযোগ দৃষ্ট হয়। কোরাণ বলিতেছে—"হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা উপাসনা করিতে দাঁড়াও, তোমাদের মুখ এবং হাত কনুই পর্যান্ত ধৌ,

নিজ হাতে হল চালনা করিতেন। "সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো" (ঋ, ১০-১০১-৪), এবং লোকসকলকে হল চালনা করিতে উপদেশ দিতেন. "কৃষিমিৎ কৃষস্ব" (ঋ. ১০-৩৪-১৩)। হায়, এ কালের হিন্দু কি না জমিদারী করিয়া. রায়তের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া, কিম্বা মহাজনি করিয়া খাতকের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া, কিম্বা ওকালতি কি চাকরী করিয়া মক্কেলের পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছে। লোক দেখান. এক প্রকার বাহ্য শুদ্ধি-সংগঠন অবলম্বনে 'হিন্দুধর্ম্মের জয়' হইল, মনে করিতেছে। প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি এবং অন্নশুদ্ধি সম্বন্ধে এ কালের হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নীরব। বেদের মত কোরাণও অন্নশুদ্ধিকে চিত্তশুদ্ধির মূল জানিয়া,

---

এবং মাথা মুছিয়া ফেল, এবং গোড়ালি পর্যন্ত পা ধোও; এবং যদি স্নান করা তোমার জন্য বিধি হয়, তবে স্নান কর"। (সুরা মাইদা ৫—৬)। ঋগ্বেদও বলিতেছে 'আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি॥ ১০-১৭ ১০॥ ঋষি দেবশ্রবা সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন—"জলে প্রকাশমান জগতের মাতৃস্বরূপ ঈশ্বরের মহিমা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। তিনি জলদ্বারা শুদ্ধ করেন (ঘৃতপ্বঃ)। তিনি জলদ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুণ। জলে প্রকাশিত ঈশ্বর মহিমা (দেবীঃ) সকল মলিনতা দূর করেন, তাই শুদ্ধ হইয়া পবিত্র হইয়া, এই জল হইতে আমি আসিতেছি"। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার নবসংহিতাতে স্নানকালে এই বেদ মন্ত্রটী স্মরণ করিতে বলিতেছেন। (পৃষ্ঠা—১৯)।

মুসলেমকে উপদেশ করিতেছে, "আনফেকু মিন্ তায়্যিবাতে মা কাসাব্তুম্ ও-মা মেম্মা আখরাজ্না লাকুম্ মিনাল্ আর্দে" বকরাহ (২) ২৬৭), "তোমাদের যে ধন বিশুদ্ধ উপায়ে অর্জ্জিত, এবং আমি তোমাদিগের জন্য ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন করিয়াছি, তাহা হইতে ব্যয় কর"। বেদ যেমন বৈদিক কালের উপযোগী কৃষি কার্য্য করিয়া, জীবিকা উপার্জ্জন করিতে লোককে বলিতেছে, কোরাণও সেইরূপ কোরাণের সময়ের উপযোগী শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে মুসলেমকে উপদেশ দিতেছে।

সাধারণ ভাবে মনু বলিতেছে, যে সুদের বৃদ্ধি মূলের দ্বিগুণের বেশী হইবে না, "কুসীদবৃদ্ধি দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি," ৮-১৫১। কিন্তু এ কালের হিন্দু সে কথাতে কর্ণপাত ও করেন না। অপরদিকে কোরাণ সুদখোরীর বিরুদ্ধে অথবা সুদ খাওয়াইয়া সুদখোরের উদর পূরণ করার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, তাহাকেই এদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বর্ত্তমান দরিদ্রতা-রোগের অমোঘ ঔষধ জানিয়া, আমরা তৎপ্রতি হিন্দুমুসলমান উভয়েরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সকলেই জানে, যে বাঙ্গলা দেশের, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরাই প্রধানত কৃষি মজুরি প্রভৃতি যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া, সাক্ষাৎভাবে দেশে অন্ন এবং অর্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু হায়, মুসলমানের নির্ব্বুদ্ধিতা হেতুই হউক, আর যে কারণেই হউক, সে অন্ন, সে অর্থ ভোগ করা মুসলমানের

ভাগ্যে কমই ঘটে : তাহাদের উৎপন্ন সেই দ্রব্য এবং সেই অর্থ, মোকদ্দমা এবং মহাজনীর পথে, অলক্ষিত ভাবে গিয়া হিন্দু উকীল ও হিন্দু মহাজনের উদর পূরণ করে। এইরূপ বেদ-বিরুদ্ধ অহিন্দু উপায়ে অলসভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া, হিন্দু অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এবং মুসলমান নিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়াও অর্দ্ধাহারে অথবা চুরিদারি করিয়া জেলে গিয়া দিন কাটাইতেছে। হিন্দুও অর্থ কি অন্ন উৎপাদনের জন্য "বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধ কৃষিকর্ম্মণি" এই অমোঘ মন্ত্র ভুলিয়া শিল্পবানিজ্যাদির বিকাশের দিকে মনোযোগ না দিয়া, দিন দিন পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। এ দুরাবস্থার প্রতিকার না করিলে, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বিনাশ নিশ্চিত।

আদালতে না গিয়া, কোরানের উপদেশ মত আপোষদ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে, দরিদ্র মুসলমান বাঁচিবে, নতুবা মরিবে। সে সম্বন্ধে কোরাণে যাহা আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি (পৃঃ ৩৬ হইতে ৪১)। এস্থলে জকাত বা দান ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাদ্বারা ঋণজড়িত দরিদ্র মুসলমানকে হিন্দু মহাজনের করালগ্রাস হইতে মুক্তি করা বিষয়ে কোরাণ যাহা বলিতেছে, তৎপ্রতি আমরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোরাণ বলিতেছে :—"যাহারা সুদ খায়, তাহারা সোজাভাবে মানুষের মত দাঁড়াইতে পারে না,—যে লোককে শয়তান তাহার

স্পর্শদ্বারা ধরাশায়ী করিয়াছে, সে লোক যেমন দাঁড়ায়, সেরূপ ভিন্ন। ইহার কারণ এই, যে তাহারা বলে যে শিল্প-বানিজ্য সুদ-খোরীর মত ই। অথচ পরমেশ্বর লোককে শিল্প-বাণিজ্য করিতে আদেশ করিয়াছেন, এবং সুদখোরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যে লোকের প্রতি তাহার প্রভু হইতে এই আদেশ আসিয়াছে, সে যদি আদেশ পাইয়া সুদখোরী হইতে বিরত হয়, তবে আদেশ পাইবার পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা সে পাইবে। এবং সে লোকের কার্য্যভার পরমেশ্বরের হাতে আছে। এবং যে কেহ আদেশ লাভের পর আবারও সুদখোরী করে, সেরূপ লোকেরা নরকাগ্নির নিবাসী; তথায় তাহারা থাকিবে। পরমেশ্বর সুদখোরী অনুমোদন করেন না; এবং তিনি দানের কার্য্যের (সাদ্কাকাত) উন্নতি বিধান করেন; এবং পরমেশ্বর কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস করে, এবং সৎকর্ম্ম করে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং দরিদ্রের সাহায্যে অর্থদান করে (জকাৎ), তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার পাইবে, এবং তাহাদের কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না, এবং তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে না। হে বিশ্বাসীগণ, পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং সুদের যাহা বাকী আছে, তাহা মাপ কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। যদি তোমরা তাহা না কর, তবে জানিও পরমেশ্বর এবং তাঁহার প্রেরিতের সহিত তোমাদের যুদ্ধঘোষণা। যদি তুমি অনুতপ্ত হও, তবে তোমার

মূলধন তুমি পাইবে। খাতককে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। এবং তোমাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। খাতক যদি দুরাবস্থাপন্ন হয়, তবে অপেক্ষা কর,যতদিন না তাহার অবস্থা ভাল হইয়াছে। এবং তুমি যদি দানস্বরূপে তাহা মাপ কর, তবে তোমার পক্ষে ভাল, যদি তুমি বুঝিতে। বকরাহ্ (২)—২৭৫ হইতে ২৮০ *। আবার কোরাণ বলিতেছে ঃ—

* আল্লাজীনা ইয়া'কুলুনার্ রেবা লা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমু ল্লাজী ইয়াতাখাব্বাতুহোশ্ শাইত্বানো মিনাল্ মাস্সী জালেকা বে আন্নাহুম কালু ইন্নামাল্ বাই-উ মেসলুর্ রেবা। ও-আ আহাল্লা ল্লাহুল্ বাই-আ ও-আ হার্‌রামার্ রেবা। ফামান্ জা-আ-হু মাউ-ই-জাতুন্ মিন্ রাব্বেহি ফানতাহা ফালাহু মা সালাফা। ও-আ আমরুহু ইলা ল্লাহে। ও-আ মান্ আদা ফা উলায়েকা আস্‌হাবু ন্নারে। হুম্ ফীহা খালেদুনা।

ইয়াম্‌হাক্ ল্লাহুর্ রেবা ও-আ ইয়ুর্বীস্ সাদাকাতে। ও-আ ল্লাহু লা ইউহিব্বু কুল্লা কাফ্ফারিন্ আসীমিন্।

ইন্না ল্লাজীনা আমানু ও-আ আমেলুস্ সালেহাতে ও-আ আকামুস্ সালাতা ও-আ আতা-উ জ্জাকাতা লাহুম্ আজরুহুম্ এন্‌দা রাব্বেহিম্। ও-আ লা খাওফুন্ আলাইহিম্ ও-আ লা হুম্ ইয়াহ্‌জানুনা।

ইয়া আইয়ুহা ল্লাজীনা আমানু ত্তাকু ল্লাহা ও-আ জারু মা বাকীয়া মিনার্ রেবা ইন্ কুন্তুম্ মুমেনীনা।

ফা ইন্ লাম্ তাফআলু ফা' জানু বেহারবিন্ মিনা ল্লাহে ও-আ রাসুলেহি। ও-আ ইন্ তুব্‌তুম্ ফালাকুম্ রু-উ-সু আম্-ও-আলেকুম্। লা তাজ্‌লেমুনা ও-আ লা তুজ্‌লামুনা।

ও-আ ইন্ কানা জু' উস্‌রাতিন্ ফা নাজেরাতুন্ ইলা মাইসারাতিন্। ও আ আন্ তাসাদ্দাকু খায়রুন্ লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামুনা।

সুরা বকরাহ্ (২)—২৭৫ হইতে ২৮০ আয়াত।

"হে বিশ্বাসীগণ, সুদ খাইও না, তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ অর্থবৃদ্ধি করিও না। এবং পরমেশ্বরকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতকার্য্য হও" (ইমরান্ (৩)—১২৯) †। আবার কোরাণ বলিতেছে :— "এবং তোমরা সুদখুরীতে যাহা লাগাও, যেন তাহা মানুষের সম্পত্তিরূপে বৃদ্ধি পায়, আল্লার নিকটে তাহা বৃদ্ধি পাইবে না। আর পরমেশ্বরের সন্তোষের জন্য তোমরা দরিদ্রের উপকারার্থে দানরূপে (জকাৎ) যাহা লাগাও, এইরূপ লোকই অনেক লাভবান্ হইবে" (রুম্ (৩০)—৩৯ §।

"পরমেশ্বর শিল্পবানিজ্যকে বৈধ করিয়াছেন, এবং সুদখুরীকে অবৈধ করিয়াছেন,"—কোরাণ একথা বলার কি কারণ হইতে পারে, হিন্দুমুসলমান উভয়েই চিন্তা করুন। শ্যাইলকের (Shylock) গল্প হয়ত তাহারা শুনিয়াছেন। সুদখুরের লক্ষ্য গরীবকে রক্ষা করা নয়, গরীব খাতকের সম্পত্তি গ্রাস করা, এবং বিনা পরিশ্রমে তাহা ভোগ করা। খাতক কপর্দ্দকশূন্য হইয়া সপরিবারে পথের ভিখারী হউক, তাহাতে সুদখুরের কি দুঃখ?

---

† ইয়া অ-ইয়ুহা ল্লাজীনা আমানু লা তা'কুলুর্ রেবা আজ্আফান্ মুজা-আফাতান্। ও-আত্তাকু ল্লাহা লা আল্লাকুম্ তুফ্লেহুনা। সুরা ইমরান (৩)—১২৯ আয়াত।

§ ও-আ মা আতাইতুম্ মিন্ রেবান্ লে ইয়ারবু আ ফী আম্-ও-আলে ন্নাসে ফালা ইয়ারবু এন্দাল্লাহে। ও-আ মা আতাইতুম্ মিন্ জাকাতিন্ তুরিদুনা ও-আজ্হা ল্লাহে ফা উলায়েকা হুমুল্ মুজ্-এ-ফুনা। সুরা রুম (৩০)—৩৯ আয়াত।

নিষ্ঠুরভাবে বিনা পরিশ্রমে গরীবের রক্ত খাইতে ২ সুদখুরের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, দয়াবৃত্তি রুদ্ধ হয়। সে স্বার্থান্ধ হয়, অলস হয়, মিথ্যাচারী মামলাবাজ উকিলের দাস হয়, এবং নীতিবিহীন হয়। তাই কোরাণ বলিতেছে, যে প্রকৃত মুস্‌লেমের পক্ষে সুদ খাওয়া 'হারাম'। মুস্‌লেমের পক্ষে সুদ দিয়া সুদখোরীর প্রশ্রয় দেওয়াও 'হারাম'। মুস্‌লেম সুদ নিতেও পারে না, দিতেও পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য যখন প্রকৃত মুসলেমের জন্য বৈধ, এবং সে জন্য তিনেরই মূলধনের প্রয়োজন, তখন সে জন্য মূলধন পাইতে হইলে, মুস্‌লেমকে কি করিতে হইবে? কে না জানে, যে বিনা মূলধনে কৃষি, কি তেজারতি চলে না? যদি সুদ দিয়া ধার করা অবৈধ হইল, তবে কৃষি এবং তেজারতির জন্য মুস্‌লেম্ মূলধন কোথায় পাইবে?, আবার একথাও সত্য যে, যে স্থলে সভ্যদেশে শতকরা চারআনা কি ছয় আনা মাসিক সুদ দিয়া সহজেই কৃষি-শিল্প-বানিজ্যের জন্য লোকে সরকার হইতে কি বেঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়, সে স্থলে এ হতভাগ্য দেশে সুদখোর মহাজনকে মাসিক শতকরা ৬৷৹ টাকা সুদ দিয়া, সুদের সুদ দিয়া, হিন্দু-মুসলমানকে মূলধন ধার করিয়া, কৃষি অথবা তেজারতি করিতে হয়। সকলেই জানে, এত সুদ দিয়া, মূলধন ধার করিয়া, কৃষি কি শিল্প বানিজ্য করিয়া, লাভবান হওয়া অসম্ভব।

এইরূপ ভীষণ সঙ্কটের অবস্থায়, ইমানদার মোস্‌লেমের কোরাণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা

হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোরাণ বলিতেছে :—"এবং তাহারা (মুস্‌লেমেরা বা ঈশ্বরের নির্ভরকারীরা) পরমেশ্বরের দাসত্ব করা, সরল প্রাণে পরমেশ্বরের অধীন হওয়া, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করা, এবং দরিদ্রের হিতার্থে অর্থদান করা (জকাৎ), ইহা ভিন্ন অন্যকিছু করিতে বাধ্য নয়। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম"(সুরা বায়্যিনাহ্ (৯৮-৫)‡। কোরাণ পুনঃপুনঃ দরিদ্রের হিতার্থ দান বা জকাতকে উপাসনা বা সালাতের সহিত এক পর্য্যায়ে ভুক্ত করিয়া, ইহাই দেখাইতেছেন যে, যে ব্যক্তি দরিদ্রের জন্য অর্থদান না করে, তাহার উপাসনা গৃহীত হয় না। প্রত্যেক মুস্‌লেমকে আপন অবস্থানুসারে দান (জকাত) করিতে হইবে। যাহার অনেক আছে সে অনেক দিবে, যাহার অল্প আছে, সে অল্প দিবে ("The widow's mite") । কোরাণ সুরা তালাকে বলিতেছে, "যাহার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, সে সেই প্রচুরতা হইতে, এবং যাহার জীবিকার উপায় সংকীর্ণ, সে ঈশ্বর তাহাকে যাহা দিয়াছেন, সেই (সংকীর্ণতা) হইতে, (দানার্থ) অর্থব্যবহার করিবে। পরমেশ্বর কোন ব্যক্তির উপরে এমন বোঝা চাপান না, যতদূর শক্তি তিনি দিয়াছেন, তাহার অধিক। সংকীর্ণতার পর

‡ "ও-আ মা উমেরু ইল্লা লে ইয়াবুদুল্লাহা মুখ্‌লেসীনা লাহু দ্দীনা, হুনাফা-আ ও-আ ইয়ুকিমুস্‌ সালাতা ও-আ ইয়ুতু জ্জাকাতা ও-আ জালেকা দীনোল্‌ কায়্যিমাতে॥" সুরা বায়্যিনাহ্ (৯৮)-৫॥

পরমেশ্বর প্রচুরতা আনয়ন করেন" (৬৫-৭) *। আবার সুরা ইন্সান বা দহরে (৭৬) ধার্ম্মিকদিগের ("আব্রা") সম্বন্ধে কোরাণ বলিতেছে—"এবং তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হেতু দরিদ্রকে, অনাথকে, এবং বন্দীকে অন্ন দেয় : (এবং বলে যে) কেবল পরমেশ্বরের জন্য আমরা তোমাদিগকে আহার দেই : আমরা তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা ইচ্ছা করি না." ইন্সান (৭৬)-৮,৯ †।

পাঠক দেখিতেছেন, কোরাণের বিধি পালন করিয়া প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে, প্রত্যেক মুসলমান-মণ্ডলীর একটা দানভাণ্ডার বা জকাতের তহবিল থাকিতে হইবে। হতভাগা বঙ্গীয় মুস্লেমদের কি সেই তহবিল আছে? থাকিলে, নিশ্চয়ই দরিদ্র শ্রমজীবি ও কৃষক মুসলমানেরা সুদখোর সাহা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর হিন্দুর মুখের গ্রাস হইত না! এখন কি তবে মুসলমানগণ তাহাদের সেই জকাতের তহবিল পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

---

* "লে ইয়ুন্ফেক জু সা-আ-তিন্ মিন্ সা-আ-তেহি। ও-আ মান্ কুদেরা আ-লাইহে রেজ্কুহো ফাল্ ইয়ুন্ফেক মেম্মা আতাহো ল্লাহে। লা ইয়ুকাল্লেফু ল্লাহো নফসান্ ইল্লা মা আতাহা। সাইয়াজ্-আলু ল্লাহো বা'দা উস্রিন্ ইয়ুস্রান্" (তালাক (৬৫)—৭)।

† ও-আ ইয়ুৎ-ইমুনা ত্তা-আমা আলা হুব্বেহি মিস্কিনান্ ও-আ ইয়াতীমান্ ও-আ আসীরান্। ইন্নামা নুৎ—এমু কুম্ লে ও-আজ্হে ল্লাহে। লা নুরীদো মিন্কুম্ জাজ্বা-আন্ ও-আ লা' শুকুরান্"। সুরা ইন্সান্ বা দহ্র (৭৬)—আয়াত ৮,৯॥

করিতে প্রাণপণ যত্ন করিবেন না? সেই জকাতের অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে কোরাণ কি বলিতেছে? সেই জকাতের অর্থ যে যে কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোরাণের যে ব্যবস্থা আছে, তৎপতি ও আমরা হিন্দুমুসলমান উভয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

কোরাণ বলিতেছে:- "দানের অর্থ কেবল গরীব ও অভাবগ্রস্তের জন্য ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের জন্য, ও যাহাদের অন্তর ইস্‌লামের দিকে অনুরক্ত করা হইতেছে, তাহাদের জন্য, দাসদিগের গ্রীবা মুক্তির জন্য, যাহারা ঋণগ্রস্ত তাহাদের সাহায্যের জন্য, এবং ঈশ্বরের পথে ব্যয়ের জন্য, এবং পথিকদের সাহায্যের জন্য। ইহা ঈশ্বরের একটি আদেশ, এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা এবং সুনিপুণ (সুরা বরা'আত (৯)-৬০)*

কি আশ্চর্য্য! সুরা বরা'তের উক্ত আয়াতের মর্ম্মানুসারে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরাণের সময়ে মুস্‌লেমদের মধ্যে জকাতের ধনের একটা পৃথক্ বিভাগ ছিল। তাহার পৃথক কর্ম্মচারী ও ছিল। ইমানদার দরিদ্রের সাহায্যার্থ সাধ্যানুসারে অর্থদান করা, উপাসনার ন্যায়, সকল মুস্‌লেমের

* ইন্নামা স্‌সাদাকাতো লিল্ ফুকারা-এ ও-আল্ মাসাকীনে ও-আল্ আমেলিনা আলাইহা ও-আল্ মু-আল্লাফাতে কুলুবুহুম্ ও-আ ফী র্‌রেকাবে ও-আল্ গারেমীনা ও-আ ফী সাবিলে ল্লাহে ও-আব্‌নী স্‌সাবীলে। ফারী-জাতান্ মিনাল্লাহে। ও-আল্লাহো আলীমুন্ হাকিমুন্। সুরা বরা'আৎবা তাউবা (৯)—৬০ আয়াত।

নিত্য কর্ম্ম ছিল। এখন তাহা কৈ? ভাই মুসলমান, তোমরা কি কোরাণের এই বহুমূল্য ব্যবস্থাকে শিরোধার্য্য করিয়া, সেই পুরাতন জকাতের ধনভাণ্ডারকে এ কালোচিত সংগঠন (organisation) প্রদান করিয়া, আত্মরক্ষা এবং ইমানদার মুসলেমের রক্ষার উদ্দেশ্যে পুনর্জ্জীবিত করিবে না? সভ্যদেশ সকলের মত জকাতের উপরে চারিত্রমূলক দরিদ্র-ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া (Raiffeisen Village Banks, and Casa Rurali" based on "capitalised honesty"). তোমরা কি ইমানদার প্রকৃত মুসলমানদিগকে সুদখোরের উদর পূরণ করিয়া, কাফেরির সাহায্য করিয়া, নরক গমন হইতে বাঁচাইবে না? আর্দ্ধেক নৌকা আর্দ্ধেক কুমীর হয় না। মানিতে হইলে, ষোল আনা কোরাণকেই মানিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে এক একটি জকাতের বিভাগ খুলিয়া, সভ্যদেশ সকলের মত তোমরাও যাহাতে প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানকে, শুধু তাহার ইমানের উপরে ("capitalised honesty") বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে, যথাযোগ্য অর্থদান করিয়া ঋণমুক্ত করিতে পার, তাহার বন্দোবস্ত তোমাদিগকে করিতে হইবে। এসম্বন্ধে পাঠক আমাদের কৃত "চরিত্র-মূলক যৌথ-দরিদ্র ধনভাণ্ডার" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখিবেন। জানিও সভ্যদেশ সকলে লোভ এবং স্বার্থমূলক ব্যক্তিগত মহাজনি বা শাইলক্-গিরি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তাহার স্থলে তেজারতির (Industries & Commerce) সাহায্যকে একমাত্র লক্ষ্য

করিয়া, সমবায় প্রণালীতে ধনভাণ্ডার সকল (Co-operative Banks) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার ফলে, তোমরা যে স্থলে মাসিক শতকরা ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা সুদ দিয়া থাক, সুদের সুদ দিয়া থাক, পাশ্চাত্য শিল্পিগণ ও বনিক্‌গণ বিনা বন্ধকে, কেবল সততার বলে ("capitalised honesty") আমাদের চক্ষুর সমক্ষে, এদেশেই তাহার স্থলে মাত্র ।/০, ।৵০ পাঁচ আনা ছয় আনা সুদ দিয়া, ইম্পিরিয়েল বেঙ্ক হইতে তাহাদের যাহার যত মূলধন প্রয়োজন, তাহা পাইতেছে। বস্তুতঃ এই শতকড়া পাঁচ আনা সুদদ্বারা আফিসের ব্যয়াদির মাত্র সঙ্কুলান হয়, প্রকৃত গরীবের রক্ত-শোষণকারী সুদখোরীর তাহাতে স্থানই নাই। বলিতে গেলে "হার্‌রামা রেবা," সুদখুরী হারাম, কোরাণের এই অমূল্য উপদেশ পাশ্চাত্যেরাই পালন করে; হিন্দু-মুসলমান সে উপদেশের দিকে দৃষ্টিই করে না। যতক্ষণ না মুসলমান কোরাণের উপদেশ মত জকাতের উপরে 'চরিত্রমূলক যৌথ দরিদ্র-ধনভাণ্ডার, প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইমানদার শিল্পী এবং বণিক্‌দিগের জন্য, পাশ্চাত্য উন্নত জাতি সকলের মত, বিনা সুদে (কিম্বা নাম মাত্র সুদে) তাহাদের মূলধন যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ততদিন পাশ্চাত্য উন্নত জাতি সকলের সহিত শিল্প-বানিজ্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা, মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব, শিল্প-বাণিজ্য করিয়া ধনী হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। যথাযোগ্য প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিলে, এই প্রতিযোগীতার দিনে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে শিল্প-বাণিজ্যে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব।

ভাই মুসলমান, মামলাবাজ মুসলমান মোক্তার যেমন কখনও তাহার হিন্দু উকীলের সমান হইতে পারে না, সেইরূপ মুসলমান, যতদিন হিন্দুর খাতক থাকিবে, ততদিন সে তাহার হিন্দু মহাজনের সমান হইতে পারিবে না। মুসলমান যদি হিন্দুর সমান হইতে চায়, তবে একদিকে তাহাকে কোরাণের উপদেশ মত মোকদ্দমা বন্ধ করিতে হইবে, অপরদিকে কোরাণের উপদেশ মত জকাৎ-মূলক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইমানদার মুসলমানের ইমানকে সুদখুরির প্রশ্রয়দান (abetment of usury) হইতে বাঁচাইতে হইবে। ইমানদার বাছিয়া এইসকল জকাৎ-ভাণ্ডারের ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিতে হইবে। যদি বেশী টাকা দিয়া বিশ্বাস করা যায়, এমন ইমানদার না মিলে, তবে যত ইচ্ছা অল্প টাকার উপরে ছোট ছোট অসংখ্য জকাৎ-ভাণ্ডার খুলিতে হইবে। তাহার জন্য উপযুক্ত ইমানদার লোক নিশ্চয় প্রতিগ্রামেই আছে। এই সকল ধন-ভাণ্ডার প্রত্যেক গ্রামে এক একটি টাকার গাছের মত হইবে। কারণ ইহাতে সকলেই দান করিবে, কিন্তু কেহ ইহা হইতে সুদ খাইবে না। যে সকল ইমানদার লোক এই সকল ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইয়া উপকৃত হইয়াছে, কিম্বা উপকৃত হইতে আশা করে, নিশ্চয় তাহারা নিজেরাও সাধ্যমত জকাৎ দান করিয়া, এই সকল টাকার গাছের গোড়ায় জল সেচন করিবে। যে দানকে তাহাদের তেজারতির মূলধন করিয়া দানগ্রাহীরা লাভবান্ হইয়াছে, অবশ্য তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের উপার্জ্জিত

লাভের টাকাপ্রতি অন্ততঃ এক পয়সা হইলেও সেই দানভাণ্ডারে দান করিবে। তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে সেই জকাতের টাকার গাছ এত বৰ্দ্ধিত হইবে, যে তাহার ফলে সেই সেই গ্রাম টাকায় ভাসিয়া যাইবে যুরোপে যেমন দেখা গিয়াছে, ঐ টাকাদ্বারা ইচ্ছামত গ্রামের নানাবিধ হিতকর কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারিবে। তখন সততা বা ইমানেরও মূল্য লোকে বুঝিবে। অসৎ বে-ইমানেরা যখন দেখিবে, যে সচ্চরিত্র ইমানদার লোক জকাতের ভাণ্ডার হইতে বিনা সুদে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া, আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছে, তখন, য়ুরোপে যেমন হইয়াছে, বে-ইমান অসৎ লোকেরাও সৎ এবং ইমানদার হইতে চেষ্টা করিবে। দেশের হাওয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লিয়া যাইবে। তখনই সেই জকাতের ধন-ভাণ্ডার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কোরাণবচন সফল হইবে:—"তোমরা সুদখোরীতে যাহা লগ্নী কর, যেন তাহা মানুষের সম্পত্তিরূপে বৃদ্ধি পায়, তাহা আল্লার নিকটে বৃদ্ধি পাইবে না। আর পরমেশ্বরের সন্তোষের জন্য তোমরা জকাতরূপে যাহা লাগাও, এরূপ লোকই অনেক লাভবান্ হইবে" (রুম ৩০)-৩৯)।

আমরা কি তবে আশা করিতে পারিনা, যে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, পাশ্চাত্য উন্নত জাতিসকলের মত, সততামূলক জকাত বা দানভাণ্ডার সংক্রান্ত কোরাণের অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিবে। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়," "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং"। দরিদ্রার্থে ধন দান হিন্দুরও প্রধান ধর্ম্ম। সত্য এবং মঙ্গল সম্বন্ধে কোনরূপ জাতিভেদ বা জাতিগত

বিদ্বেষের স্থান নাই, কারণ মানব প্রকৃতি এক। যদিই বা বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের দিনে, হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের জকাতের দান ভাণ্ডারে যোগ দেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে আমরা হিন্দুগণও কেন পাশ্চাত্য সভ্য জাতি সকলের অনুকরণে, কোরাণের উপদেশ মত দানভাণ্ডার স্থাপন করিয়া, যাহাতে সচ্চরিত্র হিন্দুও তাহার সচ্চরিত্রের বলে, বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, মূলধন পাইয়া, শিল্পবাণিজ্য অবলম্বন করিয়া, দেশের অর্থবৃদ্ধি করিতে পারে, সেরূপ একএকটি টাকার গাছ প্রতি গ্রামে লাগাইব না, যে টাকার গাছের বলে বিদেশীয়েরা তেজারতি করিয়া, দুনিয়ার ধন দিয়া স্ব স্ব দেশ পূর্ণ করিতেছে। তখন বঙ্গবাসীরও দৈনিক আয় /১০ ছয় পয়সার পরিবর্ত্তে, আমেরিকার মত চৌদ্দটাকা, না হয়, বিলাতের মত ৬।৷০ সাড়ে ছয় টাকা, না হয়, জাপানের মত ৫৲ পাঁচ টাকা হইবে, এবং উপযুক্ত আহারাদি লাভ করিয়া বঙ্গবাসীর ও আয়ু গড়ে ২২ বৎসরের পরিবর্ত্তে আমেরিকার মত ৫৬ বৎসর, না হয়, বিলাতের মত ৫০ বৎসর, না হয়, জাপানের মত আটচল্লিশ বৎসর হইবে। "শতং জীব শরদো বৰ্দ্ধমানঃ" (ঋ, ১০-১৬১-৪), "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ", শতবৎসর আয়ু বৈদিক হিন্দুর আদর্শ। সেই সুফল লাভকল্পে আমরা কি "চরিত্রমূলক যৌথ ধনভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠাদি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিব না ? (See in Wolff's People's Banks, the chapters on Raiffeisen Village Banks, and Wollenberg's Casa Rurali) ।

মুস্‌লেম সমাজে প্রচলিত নমাজ বা উপাসনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে 'নমাজ' শব্দ পার্শি শব্দ, কোরাণের 'সালাত' শব্দের প্রতিশব্দ, বৈদিক নমস্‌ শব্দের সহোদর। এমন কি 'সজ্‌দা' করিবার সময়ে যেরূপ হাটুগাড়ীতে হয়, বৈদিক ঋষিগণ ও তাঁহাদের পূজার সময়ে সেইরূপই হাটু গাড়িতেন— "সপর্য্যবো ভরমাণা অভিজ্ঞু প্র বৃঞ্জতে নমসা বর্হিরগ্নৌ" (ঋ. ৭-২-৪), "হব্য প্রদানদ্বারা পূজাকারীগণ (সপর্য্যবঃ) জানু নত করিয়া (অভিজ্ঞু) পাদাঙ্গুষ্ঠে, ভরদিয়া (ভরমাণাঃ) (জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের দৃশ্য সঙ্কেতস্বরূপ) অগ্নিতে (ভক্তি-কৃতজ্ঞতার সঙ্কেত-স্বরূপ) ঘৃতাদি হব্যসহ তৃণদান করিতেছে"।

আমরা দেখাইয়াছি যে প্রকৃত নমাজ, যাহা ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রাণ, সুধু কথার নমাজ নয়। তাই কোরাণ বলিতেছে :— "ইন্না স্‌সালাতা তান্‌হা আনেল্‌ ফাহ্‌শায়ে ও-আল্‌ মুনকারে", আন্‌কাবুত (২৯)—৪৫; "নিশ্চয় নমাজ লোককে অশ্লীলতা এবং কুক্রিয়া হইতে রক্ষা করে"। যে নমাজ লোকে বুঝে না, লোককে অশ্লীলতা এবং কুক্রিয়া হইতে রক্ষা করে না, তাহাকে 'নমাজ' বলা কি তবে ঠিক্‌? তাই কোরাণ বলিতেছে :— "ফা উ-আইলুন্‌ ল্লিল্‌ মুসাল্লীনা, ল্লাজীনা হুম্‌ আন্‌ সালাতে হিম্‌

সাহুন, ল্লাজীনা হুম্ ইয়ুরা-উনা, ও-আ ইয়ামনাউনাল্ মাউনা "॥ মা-উন্ (১০৭)—৪,৫॥ "সেই প্রার্থনাকারীদের জন্য আক্ষেপ, যাহারা তাহাদের নমাজের মর্ম্ম গ্রহণ করে না, যাহারা লোককে দেখাবার জন্য কার্য্য করে, এবং অনুমাত্রও লোকের সাহায্য করে না"। "Words without thoughts never to heaven go," "সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা" (ব্রহ্মসঙ্গীত)। বস্তুতঃ প্রকৃত নমাজ, সুধু ইস্‌লাম ধর্ম্ম কেন, সকল প্রকৃত ধর্ম্মেরই আত্মার অন্নজল– "The bread of life"। কোরাণ্ বলিতেছে :—"আমার উপাসকগণ যখন তোমাকে আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আমি প্রার্থীর প্রার্থণার উত্তর দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব আমার আহ্বান তাহাদের শোনা উচিত, এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, যেন তাহারা প্রকৃত পথে চলিতে পারে"। বকরাহ্ (২)—১৮৬॥ জাগ্রত জীবন্ত পরমেশ্বরের জাগ্রত জীবন্ত ভাবে উপাসনা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম্মেরই সার তত্ত্ব, মানবাত্মামাত্রেরই জন্য অতি উপাদেয় অন্নজল। ফোজ্‌লি আম যেমন হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের শরীরের পক্ষেই অতি উপাদেয় বস্তু, নমাজও সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল মানবের আত্মার পক্ষেই সেইরূপ, অথবা ততোধিক উপকারী। এজন্যই একালের মুসলমান যাহা করে না, কোরাণ হজরত মহম্মদকে কাফেরদের সঙ্গে—"ল্লাজীনা কাফারু" (১০১)—নমাজ করিতে বলিতেছেন, "ফা আকামতা লাহুমু-

সসালাতা" নিসা (৭)—১০১। হায়, হিন্দু-মুসলমান যদি এদেশে নমাজের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া একত্র নমাজ পড়িত, বা উপাসনা করিত, তবে কতই না সুফল ফলিত !

পাঁচ বেলা নমাজ।

মুসলমানদের মধ্যে অধুনা দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ার বিধি প্রচলিত।

১। ভোর বেলার নমাজ (সলাৎ-উল্ ফজ্‌র)।

২। মধ্যাহ্নকালের বা বেলা ১২টার পরের নমাজ (সলাৎ উজ্জুহ্‌র)।

৩। অপরাহ্ন কালের বা বেলা ৩ টার পরের নমাজ (সলাৎ উল্-'আস্‌র)।

৪। সূর্য্যাস্তের সময়ের নমাজ (সলাৎ উল্-মঘ্‌রিব)।

৫। শয়ন কালের পূর্ব্বের নমাজ (সলাৎ উল্-'ইশা)।*

নমাজের অঙ্গভেদ।

(১) বাহ্যশুদ্ধি।

একালে মুসলমানদের মধ্যে অনেক প্রকার বাহ্যশুদ্ধির সাধনা প্রচলিত আছে ; তন্মধ্যে কোরাণে আমরা ওজুর ও স্নানেরই

* এতদ্ভিন্ন শেষ রাত্রে প্রার্থনার (তাহাজ্জুদ্) এবং মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বের প্রার্থনার (দুহা) ও ব্যবস্থা আছে।

বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। (কোরাণ বলিতেছে)—"হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা নমাজের জন্য উঠ, তখন তোমার মুখ এবং কনুই পর্য্যন্ত হাত ধৌ, তোমার মস্তক মুছ, এবং তোমার গোড়ালি পর্য্যন্ত পা ধৌ, এবং যদি তোমার শারীরিক অপবিত্রতা থাকে, তবে স্নান কর"—মাইদাহ্ (৫)-৬। সেই সঙ্গে বলা হইতেছে :—"পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন না, যে তোমাদিগকে কোন কষ্টে ফেলেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন যে তোমাদিগকে পবিত্র করেন", মাইদাহ্ (৫)-৬। বস্তুত অন্তরের শুদ্ধি-সাধনই বাহ্য শুদ্ধির লক্ষ্য,—এবং সেই উদ্দেশ্যেই কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল বাহ্য যন্ত্রদ্বারা,—যথা হাত, পা, মুখ, নাক এবং মস্তক, অথবা সমস্ত শরীর,—লোকে পাপাচরণ করে, পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে সে সকল যন্ত্রকে বাহ্য মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়। তবে, প্রকৃত অন্তরের শুদ্ধিসাধনে যাহার অমনোযোগ, তাহার পক্ষে বাহ্য শুদ্ধি-সাধনা, কৃষকের শস্য পরিত্যাগ করিয়া তুষ গ্রহণের তুল্য, বৃথা। আবার কোরাণের ব্যবস্থা দুই প্রকার :—বিশ্বজনীন (আয়াতুন্ মুহ্কামাতুন্) এবং স্থানীয় (মুতাশাবেহাতুন্) বা আরব দেশের জন্য (ইম্রান্ (৩)-৬)। আরবের মত গরম দেশে কৃষি-শিল্প-জীবি লোকদের মধ্যে এই প্রকার উজু ও স্নানের ব্যবস্থা যে কত আরাম-প্রদ, এবং শরীর-শোধনকারী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু প্রকৃত ইস্লাম "আয়াতুন্ মুহ্কামাতুন্," নিত্যসত্য,

বিশ্বজনীন। তাহাই কোরাণের মূল, "উম্মুল্ কেতাবে" (৩-৬)। 'আইস্‌লেণ্ড', কি 'নরোয়ে', এমন কি বিলাতের মত শীত-প্রধান দেশের মুসলমানদিগকে ঐ প্রকার উজু দিনে পাঁচবার করিতে হইলে, অথবা বিলাতাদি যে দেশের লোক বৎসরে দু একবারের বেশী স্নান করে না, সে দেশের লোককে প্রত্যহ স্নান করিতে হইলে, নিশ্চয় তাহাদিগকে কোরাণের উপদেশেরই বিরুদ্ধে, মহা কষ্টে ফেলা হইবে, "যাহা ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না"। কোরাণ নিজেই তাহাদের জন্য দেশকালোচিত ব্যবস্থার বিধি দিয়া বলিতেছেন",—"প্রত্যেক জাতির জন্য আমি ধর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছি, যাহা তাহারা অনুসরণ করে"—"লেকুল্লে উম্মাতিন্ জা-আল্‌না মন্‌সাকান্ হুম্ নাসেকুহো", হজ্জ্ (২২)– ৬৭।

(২) আজান ও একামৎ

সামাজিক নমাজে আজান দিতে হয়। 'কেব্‌লা' বা সমস্ত মুস্‌লেম জগতের দৃশ্য মিলন-কেন্দ্র-স্বরূপ মক্কার কাবারদিকে মুখ ফিরাইয়া, হস্তদ্বয় কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে সকলকে নমাজে আহ্বান করিতে হয়। ইহারই নাম আজান। খৃষ্টান ঘণ্টা বাজাইয়া উপাসকদিগকে ডাকে, হিন্দু শঙ্খ, ঘণ্টা, কাশী বাজায়। মুসলেম তৎপরিবর্ত্তে অতি হৃদয়-

গ্রাহী বাক্যে, অতি মিষ্ট গম্ভীর স্বরে চিৎকার করিয়া, উপাসক-মণ্ডলীকে এই বলিয়া নমাজে আহ্বান করে :—

(১) আল্লাহু আক্‌বারু চারিবার

পরমেশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ বা পরব্রহ্ম।

২। আশ্‌হাদু আন্‌ ল্লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহো। আশ্‌হাদু = সাক্ষ্যদিতেছি। আন্‌ = আমি। দুইবার। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই।

৩। আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ রাসুলো ল্লাহে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি. যে মুহাম্মদ্‌ পরমেশ্বরের প্রেরিত। দুইবার।

৪। হাইয়্যা আলা স্‌লাতে। ডানদিকে মুখ করিয়া দুইবার। হাইয়্যা = আইস। উপাসনাতে উপস্থিত হও।

৫। হাইয়্যা আলাল্‌ ফালাহে। বামদিকে মুখ করিয়া দুইবার। ফালাহে = মঙ্গল লাভার্থ। মঙ্গল লাভার্থ উপস্থিত হও।

৬। আল্লাহু আক্‌বারু। দুইবার।

৭। লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহু। দুইবার। এতদ্‌ব্যতীত ভোর বেলার উপাসনার আজান দিবার সময়, (৫) এবং (৬) বাক্যের মধ্যে, বলিতে হয় :—

আস্‌-সালাতো খাইরুন্‌ ম্মিনা ন্নাউমে। দুইবার। খাইরুন্‌ = কল্যাণপ্রদ। মিনা = হইতে। ন্নাউমে = নিদ্রা। উপাসনা, নিদ্রা হইতে অধিক কল্যাণপ্রদ।

আজানের পর উপাসকগণ, সারিবদ্ধ হইয়া, কেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া, উপাসনার স্থানে দাড়াইলে পর, "একামৎ" বলিতে হয়। তাহাতে আজানের মূল বাক্যগুলি আবার একবার করিয়া বলা হয়, এবং সেই সঙ্গে (৫) বাক্যের পরে "কাদ্‌ কামাতে স্‌সালাতো"—"নিশ্চয় উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে', এই বাক্য দুইবার বলা হয়।

(৩) নমাজ,—ফরজ ও স্নন্নত।

নমাজ অনেক প্রকার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য : সুধু তাহা নয়, আমাদের পক্ষে তাহা অনধিকারচর্চ্চা। সাধারণ সামাজিক নমাজকে 'ফরজ' বলে, অর্থ "অবশ্য কর্ত্তব্য"। তাহাতে একজন ইমাম্‌ বা আচার্য্য বা চালক থাকে। লোক সকলকে ডাকিয়া, সামাজিক ভাবে দলবদ্ধ হইয়া, 'ফরজ' নমাজ করিতে হয়, যেন তাহা অবিশ্বাসীদিগের ও চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়। সাধারণ ব্যক্তিগত নমাজকে 'সুন্নত' বলে, অর্থ "সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।" ফরজ নমাজের অনুকরণেই সুন্নতাদি নমাজ করিতে হয়। শুক্রবারের জুম্মা নমাজে ইমাম্‌ বা আচার্য্য যে একটি উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার নাম 'খুৎবাহ্‌'। এ স্থলে

মাত্র ফরজ নমাজের একটি সাধারণ বর্ণনা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

৪। ফরজ নামাজের বর্ণনা।

'একামৎ' বা "নমাজ ঠিক আরম্ভ হইয়াছে"---"কাদ্‌কামাতে স্‌সলাত"—বলা হইলে পর, 'কেব্‌লা' বা ইস্‌লাম ধর্ম্মের কেন্দ্র-স্বরূপ মক্কার 'কাবা'র দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, দুই হাত কাণ পর্য্যন্ত উঠাইয়া, "আল্লাহু আক্‌বার" "পরমেশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ" বলিতে হয়। ইহার নাম "তক্‌বির-ই-তাহ্‌রিমাহ্‌।" তাহার পর "কিয়াম," অর্থাৎ বুকের উপরে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখিয়া, দাঁড়াইয়া বলিতে হয় :---"ইন্নী ওআজ্জাহ্‌তো" ইত্যাদি, * "নিশ্চয় আমি একাগ্রচিত্তে আমার মুখ তাঁহার দিকে

---

* ইন্নী (নিশ্চয় আমি) ওআজ্জাহ্‌তো (মুখ ফিরাইতেছি) ও-আজ্‌-হিয়া (আমার মুখ) লিল্লাজী (তাঁহার দিকে, যিনি) ফাতারাস্‌ (সৃষ্টি করিয়াছেন) সমাওয়াতে (আকাশ) ও-আল আর্দা (এবং পৃথিবী) হানিফান্‌ (একাগ্রচিত্ত হইয়া), ও-আ মা আনা (এবং আমি নহি) মিনাল্‌-মুশ্‌রেকীন। (ঈশ্বরের শরীক-স্বীকারকারীদের মধ্যে)। ইন্না (নিশ্চয়) স্‌সালাতী (আমার প্রার্থনা) ও- আ নুস্থুকি (আমার উপহার) ও-আ মাহ্‌য়ায়া ও-আ মামাতী (আমার জীবনও আমার মৃত্যু) লিল্লাহে (পরমেশ্বরের জন্য), রাব্বেল্‌ আলামিন্‌

ফিরাইয়াছি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং আমি ঈশ্বরের শরীক-স্বীকারকারীদের মধ্যে নহি । নিশ্চয় আমার প্রার্থনা এবং আমার উপহার, এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু পরমেশ্বরের জন্য, যিনি বিশ্বসংসারের প্রতি-পালক। তাঁহার কোন শরীক নাই : এবং ইহাই আমার প্রতি আদেশ। এবং যাহারা ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে, আমি

(যিনি বিশ্বের প্রতিপালক)। লা শারীকা লাহু (তাহার কোন শরীক নাই), ও-অ। বেজালেকা (এবং ইহাই) উমেরতো (আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি), ও-অ। আনা (এবং আমি) মিনাল মুসলেমীনা (যাহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে, তাহাদের মধ্যে আছি)। আল্লাহুম্মা (হে পরমেশ্বর) আন্তাল্ মালেকে। (তুমি রাজা) লা এলাহা এল্লা আন্তা (তুমি ভিন্ন ঈশ্বর নাই), আন্তা রব্বী (তুমি আমার প্রতি পালক), ও-অ। আনা আব্দোকা (আমি তোমার উপাসক); জালাম্তো নফ্সী (আমি নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি), ও-অ' তারাফ্তো বেজানবী (এবং আমি আমার দোষ সকল স্বীকার করি), ফা'গ্ফের্লী জুনুবী জামিয়ান্ (অতএব আমার দোষ সকল হইতে আমাকে মুক্তিদান কর), ইন্নাহো লা ইয়াগ্ফেরু জুনুবা ইল্লা আন্তা (নিশ্চয় তুমি ভিন্ন কেহ দোষ হইতে মুক্তিদান করিতে পারে না), ও-আহ্দিনী লে আহ্সা-নেল্ আখ্লাকে (এবং আমাকে উৎকৃষ্ট সদাচারের দিকে চালনা কর), লা ইয়াহ্দী লে আহ্সানেহা ইল্লা আন্তা (কারণ তুমি ভিন্ন কেহ উৎকৃষ্ট সদাচারের দিকে চালনা করে না); ও-আস্রেফ আন্নী সায়্যিয়াহা (এবং আমা হইতে অসদাচার দূর কর), লা ইয়াস্রেফু আন্নী সায়্যিয়াহা ইল্লা আন্তা (যেহেতু তুমি ভিন্ন কেহ আমা হইতে অসদাচার দূর করিতে পারে না)।

তাহাদের একজন। হে পরমেশ্বর, তুমিই রাজা, তুমি ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার উপাসক। আমি নিজের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং আমি আমার দোষ সকল স্বীকার করি। অতএব আমার সমস্ত দোষ হইতে আমাকে মুক্তি দান কর, এবং আমাকে উৎকৃষ্ট সদাচারের দিকে চালনা কর, কারণ তুমি ভিন্ন কেহ উৎকৃষ্ট সদাচারের দিকে চালনা করে না। এবং আমা হইতে অসদাচার দূর কর, কারণ তুমি ভিন্ন কেহ আমা হইতে অসদাচার দূর করিতে পারে না।

এই প্রার্থনাটি কি মর্ম্মস্পর্শী কি কল্যাণ-কর! যদি মুসলমান-সাধারণ বুঝিয়া সুজিয়া সরল অন্তরে এই প্রার্থনাটি করিত, তবে নিশ্চয় মুসলমান প্রকৃত মানুষ হইত। সচরাচর উক্ত বিস্তারিত প্রার্থনার পরিবর্ত্তে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা"-ইত্যাদি "হে পরমেশ্বর, পবিত্রতা তোমারই, প্রশংসা তোমারই, এবং তোমার নাম ধন্য; তোমার গৌরব সর্ব্বোচ্চ; এবং তোমা ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই। সকলের হেয়, পাপ-দেবতার অনিষ্ট-কারিতা হইতে আমি পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি" ‡।

‡ সুবহানাকা ল্লাহুম্মা (হে পরমেশ্বর, পবিত্রতা তোমারই), বেহাম্‌দেকা (প্রশংসা তোমারই), ও-আ তাবারাকাস্‌মুকা (এবং তোমার নাম ধন্য), ও-আ তা-আ-লা জাদ্দুকা (এবং তোমার গৌরব সর্ব্বোচ্চ), ও-আ লা ইলাহা (এবং উপাস্য কেহ নাই) গাইরুকা (তুমি ভিন্ন), আ-উজু বেল্লাহে (আমি পরমেশ্বরের আশ্রয় লইতেছি), মিনাশ্‌শাইতানের্‌ রাজীমে (তাড়িত পাপের দেবতা হইতে)।

অতঃপর দণ্ডায়মান থাকিয়াই সুরা ফাতেহা বলিতে হয় (পৃঃ ৩ দেখ)। তাহা শেষ হইলে পর, সকলে "আমিন" (Amen) বা "তথাস্তু" বলিতে হয়।

তৎপর অন্য একটি কোরাণের সুরা, যথা সুরা ইখ্‌লাস (পৃঃ ৮ দেখ), অথবা কোরাণের যে কোন অংশ উপাসকের স্মরণ হয়, তাহাই বলিতে হয়।

তৎপর "আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া রুকু করিতে হয়, অর্থাৎ মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া হাটুর উপরে হাতের তলাদ্বয় রাখিতে হয়। রুকু করিয়া তিন বার বলিতে হয়—"সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্‌ আজীম"*—"পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের, যিনি মহান্‌।

তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে হয়, "সামি-আ ল্লাহু লেমান্‌ হামেদাহো"। "রব্বানা ও-আ লাকাল্‌ হাম্‌দো"—†"পরমেশ্বরের স্তব করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন"। "হে আমার প্রভু, প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য"।

তৎপর সজ্‌দা বা মাটিতে মাথা দিয়া নমস্কার করিতে হয়,- অর্থাৎ দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি, দুই হাটু, এবং দুই হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া, মস্তকদ্বারা মাটি স্পর্শ করিতে হয়। এবং সে ভাবে থাকিয়া তিনবার বলিতে হয় :—

---

* সুব্‌হানা—পবিত্রতা। আজীম—মহান্‌

† সামি-আ—গ্রহণ করেন। হামেদাহু—প্রশংসা।

"সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'লা," "পবিত্রতা আমার প্রভুর, তিনিই সর্ব্বোচ্চ"

অতঃপর উপাসক ভক্তিভাবে বসিবে। ইহারই নাম জলসাহ্‌।

তৎপর আবার পূর্ব্ববৎ সজ্‌দা করিয়া তিনবার বলিতে হয় সুব্‌হানা রব্বিয়াল্‌ আ'লা। ইহাতেই নমাজের প্রথম রেকাত শেষ হইল।

আবার দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় 'রেকাত' নমাজ পড়িতে হয়। তাহা প্রথম রেকাতেরই অনুরূপ, তবে শেষ করিয়া দাড়াইবার পরিবর্ত্তে ভক্তিভরে হাঁটুগাড়িয়া (কাহ্‌দাহ্‌) পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনের সহিত, হজরতের জন্য, সমবিশ্বাসীদের জন্য এবং নিজের জন্য এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়:—বাক্য, কার্য্য এবং ধনদ্বারা কৃত সকল সম্মান এবং উপাসনা পরমেশ্বরের জন্য। হে নবী, তোমার উপরে পরমেশ্বরের শান্তি হউক, এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং অনুগ্রহ। তাঁহার আশীর্ব্বাদ এবং অনুগ্রহ আমাদের উপরে, এবং তাঁহার সৎ-কর্ম্মশীল দাসদের উপরে বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে পরমেশ্বর ভিন্ন কোন উপাস্য নাই; এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত" *। এই প্রার্থনারই নাম "তাহিয়্যাহ্‌"।

* আৎ তাহিয়্যাতো (সমস্ত সম্মান) লিল্লাহে ও-আ স্‌সালা ও-আতো (এবং উপাসনা) ও-আ ত্তায়্যিবাতো (এবং ধন) আস্‌সালামো আলাইকা

যদি উপাসক দুই রেকাতেরও অধিক বলিতে ইচ্ছা করে, তবে আবার পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া তাহা বলিতে হইবে। আর দুই রেকাতেই নমাজ শেষ করা তাহার অভিপ্রায় হইলে, হজরতের প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক এই প্রার্থনাটী করিতে হইবে :—"হে পরমেশ্বর, তুমি মুহম্মদ এবং তাঁহার অনুগামী দলকে কৃতকার্য্য কর, যেমন তুমি ইব্রাহিম এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে কৃতকার্য্য করিয়াছিলে : নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মহিমান্বিত। হে পরমেশ্বর, মুহম্মদ এবং তাঁহার অনুগামীদিগের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিমের অনুগামীদিগের উপরে করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মহিমান্বিত *

আ ইয়্যুহা ন্নবিয়্যু ও-আ রাহ্‌মাতো (আশীর্ব্বাদ) ল্লাহে ও-আ বারাকাতুহো (অনুগ্রহ)। আস্‌সালামো আলাইনা, ও-আ আলা এবাদে (দাস) ল্লাহে সালেহীনা (সৎকর্ম্মশীল)। আশ্‌হাদো আনল্লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহো ও-আ আশহাদো আন্না মুহাম্মাদান্ আব্‌দুহো ও-আ রাসুলুহো।

* আল্লা হুম্মা (হে পরমেশ্বর) সাল্লে (দয়া কর) আলা মুহাম্মাদিন্ (মহম্মদের উপরে) ও-আ আলা আলি মুহাম্মাদিন্ (এবং মহম্মদের অনুগামীদের উপরে) কামা সাল্লাইতা (যেমন দয়া করিয়াছিলে) আলা ইব্রাহিমা (ইব্রাহিমের উপর) ও-আ আলা আলে ইব্রাহিমা (এবং ইব্রাহিমের অনুগামীদের উপর)। ইন্নাকা (নিশ্চয় তুমি) হামিদুন্ (প্রশংসিত) মজিদুন্ (মহান্)। আল্লাহুম্মা বারিক (হে পরমেশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর) আলা মুহাম্মদিন ও আলা আলি মুহাম্মদিন্ কামা বারাকতা (যেমন তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে) আলা ইব্রাহিমা ও আলা আলে ইব্রাহিমা, ইন্নাকা হামীদুন্ মজিদুন্ (নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মহান্।)

(শেষ সেলামের পূর্ব্বে এই প্রার্থনা এবং পরবর্ত্তী প্রার্থনা সর্ব্বদাই করিতে হয়। সেই পরবর্ত্তী প্রার্থনা এই :– "হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছি। এবং দোষ হইতে রক্ষা করিতে পারে, তুমি ভিন্ন কেহ নাই। অতএব তোমার রক্ষাদ্বারা আমাকে রক্ষা কর, এবং আমার প্রতি দয়া কর ; নিশ্চয় তুমি মার্জ্জনাকারী দয়াময়"- † ।

ইহাতেই নমাজ শেষ হইল। নমাজের শেষে বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে কল্যাণ কামনা পূর্ব্বক একবার ডানদিকে, আবার বামদিকে, মুখ ফিরাইয়া, এই বলিয়া অভিবাদন করিবেন :— "আস-সালামু আলাইকুম ও-আ রাহমাতো ল্লাহে"- - "তোমাদের প্রতি শান্তি এবং পরমেশ্বরের দয়া হোক"।

সামাজিক নমাজে উপাসকদিগকে 'ইমাম্' বা আচার্য্যের অনুসরণ করিয়া, প্রার্থনাদি এবং ফাতেহাদি উচ্চারণ করিতে হয়। রুকু করার পর ইমাম্ যখন দাঁড়াইয়া বলেন :— "সামি-আ ল্লাহু লিমান্ হামিদাহো," "পরমেশ্বর তাহাকে গ্রহণ করে যে তাঁহার

---

† আল্লাহুম্মা (হে পরমেশ্বর) ইন্নি (নিশ্চয় আমি) জালাম্‌তো (অত্যাচার করিয়াছি) নাফ্‌সী (আমার আত্মার উপর) জুল্‌মান্ (অত্যাচার) কাসীরান্ (অত্যন্ত) ও-আ লা ইয়াগ্‌ফেরুজ্ জুনুবা (এবং কেহ দোষ ক্ষমা করেনা) ইল্লা আন্তা (তুমি ভিন্ন) ফাগ্‌ফের্‌লী (অতএব আমাকে ক্ষমা কর) মাগ্‌ফেরাতান্ মিন্ এন্দেকা (তোমার কৃত রক্ষাদ্বারা ও-আর্ হাম্‌নী (এবং আমার প্রতি দয়া কর) ইন্নাকা আন্তাল্ (নিশ্চয় তুমি) গাফুরো (ক্ষমাকারী) র্‌রাহিমো (দয়াময়)।

স্তব করে," উপাসক-মণ্ডলী তখন বলেন :—"রব্বানা .ও-আ লাক্ আল্-হাম্‌দো," "হে আমাদের প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমারই"।

নমাজের এই বর্ণনা আমরা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সর্ব্ব-সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। ইহাতে সাম্প্রদায়িক কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার নামগন্ধও দেখিতেছিনা। বস্তুতঃ এই নমাজে উদারতার পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, এই নমাজ ব্যবহার করিতে আপত্তি করিতে পারে, এমন কিছু দেখিতেছি না। বুঝিয়া সুজিয়া ভক্তির সহিত ইহা ব্যবহার করিলে. মানুষ মাত্রেই বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে।

সর্ব্বশেষে "কুণুত" নামক যে প্রার্থনাটি, ইশা বা রাত্রির নমাজের শেষ রেকাতের পরে উচ্চারিত হয়। তাহার বঙ্গানুবাদও আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া, "মুসলমান সমাজে প্রচলিত নমাজের" এই বর্ণনা শেষ করিতেছি। "হে পরমেশ্বর, আমরা তোমারই সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে রক্ষা ভিক্ষা করিতেছি. এবং তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, এবং তোমারই উপরে নির্ভর স্থাপন করিতেছি, এবং উত্তমরূপে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, এবং তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতেছি ; এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না, এবং যে তোমাকে অমান্য করে, তাহাকে দূরে রাখি, এবং তাহার সহিত সংস্রব রাখি না। হে পরমেশ্বর, তোমাকেই পূজা করি, এবং তোমারই নিকটে প্রার্থনা করি, এবং তোমাকেই প্রণিপাত করি, এবং তোমারই নিকটে দৌড়িয়া যাই, এবং সত্বর আশ্রয় লই,

এবং তোমার দয়ার আশা করি, এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অবিশ্বাসীদের উপরে পতিত হয়" * ।

- - - - - -

আল্লাহুম্মা (হে পরমেশ্বর) ইন্না (নিশ্চয়) নাস্তা'ঈনুকা (তোমার নিকটে আমরা সাহায্য চাহিতেছি) ও-আ নাস্তাগ্‌ফেরুকা (তোমার নিকট আমরা ক্ষমা চাহিতেছি), ও-আ নু'মেনু বিকা (তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি), ও-আ নাতাও-আকালু 'আলাইকা (এবং আমরা তোমার উপরে নির্ভর করিতেছি) ও-আ নুস্‌নী 'আলাইকাল্ খাইরা (এবং উত্তমরূপে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি), ও-আ নাশ্‌কুরুকা (এবং তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি), ও-আ লা নাক্‌ফুরুকা (এবং তোমাতে অবিশ্বাস করিনা), ও-আ নাখ্‌লা-উ (এবং দূর করি) ও-আ নাৎরুকু (এবং সংস্রব রাখিনা) মান্ ইয়াফ্‌জুরু কা (তাহার সহিত যে তোমাকে অমান্য করে)। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা (তোমাকেই) না'বুদো (আমরা পূজা করি), ও-আ লাকা (তোমারই নিকটে) নুসাল্লী (আমরা প্রার্থনা করি), ও-আ নাস্‌জুদু (তোমাকেই আমরা প্রণিপাত করি), ও-আ ইলাইকা নস্'আ (তোমারই জন্য দৌড়িতেছি) ও-আ নাহ্‌ফিদু (আমরা তোমারই আশ্রয় লই) ও-আ নার্‌জু (এবং আমরা আশা করি) রহ্‌মাতাকা (তোমার দয়া), ও-আ নাখ্‌শা (ভয় করি) 'আজাবাকা (তোমার শাস্তিকে), ইন্না (নিশ্চয়) 'আজাবাকা (তোমার শাস্তি) বিল্-কুফ্‌ফারি (অবিশ্বাসীদের উপরে) মুল্‌হিকুন্ (পতিত হইবে")।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।

(Harmony of Religions)

'নমাজ' ইসলাম ধর্ম্মের প্রাণ। তাহারই বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সহিত না মিলে, না খাপ খায়, মুসলমানের নমাজে এমন কোন কথাই নাই। খাদ্যাদির বিচার লইয়াই এত কাল হিন্দু-মুসলমানের ভেদ চলিয়া আসিয়াছে। খাদ্যাদি লইয়াই হিন্দু-মুসলমান এতকাল পরস্পরকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, ঘৃণা করিয়াছে। এখন আর খাদ্যাদি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ থাকিতেছে না। আবার আদম সুমারির গণনার ফলে (Census Report of 1921, vol I, Part I, p. 227) ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে, যে ভারতবাসী মুসলমানেরা প্রায় সকলেই হিন্দুর সন্তান। কে না জানে, যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন এদেশ, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, উন্নতির পথে একপাও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না? বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের পরস্পরের অজ্ঞানতা ভিন্ন তাহাদের মিলনের পথে অন্যকোন কণ্টকই দৃষ্ট হয় না। একদিকে ইসলাম ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ 'নমাজ' যেমন বিশ্বজনীন, যেমন অসাম্প্রদায়িক, যেমন উদার, অপর দিকে হিন্দু ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ বেদমাতা গায়ত্রী ও বিশ্বজনীন, তেমনি অসাম্প্রদায়িক এবং উদার। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ

প্রচোদয়াৎ" (.ঋ, ৫-৬১-১০), "যে জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ংজ্যোতি-স্বরূপ পরমেশ্বর অন্তর্যামীরূপে আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে চালনা করেন, তাহার পূজনীয় জ্যোতি আমরা অন্তরে ধ্যান করি"। নমাজের ও যেই লক্ষ্য, গায়ত্রীর ও সেই লক্ষ্য। হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া তবে কেন আমরা সেই 'নমাজ' এবং সেই 'গায়ত্রী' যোগে পরমেশ্বরের উপাসনা করিব না? যদি বুঝিয়া সুজিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া, আমরা ভক্তির সহিত এই নমাজ এবং এই গায়ত্রীর ব্যবহার করি, তবে নিশ্চয় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ কণ্টক-মুক্ত হইবে, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ভক্তিভরে একত্র মিলিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে, যেমন উপাসক-মণ্ডলীর হৃদয় গলিয়া এক হইয়া যায়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ইহা জানিয়াই, ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সনের ৮ই জানুয়ারী তারিখে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভাতে, সকলজাতির, সকল শ্রেণীর লোক একত্র মিলিয়া, এক অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার একটি স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন *। ইহা করিয়াই তিনি বিলাত

* "A place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the universe."

Trust-deed of Ram Mohan's Brahma Sabha.